চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 129 Tuesday, 9 April, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১২৯ সংখ্যা ❋ ২৬ চৈত্র, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ৯ এপ্রিল, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল হাওড়ার লিলুয়ার একটি পিচ চটের কারখানা। সোমবার দুপুর দেড়টা নাগাদ ওই কারখানায় হঠাৎই আগুন লাগে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

সোমবার সকালে দুর্গাপুরের ফুলঝোড় মোড়ে দিলীপ ঘোষকে দেখে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

দিন তিনেক আগেই বিধ্বংসী ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান দেখতে সোমবার ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শনে গেলেন জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারীগন। ...বিস্তারিত পাতা ৭

সূত্রের খবর অনুযায়ী, হায়দরাবাদ এফসি মিডফিল্ডার মার্ক জোথানপুইয়া আসন্ন মরশুমের জন্য ইস্টবেঙ্গল এফসি-তে যোগ দিতে চলেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

ঠাকুরবাড়ি উড়িয়ে দেবার হুমকি দিয়ে শান্তনুকে চিঠি লস্কর-ই-তৈবার

দুরন্ত বার্তা, উঃ ২৪ পরগণা, ৮ এপ্রিলঃ ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চিঠি এল মতুয়া মহাসংঘের নেতা তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের কাছে। সোমবার দুপুরে জঙ্গি সংগঠন লস্কর ই তৈবার নাম করে এই চিঠি পৌঁছয় তার কাছে। চিঠিতে দেগঙ্গার বাসিন্দা এক ব্যক্তি হুমকি দিয়ে লিখেছেন, দেশে সিএএ কার্যকর হলে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে। ঘটনায় কিছুটা আশঙ্কিত শান্তনু ঠাকুর প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ইতিমধ্যে বিষয়টি জানিয়েছেন। তাঁর কাছে আসা চিঠি প্রকাশ করে শান্তনু বলেন, ''আমার কাছে হুমকি চিঠি এসেছে। আমি সেকথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। সংবাদমাধ্যম দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও জানানোর চেষ্টা করছি।'' টাইপ রাইটারে বাংলা হরফে টাইপ করা ওই চিঠিতে লেখা হয়েছে, দেশে সিএএ লাগু হলে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে। ক্ষতি করা হবে ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের। উল্লেখ্য, শনিবার থেকে ঠাকুরনগরে শুরু হয়েছে বারুনি মেলা। স্নান পর্ব মিটলেও রোজ মেলায় আসছেন হাজার হাজার মানুষ। তারই মধ্যে এই হুমকি চিঠিতে ঠাকুরবাড়ি ছাড়াও সেখানে আসা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ওদিকে এই চিঠিকে নাটক বলে দাবি করেছেন, তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। তিনি বলেন, ''রবিবার রাতে বড়মার ঘরে ঢোকার জন্য শান্তনু যা করেছে সেদিক থেকে নজর ঘোরাতে এসব নাটক করছে। কেউ কোনও চিঠি দেয়নি সব বানানো।'' রবিবার বারুনি স্নানের পরদিন ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক কোন্দল চরমে পৌঁছয়। তাঁর ঠাকুমা বিনাপাণি দেবীর ঘর তৃণমূল সাংসদ তথা তাঁর জ্যেঠিমা মমতাবালা ঠাকুর তালা দিয়ে রেখেছেন বলে অভিযোগ করেন শান্তনু। এর পর হাতুড়ি দিয়ে তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন তিনি। ওই ঘরকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি তোলেন তিনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায় ঠাকুরনগরে। দুপক্ষের সমর্থকরা একে অপরের দিকে তেড়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ওদিকে শান্তনু ঠাকুরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সব মিলিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় সেখানে।

কমিশনের কাছে বাংলার ভোটের ইতিহাসের খতিয়ান দিয়ে এলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ নির্বাচনে কমিশনে বিজেপির প্রতিনিধি দল। সেখানে গিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নির্বাচন কমিশনে তিনি কী কী অভিযোগ জানিয়েছেন সাংবাদিকদের সামনে তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন। এ দিন, বিজেপি নেতা ২০২১-এর ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে যেমন নালিশ ঠুকেছেন, তেমন ভোটের সময় এ রাজ্যে কতখানি হিংসা হয় সেই বিষয়কেও কমিশনকে অবগত করেছেন বলে জানিয়েছেন নিজেই। সাংবাদিক বৈঠকে আজ শুভেন্দু বলেন, ''আমরা ২১-এর বিধানসভা ভোটের পরবর্তী কথা জানিয়েছি। ভোটের পর ১২ হাজার মামলা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। ৬১ এফআইআর সিবিআই করেছে। আমরা বিভিন্ন তথ্য দেখিয়েছি।'' বিরোধী দলনেতার দাবি, ''আমরা বলেছি আজ পর্যন্ত ১৫টা রাজ্যে ভোট হয়েছে। কোথাও ভোটের দিন, ভোট গণনার দিন বা ভোটের পর হিংসার ঘটনা ঘটে না। একমাত্র বাংলা বাদে।'' এখানেই শেষ নয়। ভোটে হিংসার ঘটনার বিভিন্ন নথি তিনি তুলে ধরেছেন কমিশনে। বলেছেন, ''২৩-এর পঞ্চায়েতের রেফারেন্স দিয়েছেন। কীভাবে ৮২০ কোম্পানি বাহিনী এসেছিল। ৫৫ জন মারা গিয়েছেন।''

তৃণমূলের ধর্নায় ধুন্ধুমার

নির্বাচন কমিশনের সামনে থেকে ১০ জনকে আটক দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিলঃ নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে ধর্নায় বসেছিল তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল। তাঁদের আটক করল দিল্লি পুলিশ। কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে সোমবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করতে গেছিল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। ১০ জনের মধ্যে ছিলেন ডেরেক ও ব্রায়েন, দোলা সেন, শান্তনু সেন, সাখেত গোখলে, সাগরিকা ঘোষরা। কমিশনের কাছে নিজেদের অভিযোগ জানানোর পর তাঁরা নির্বাচন কমিশন দফতরের বাইরেই ধর্নায় বসেন। ২৪ ঘণ্টা ধর্নায় বসার ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূল সাংসদরা। ধর্না শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই দিল্লি পুলিশ সেখানে এসে তাঁদের ধর্না প্রত্যাহার করতে বলে। সাফ জানানো হয়, ওই জায়গায় কোনও অবস্থান-বিক্ষোভ করা যাবে না। এরপরই তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে বচসা শুরু হয় তাঁদের। তারপর একে একে ১০ জনকে পুলিশের ভ্যানে তোলা হয়। তাঁদের আটক করে দিল্লি পুলিশ। সোমবার কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তৃণমূল প্রতিনিধি দল বিজেপির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেছে। এছাড়া তাঁরা চার কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি, সিবিআই, এনআইএ এবং আয়কর দফতরের প্রধানদের সরিয়ে দেওয়ারও দাবি জানায়। প্রতিনিধি দলের অভিযোগ, বিজেপি ক্রমাগত এই কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে যাচ্ছে। সোমবারই বাঁকুড়ার সভা থেকে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য ছিল, ''৪ জুনের পর বলছে সবাইকে গ্রেফতার করবে, জেলে ভরবে। এখনই তো গোটা দেশ জেল হয়ে গেছে। গণতন্ত্রকে জেল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'' এরপরই কেন্দ্রীয় এজেন্সির নাম নিয়ে মোদিকে আক্রমণ করেন তিনি। মমতার দাবি, প্রধানমন্ত্রীর এক পকেটে এনআই, অন্য পকেটে সিবিআই। আর এক পকেটে ইডি, আবার অন্য পকেটে ইনকাম ট্যাক্স। এনআইএ-সিবিআই ভাই-ভাই আর বাকি এজেন্সি দিয়ে ফান্ড কালেকশন চলছে।

১৬ দিন পরেও দেহ নেয়নি পরিবার, পিংলার মৃত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গেলেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৮ এপ্রিলঃ খুন কোনও সংখ্যাতত্ত্বের বিষয় নয়, খুন হয়ে থাকলে অপরাধীকে সাজা পেতেই হবে পিংলায় নিহত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়ে বললেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। গত মার্চ মাসের ২৩ তারিখ খড়্গপুর লোকাল থানার বারবাসী গ্রামে ধান জমি থেকে উদ্ধার হয়েছিল বিজেপি কর্মী শান্তনু ঘোড়ুইয়ের দেহ। এই ঘটনার পরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনেছিল বিজেপি। সোমবার নিহত সেই কর্মী শান্তনু ঘোড়ুইয়ের বাড়িতে গেছিলেন রাজ্যপাল। সেখানে গিয়ে নিহতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। প্রায় আধঘণ্টা নিহত বিজেপি কর্মীর বাড়িতেই ছিলেন রাজ্যপাল। তাঁকে কাছে পেয়ে পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়েন । সঠিক বিচারের দাবিতে রাজ্যপালের পায়ে ধরে কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন মৃতের মা ও স্ত্রী। একই সঙ্গে এলাকার লোকজন দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি তোলেন। এরপরেই রাজ্যপাল পরিবারের সদস্যদের একটি লিখিত অভিযোগ তাঁর কাছে জমা দিতে বলেন। পুরো বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখবেন বলে নিহতের পরিবারকে আশ্বস্ত করেন রাজ্যপাল। গর্ভনরের কাছে পরিবারের লোকজনদের দাবি, তাঁদের ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্ত হোক এবং সঠিক ভাবে ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে দ্রুত ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করুক রাজ্যপাল। এদিন রাজ্যপাল নিহতের নাবালক ছেলেকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে তিনি বলেন, ''দেখুন এই ছেলেটিকে, সে তাঁর বাবাকে হারিয়েছে, পরিবারে দুই মহিলা রয়েছেন। যাঁদের একজন তাঁর স্বামীকে ও অন্যজন তাঁর ছেলেকে হারিয়েছেন। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে কোনও মানুষের হাত রয়েছে। এই ঘটনায় খুনের অভিযোগ উঠে আসছে। খুন কোনও সংখ্যাতত্ত্বের বিষয় নয়, খুন হয়ে থাকলে অপরাধীকে সাজা পেতেই হবে।'' যদিও এই ঘটনার পর থেকে তৃণমূলের দাবি, ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে অসুস্থতায়। ভোটের সময়ে বিজেপি সেই মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে। কিন্তু সেকথা বিজেপি মানতে নারাজ। তাঁদের অভিযোগ, ওই কর্মীকে হুমকি দিচ্ছিল তৃণমূল। তারাই খুন করেছে। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ প্রথমে তাঁদের অভিযোগ নিতে চায়নি। পরে বিজেপি কর্মীরা গেলে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। এরপরই পিংলার এই ঘটনা নিয়ে জলঘোলা হতে থাকে। পরিবারের আরও অভিযোগ, তাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও পুলিশ জোর করে ময়নাতদন্ত করেছে। সেই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট তাঁরা মানেন না। কারণ তাঁরা চেয়েছিলেন কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রণাধীন কোনও হাসপাতালে ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে ময়নাতদন্ত করা হোক। কিন্তু পুলিশ তা করেনি। তাই দেহ নেননি তাঁরা। ফলে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মর্গেই ওই বিজেপি কর্মীর দেহ রাখা রয়েছে এখনও। ইতিমধ্যে এই সমস্ত দাবি জানিয়ে বিজেপির সাহায্যে পরিবার হাইকোর্ট একটি মামলা দায়ের করেছে।

'দেশটাকে জেল বানিয়ে দিয়েছে'

প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ মমতার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ এপ্রিলঃ রাইপুরে তৃণমূলের বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর সমর্থনে জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারের সেই সভা থেকে সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী। দুর্নীতিগ্রস্তদের জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারই পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''দেশটাকেই তো জেল বানিয়ে দিয়েছেন।'' বিজেপির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করার অভিযোগ আরও একবার শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। হেমন্ত সোরেন, অরবিন্দ কেজরীবালদের গ্রেফতারিরও প্রতিবাদ শোনা যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''মোদিজী আপনি প্রধানমন্ত্রী। আপনি ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন, দীর্ঘ জীবন লাভ করুন। কিন্তু একজন প্রধানমন্ত্রীর মুখে এ ভাষা কি শোভা পায় যে '৪ জুন হয়ে গেলে চুনচুনকে অ্যারেস্ট করেগা, সবকো জেল মে ভেজে গা'। আরে অভি তো হিন্দুস্তানকো জেল বনা দিয়া আপনে। আপনার এক পকেটে এনআইএ, আরেক পকেটে সিবিআই। এক পকেটে ইডি, আরেক পকেটে ইনকাম ট্যাক্স।'' একইসঙ্গে মমতা বলেন, ''এরপরও হুমকি দিচ্ছেন কাকে? আমরা হুমকিতে ভয় পাই না। একইসঙ্গে বলেন, নতুন সংসদভবনকে জেলখানা বানিয়ে দিতে।'' প্রসঙ্গত, সম্প্রতি প্রচারে এসে নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, এখানে কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর হামলা হয়। লোক দিয়ে হামলা করানো হয়। তৃণমূল আইন ও সংবিধানকে শেষ করে দেওয়ার মতো একটা দল। সে প্রসঙ্গ টেনেই এদিন মমতা বলেন, ''দেশটাকেই জেল বানানো হচ্ছে।'' এ বিষয়ে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''কংগ্রেস থেকে উনি রাজনীতি শুরু করেছেন। সেই দলটাই দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিল, গোটা দেশকে জেলখানা বানিয়েছিল। কংগ্রেসের গর্ভ থেকে যারা অন্য রাজনৈতিক দল তৈরি করেছেন, তাদের কোনও নৈতিক বা রাজনৈতিক অধিকার নেই গণতন্ত্র বা দেশকে জেলখানা বানানো নিয়ে অভিযোগ তোলার।'' এদিন সিএএ, এনআরসি নিয়ে সরব হন মমতা। একইসঙ্গে তাঁর মুখে শোনা যায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কথা। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আরেকটা বিলও পাশ করিয়ে নিয়েছে কি না কে জানে। ১৪৭ জন সাংসদকে বাদ দিয়ে অভিন্ন দেওয়ানি। আপনারা জানেন হিন্দুদের মধ্যেও অনেক সাবকাস্ট আছে। ব্রাহ্মণ আছেন, শূদ্র আছেন, কায়স্থ আছেন। আদিবাসীদের বিয়ের ধরন অন্য। খ্রিস্টানদের, মুসলিমদের ধরন আবার অন্য। এটার মানে হচ্ছে আপনার নিজস্বতা বলে কিছু থাকবে না, আইডেনটিটি থাকবে না।'' অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড মূলত গোটা দেশের সব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য অভিন্ন আইনের কথা বলে। মূলত, বিয়ে, ডিভোর্স, দত্তক কিংবা উত্তরাধিকারের মত একেবারেই ব্যক্তিগত বিষয়গুলিকে ধর্মমত নির্বিশেষে এক ও অভিন্ন আইনে আনার কথাই বলে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। সংবিধানের ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদেও বলা হয়েছে, ভারতব্যাপী নাগরিকদের জন্য একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরির চেষ্টা করবে রাষ্ট্র। এদিন সিএএ এনআরসি নিয়েও মমতা বলেন, ''ক্যা আর এনআরসি। মাছের মাথা আর লেজ। ক্যা মাথা, লেজ এনআরসি। যেই আবেদন করলেন সঙ্গে সঙ্গে এনআরসিতে পড়ে গেলেন। আপনাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকতে হবে। আপনার সব পরিচয় বন্ধ। আপনি তখন বিদেশি হয়ে গেলেন। ভুল করেও ক্যাতে নাম লেখাবেন না। আমরা ক্যা করতে দেব না, মানুষের পরিচয় কাড়তে দেব না। আমরা সবাই নাগরিক। যদিও প্রথম থেকেই বিজেপির তরফে বলা হয়েছে, সিএএ নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন, নাগরিকত্ব কাড়ার নয়।''

'ওসি সাহস পেলেন কীভাবে?', ভূপতিনগরে পুলিশি রিপোর্ট দেখে তীব্র অসন্তোষ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ আদালতের রক্ষাকবচের ফলে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করতে পারে অভিযুক্তরা। ভূপতিনগরকাণ্ডে পুলিশের এই রিপোর্টে ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার ভূপতিনগর মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে। ভূপতিনগর থানা যে রিপোর্ট এদিন আদালতে জমা করে, তা দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। ক্ষুব্ধ বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ওসিকে বলতে হবে আদালতের রক্ষাকবচের ফলে কবে কোথায় কোন নির্বাচন বানচাল হয়েছে? আদালতের নির্দেশ, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই রিপোর্টের ব্যাখ্যা দিতে হবে ভূপতিনগর থানার ওসিকে। এই রিপোর্টে আদালতের অবমাননা হয়েছে। বিচারপতি আরও প্রশ্ন করেন, এই ধরনের রিপোর্ট লেখার সাহস পেলেন কী করে ওসি? তপন মিদ্দা নামে ভূপতিনগরের স্থানীয় এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে গত তিন বছরে ২৬টি ফৌজদারি মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ১৫টি চার্জশিটও জমা করেছে পুলিশ। কিন্তু মামলাকারীর অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর-ই নেই। একটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর একের পর এক মামলায় তাঁকে 'সোন অ্যারেস্ট' দেখানো হয়। তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আদালত এবার পুলিশের কাছে জানতে চায়, আদতে তপন মিদ্দার বিরুদ্ধে কতগুলো মামলা রয়েছে? কতগুলো মামলায় অভিযোগ রয়েছে, তা নিয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়। ভূপতিনগর থানার তরফে সোমবার রিপোর্ট জমা করা হয়।

জিতেন্দ্রর সঙ্গে এনআইএ-এর বৈঠক নিয়ে নতুন অভিযোগ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ ভূপতিনগরে এনআইএর হানা এবং পাল্টা তাদের উপর আক্রমণের অভিযোগ নিয়ে শোরগোলের মধ্যে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার 'গোপন বোঝাপড়া'র অভিযোগ নিয়ে সরব তৃণমূল। ইতিমধ্যে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির এনআইএর এসপি ধনরাম সিংহের বাসভবনে গিয়ে 'বৈঠক' করেছেন বলে দাবি করেছে রাজ্যের শাসকদল। ওই ঘটনা নিয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের একটি মন্তব্যকে হাতিয়ার করে নতুন অভিযোগ আনল রাজ্যের শাসকদল। তাদের দাবি, বিজেপি রাজ্য সভাপতির কথাবার্তা থেকেই পরিষ্কার যে তাদের সম্মতিক্রমেই গত ২৬ মার্চ এনআইএর এসপির সঙ্গে বৈঠক করেন জিতেন। অন্য দিকে, তৃণমূলের এই অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। এনআইএ এবং বিজেপির 'বৈঠক' নিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের অভিযোগ প্রসঙ্গে সুকান্ত একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''জিতেন্দ্র তিওয়ারিই নন, যে কেউ এনআইএর যে কোনও এসপির সঙ্গে দেখা করতে পারেন। আমি দেখা করতে পারি। কুণাল ঘোষও দেখা করতে পারেন এনআইএ এসপির সঙ্গে।'' তিনি আরও বলেন, ''অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে যে কেউই এনআইএর যে কোনও এসপির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। এতে কোনও সমস্যা নেই।'' বিজেপির রাজ্য সভাপতির এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের যুক্তি, এনআইএর এসপির সঙ্গে অবশ্যই দেখা করা যায়। কিন্তু সেটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারের অফিসে। তাঁর ভাড়া করা ফ্ল্যাটে দেখা করা যায় না। বিশেষত, যখন নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি চালু হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল সমাজমাধ্যমে লেখে, ''সুকান্তের মন্তব্য স্বীকৃতি দিল যে জিতেন্দ্র তিওয়ারি প্রকৃতই তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য এনআইএর এসপি ধনরাম সিংহের সঙ্গে গোপন আলোচনায় জড়িত ছিলেন। আবার এটাও ঠিক, যে কেউ এনআইএর এসপির সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সেটা তাঁর অফিসে সঠিক অ্যাপয়েন্টমেন্টের ভিত্তিতে করা উচিত। রাতের অন্ধকারে তাঁর ভাড়া করা ফ্ল্যাটে নয়, বিশেষ করে একটি পার্সেল দিয়ে এবং তা-ও যখন নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকে।'' তৃণমূলের অভিযোগ, ভোটের আগে তৃণমূল নেতাদের বেছে বেছে গ্রেফতার করানোর জন্য 'ষড়যন্ত্র' করছে বিজেপি। ভূপতিনগরে এনআইএ হানার এক দিন পর সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল দাবি করেন, গত ২৬ মার্চ এনআইএর ওই অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর তাঁকে টাকাও দিয়েছেন জিতেন্দ্র। এ নিয়ে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টেও গিয়েছেন। অন্য দিকে, জিতেন্দ্র পাল্টা মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এর মধ্যে কুণালের নয়া দাবি, ''তদন্ত চলাকালীন অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হোক অভিযুক্তকে।'' তিনি আরও বলেন, ''তৃণমূল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে। এনআইএর ডিজির কাছে আবেদন করব, তাঁরাও পদক্ষেপ করুন। কারণ, উক্ত এসপি এনআইএর বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছেন।'' তৃণমূলের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তাঁরা জিতেন্দ্রের পাশেই রয়েছেন।

ভোর ৪.৩০ মিনিটে থানায় যান এনআইএ কর্তা, সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়েই তল্লাশি!

ভূপতিনগরে ঠিক কী হয়েছিল বিবৃতি দিল এনআইএ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ ভূপতিনগরে অভিযান ঘিরে এখন কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত চরমে। এনআইএ-বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল। অভিযোগ জানানো হচ্ছে দিল্লি নির্বাচন কমিশনেও। একদিকে বঙ্গ সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও হুঁশিয়ারি দিয়ে দিয়েছেন, দুষ্কৃতী-দুর্নীতি নাশ করতে এই ধরনের অভিযান চলবেই। অভিযুক্তরা আজীবন জেলেই থাকবে। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী সরব ভোটের মুখে পরিকল্পিত অভিযানের অভিযোগ তুলে। এই পরিস্থিতি প্রকাশ্যে এনআইএ-এর বিবৃতি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির বক্তব্য, ভূপতিনগরে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আইন মেনেই ভূপতিনগরে অভিযানে যাওয়া হয়েছিল। ছিল সার্চ ওয়ারেন্টও। বিনা প্ররোচনায় অভিযান চালানো হয়। এনআইএ সূত্রের দাবি, গত শনিবার তল্লাশি অভিযান শুরু হওয়ার আগেই এনআইএ-র এক অধিকারিক ভূপতিনগর থানায় পৌঁছেছিল, ডিউটি অফিসারের কাছে পুলিশ ফোর্স (সহকারি) চেয়েছিল। ভোর সাড়ে ৪টের আগেই থানায় পৌঁছেছিল এনআইএ। তারপর ৫টি লোকেশনে তল্লাশি শুরু হয়। তল্লাশি চালাতে প্রায় ৩০ জন সিআরপিএফ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ব্যাকআপের জন্য ৬টি টিম ছিল। একটি সিআরপিএফ ফোর্স টিম রাখা ছিল। এনআইএ সূত্রের দাবি, গন্ডগোল শুরু হওয়ার পর সেই ফোর্স ডাকা হয়েছিল ঘটনাস্থলে। ভোর সওয়া ছ'টা নাগাদ যখন বিক্ষোভ, হামলা হয়, তার অনেক আগেই থানায় জানানো হয়েছিল, এনআইএ-এর তরফে তারা তল্লাশি চালাতে এসেছে। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ভূপতিনগরের নাড়ুয়াবিলা গ্রামে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি রাজকুমার মান্নার বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয়। রাজকুমার-সহ ৩ জনের মৃত্যু হয়। আদালতের নির্দেশে ২০২৩ সালে এই ঘটনার তদন্তভার হাতে নেয় এনআইএ। ঘটনায় অভিযুক্ত বলাই মাইতি ও মনোব্রত জানাকে একাধিক বার নোটিস পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকার কারণ দর্শিয়ে সেই হাজিরা এড়িয়েছিলেন তাঁরা। তারপরই তাঁদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান। সেখানে এনআইএ-এর ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। মহিলারা ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান। দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে এনআইএ-এর গাড়িও ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। যদিও গত শনিবারের ঘটনার পর থেকেই হেমতাবাদের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, পরিকল্পিতভাবেই এনআইএ অভিযান হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''হামলাটা কে করেছে? হামলাটা মেয়েরা করেনি। হামলাটা করেছে এনআইএ। গদ্দারটা জানে হারবে, তাই লোকের বাড়ি লোক পাঠাচ্ছে। তুমি লোকের বাড়িতে ঢুকে যাবে রাতে, তৃণমূলের সব বুথ সভাপতিকে গ্রেফতার করতে হবে, তৃণমূল এমএলএ-কে গ্রেফতার করতে হবে।'' এমনকি বিজেপি-এনআইএ-র আঁতাতেরও অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। কুণাল ঘোষ সাংবাদিক বৈঠক করে দাবি করেছেন, ''এনআইএ-র একজন অফিসারের বাড়িতে গিয়ে বিজেপির নেতারা লিস্ট দিয়ে আসছেন। মুখ্যমন্ত্রীও এই কথাই বলছেন।'' যদিও ঘটনার পর জলপাইগুড়ির সভায় দাঁড়িয়ে ভূপতিনগরের ঘটনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''তৃণমূলের জমানায় ইডি-এনআইএ সবই আক্রান্ত হচ্ছে। তৃণমূল সংবিধানবিরোধী।''

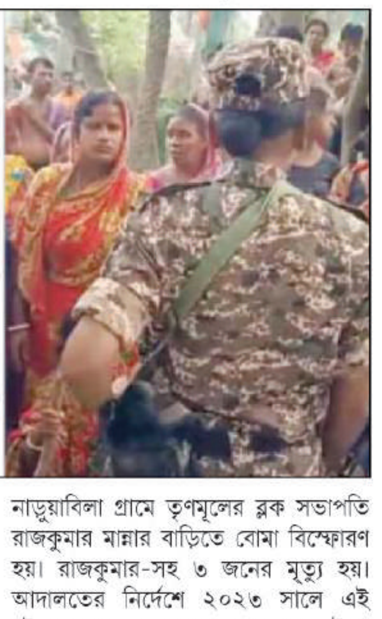

দেশবাসীর থাকার ব্যবস্থা করা না গেলে বাইরের কেউ কেন সুবিধা পাবে, সিএএ নিয়ে প্রশ্ন অতিশীর

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ নিজের দেশের মানুষকে যখন চাকরি দেওয়া যাচ্ছে না, মাথার উপর ছাদ তৈরি করে দেওয়া যাচ্ছে না, সেই সময় অন্য দেশের মানুষকে কীভাবে সাহায্য করা হবে। সোমবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে এমনই প্রশ্ন তুললেন এএপি নেত্রী অতিশী।এএপি নেত্রী অতিশীর প্রশ্ন, নিজের দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থানের জোগাড় না করে, কেন অন্য দেশের মানুষকে সুবিধা দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এর আগেও কেন্দ্রকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন লাগুর বিষয়ে খোঁচা দিয়েছিলেন অতিশী।

মোজাম্বিকে নৌকাডুবে বিপুল প্রাণহানি, অন্ততপক্ষে ৯০ জনের মৃত্যু

মোজাম্বিক, ৮ এপ্রিল ঃপূর্ব আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিকের উত্তর উপকূলে একটি নৌকা ডুবে ৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ডুবে যাওয়া নৌকায় ১৩০ জন ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ডুবে যাওয়া নৌকা থেকে পাঁচজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নিহতের সংখ্যা ৯০ জনের বেশি হতে পারে। নামপুলা প্রদেশের আধিকারিকরা মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন।একজন প্রাদেশিক মন্ত্রী বলেছেন, কলেরার প্রাদুর্ভাব থেকে বাঁচতে নিহতরা কোথাও পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। নিহতদের মধ্যে অনেক শিশু রয়েছে। অতিরিক্ত যাত্রী তোলার কারণে নৌকাটি ডুবে যায়। উল্লেখ্য, গত বছরের জানয়ারি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে নামপুলা প্রদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউনিসেফের হিসেবে, চলামন প্রাদুর্ভাব গত ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা থামেনি। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৯০ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রায় ৮৬ ডলার প্রতি ব্যারেল। সোমবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে উপলব্ধ।আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড সপ্তাহের প্রথম দিনে ১.৩৯ ডলার বা ১.৫২ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৯.৭৮ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস হন্টার।রমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ১.২৪ ডলার বা ১.৪৩ শতাংশ কমে ৮৫.৬০ ডলারে লেনদেন করছে।

রামবানে ভূমিধস পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসল পাথর

জম্মু, ৮ এপ্রিল ঃজম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় স।ক। সোমবার সকালে রামবানের খুনি নাল্লাহর কাছে ধস নামে, পাহাড় থেকে বিশালাকার পাথর গ।িয়ে আসে রাস্তায়। এরপর সমগ্র দেশের সঙ্গে ভূস্বর্গকে সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে পড়ে অসংখ্য গাড়ি। এরপর রাস্তা

বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় নবনিযুক্ত ৭০,০০০ ব্যক্তিকে নিয়োগপত্র

নয়াদিল্লি,৮এপ্রিলঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনঃদন জানাই, অনেক অনেক শুভ ক া ম ন া ও জানাচ্ছি।বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ করেন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই। বর্তমানে আমাদের ব্যাঙ্ক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ৫০ লক্ষের বেশি ঠেলাওয়ালা, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আমি সব ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রশংসা করি, তাঁদের অভিনন্দন জানাই। আপনারাও যখনই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তখনই এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নতুন বিশ্বাস এবং সমাজের জন্য কিছু করার এক নতুন চিন্তা তৈরি হবে এভাবেই। এতদিন যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সঙ্গে যুক্তঃ হবে আপানাদের শ্রম। আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সাহায্যে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষকেও সক্ষম করে তুলতে পারবো। আপনারা আজ যারা নিয়োগ পত্র পেয়েছেন তাঁরা এই সংকল্প সঙ্গে করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন বলে আমার আশা।

মঙ্গল পান্ডে এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী যাদবের

ভোপাল , ৮ এপ্রিল ঃ মঙ্গল পান্ডে এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি সোমবার স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ মঙ্গল পান্ডে এবং 'বন্দে মাতরম' গানের স্রষ্টা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যাযকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী যাদব শহীদ মঙ্গল পান্ডেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পথপ্রদর্শক, যিনি ভারত মাতা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির গর্ব ও সম্মান রক্ষার জন্য অনেক কিছু করেছেন। আমি সেই অমর শহীদ শ্রদ্ধেয় মঙ্গল পান্ডেজিকে তাঁর প্রয়াণ দিবসে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযকেও তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। তিনি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, কবি, গদ্যকার এবং সাংবাদিক যিনি 'বন্দে মাতরম' গান রচনা করেছিলেন যা দেশকে একত্রিত করেছিল। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

গোরক্ষপুরের সপা প্রার্থী কাজল নিশাদ অসুস্থ, চিকিৎসাধীন লখনউয়ের হাসপাতালে

গোরক্ষপুর, ৮ এপ্রিল ঃআচমকাই অসুস্থ হয়ে প।লেন সমাজবাদী পার্টির গোরক্ষপুর সংসদীয় আসনের প্রার্থী কাজল নিশাদ। রবিবার গভীর রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়, সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে লখনউয়ের মেদান্ত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হন গোরক্ষপুর সংসদীয় আসনের দলীয় প্রার্থী কাজল নিশাদ। রবিবার গভীর রাতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে লখনউয়ের মেদান্তা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই জোরদার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন কাজল, প্রতিদিনই পুরোদমে প্রচার চালাচ্ছেন তিনি। কাজল নিশাদের স্বামী সঞ্জয়.বলেছেন, প্রচণ্ড গরমে মধ্যে প্রচার চলাকালীন কাজল অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এরপরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ডিহাইড্রেশন এবং উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন তিনি। আপাতত তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিকে কাজলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার খবর পেয়ে হাসপাতালে তাঁকে দেখতে মানুষের ভিড় বাড়ছে।

গত ৭এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্যদিবস উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্পূর্ন বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও ছানি অপারেশন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হলো (১২ তম)। উপস্থিত ছিলেন স্বামী আত্মভৃতানন্দ (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন বেলুড়)।বাকসাড়া বরজমাঠ মা সারদা সেবাশ্রম ২৭ নং বকুলতলা ইউনিট।রেজিঃ নং ৭৫৩৮৮।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৯এপ্রিল ঃ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৯এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৬চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৬চৈত্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২৬চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতে ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৫০শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ২০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৪৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। বন্ধু এবং আত্মীয়দের সাথে মজা করুন।
বৃষভ রাশিঃকফি ছাড়ুন বিশেষ করে হার্টের রোগীরা। আপনি বাড়ির চারপাশের ছোট ছোট জিনিসগুলিতে আজ প্রচুর ব্যয় করতে পারেন যা মানসিকভাবে আপনাকে চাপ দিতে পারে।
মিথুন রাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন
কর্কট রাশিঃস্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন এবং সব জিনিস ঠিকঠাক করে রাখুন। আপনার স্ত্রীর সাথে
সিংহরাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলিতে আপনার শক্তি নিয়োগ করুন যা আপনাকে শ্রেষ্ঠতর করে তুলবে। শুভদিন
মকর রাশিঃসংসারে শান্তি হবে
কুম্ভ রাশিঃআপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে।
মীন রাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। বাচ্চাদের নিজেদের প।াশোনা এবং ভবিষ্য পরিকল্পনায় মনোযোগী হওয়া দরকার। ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে উচ্চকিত হবেন না।

রাজ্যে ভোটদান প্রক্রিয়া! কোন কেন্দ্রে চলছে জনমত গ্রহণ?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভোট প্রক্রিয়া শুরু রাজ্যে। নির্বাচন কমিশন আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে রাজ্যে প্রথম দফায় নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছিল। তবে ভোট দান প্রক্রিয়া শুরু হল গত শুক্রবার থেকেই। ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যের তিনটি কেন্দ্রে। ঠিক কী বিষয়টি, আসুন জেনে নেওয়া যাক।সমগ্র দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন শুরু হতে চলেছে আগামী ১৯ এপ্রিল থেকেই। এরপর ২৬ এপ্রিল, ৭ মে, ১৩ মে, ২০ মে, ২৫ মে এবং ১ জুন রাজ্যের ৪২টি কেন্দ্রে ভোটদান প্রক্রিয়া চলবে। সেরকমই নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে। ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় প্রার্থীরা নিজেদের কেন্দ্রের প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। যদিও, বেশ কিছু কেন্দ্রে এখনও অনেক রাজনৈতিক দলের প্রার্থী দেওয়া বাকি রয়েছে।তবে, গত শুক্রবার থেকেই রাজ্যের তিন কেন্দ্র শুরু হল ভোট প্রক্রিয়া। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের জন্য এই ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ভোটের পনেরো দিন আগেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রক্রিয়ার বিষয়টি শুরু হয়ে যায়। সেইমতো প্রথম দফার ভোটের এই তিন কেন্দ্রে ভোট দান শুরু হল।মূলত, অশীতিপর বয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটগ্রহণ করা হবে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যাঁদের ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোটদান সম্ভব নয়, তাঁদের বাড়ি গিয়ে নির্বাচন কর্মীরা ভোট গ্রহণ করবেন। মূলত, ৮৫ বছর বা তাঁর বেশি বয়স্ক ব্যক্তিরা বাড়ি থেকে ভোট দেওয়ার এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভোট কর্মীরা ভোটারের দেওয়া নির্দিষ্ট বাড়ির ঠিকানায় গিয়ে এই ভোটগ্রহণ করতে পারবেন। প্রবীণ ভোটাররা ছাড়াও অন্তত ৪০ শতাংশ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা এই প্রক্রিয়ায় ভোট দিতে পারবেন। সেইমতো ভোটারের বাড়ি গিয়ে কর্মীরা ভোট গ্রহণ করবেন।আজ সকাল দশটা থেকে শুরু হয়েছে এই ভোটদান প্রক্রিয়া। ওই তিন কেন্দ্রের জন্য আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ভোটদান প্রক্রিয়া চলবে বলে জানা গিয়েছে। তবে প্রবীণ এবং বিশেষ ভাবে সক্ষম ভোটার ছাড়াও ১৮টি জরুরি কাজের সঙ্গে যুক্ত ভোটাররাও ভোট দিতে পারবেন। পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা ভোটদান করবেন। দমকল, পুলিশ, রেল কর্মীরা এই পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ায় ভোটদান প্রক্রিয়ায়. অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে।

ন্যায়ের কণ্ঠস্বর নরিম্যান, স্মরণে সশ্রদ্ধ সিজেআই

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তিনি নিজে মনে করতেন, আইন ঠিক ততটাই মস্তিস্কের বিষয়, যতটা হৃদয়ের। সবচেয়ে জরুরি কমপ্যাসন--উপীড়িতের প্রতি সমানুভূতি। ভারতের আইনি ইতিহাসের সেই ' ওল্ড ম্যান' প্রয়াত ফলি এস নরিম্যান স্মরণে গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের ফুল বেঞ্চ রেফারেন্সে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বললেন, ' ছিলেন প্রকৃত অর্থে ভারতে ন্যায়বিচারের কণ্ঠস্বর। কঠিন সময়ে যখন অনেক মুখই বন্ধ থেকেছে, নরিম্যানের কণ্ঠ থেমে যায়নি। বিভ্রান্তির বিভিন্ন মুহূর্তে তাঁর ভূমিকার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তাঁর স্মৃতি কোনও দিনই মোছা যাবে না।'বহু বিচারপতি এবং আইনজীবীর ' নরিম্যান কোনও রায়ের পর্যালোচনায় কোনও রাখঢাক না-রেখে বরাবর নিজের ভাবনা স্পষ্ট করতেন জানিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, ' ফেব্রুয়ারি মারা যাওয়ার কয়েক দিন আগেও নবতিপর নরিম্যানের চিঠি পেয়েছিলাম সাংবিধানিক বেঞ্চের একটি রায় নিয়ে। তাঁর স্মৃতি বরাবরই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে যাঁরা ন্যায়ের জন্যে লড়াই করেন।'ঁপ্রধান বিচারপতির বক্তব্য, ফলি এস নরিম্যানের মূল্যবোধ, অদম্য সাহস, নীতির প্রশ্নে আপসহীন মনোভাব শুধুমাত্র আইনি পেশাকে নয়, ঋদ্ধ করেছে ভারতের বিবেককে। আইন-ক্ষেত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে অবিচল থাকার বিষয়টি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন প্রধান বিচারপতি।ঁতিনি মনে করিয়ে দেন, ' অবস্থার সময়ে দেশের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ছিলেন নরিম্যান। জরুরি অবস্থা ঘোষণা হতেই ইস্তফা দেন। জরুরি অবস্থা নিয়ে প্রশ্নেই তাঁর ওই সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাবনার মক্কেলদের হয়ে সওয়ালের সময়েও আইনজীবী হিসেবে আদালতের প্রতি দায়বদ্ধতাই বরাবর গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর জীবনে।'ঁসংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকার নিয়ে টিএমএ পাই জাজমেন্ট বা এলজিবিটিকিউ অধিকার নিয়ে নভতেজ সিং জোহার মামলায় নরিম্যানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও স্মরণ করেন প্রধান বিচারপতি। মুম্বইয়ের সরকারি ল কলেজ থেকে ১৯৫০-এ আইনে স্নাতক হওয়ার পর বম্বে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন ফলি এস নরিম্যান। '৭১ সালে সিনিয়র গাউন পান।সে বছরই সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন। অচিরেই দেশের অতিরিক্তঃ সলিসিটর জেনারেল হন, '৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারির প্রতিবাদে সেই পদে ইস্তফা দেন। আবার নর্মদা বাঁধ মামলায় গুজরাট সরকারের কৌঁসুলির ভূমিকা থেকেও সরে আসেন সে রাজ্যে খ্রিস্টানদের উপরে অত্যাচারের প্রতিবাদে। সাত দশকের বেশি আইনি পেশায় সক্রিয় থাকা মানুষটি ছিলেন আইনজীবী এবং বিচারপতিদের কাছে সমান শ্রদ্ধেয়।

পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের হুমকি, গ্রেফতার দুই

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ পরমাণু বোমা বিস্ফোরণে দিল্লি বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকির অভিযোগে দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে দিল্লি বিমানবন্দরে। হুমকি বার্তা পেতেই যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার পুলিশ সূত্রে বিষয়টি জানা গেছে।জানা গেছে, দিল্লি বিমানবন্দরে বিমানে ওঠার আগে যাত্রীদের জিনিসপত্রে তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল যাত্রীদেরও। সেই সময় দুই যাত্রী পারমাণবিক বোমা দিয়ে দিল্লি বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন নিরাপত্তাকর্মীদের। এরপর বিমানবন্দরে হইচই পড়ে যায়।

ওয়ানাডে লড়ার জন্য পিএফআই-এর সমর্থন নিয়েছেন রাহুল গান্ধীঃস্মৃতি ইরানি

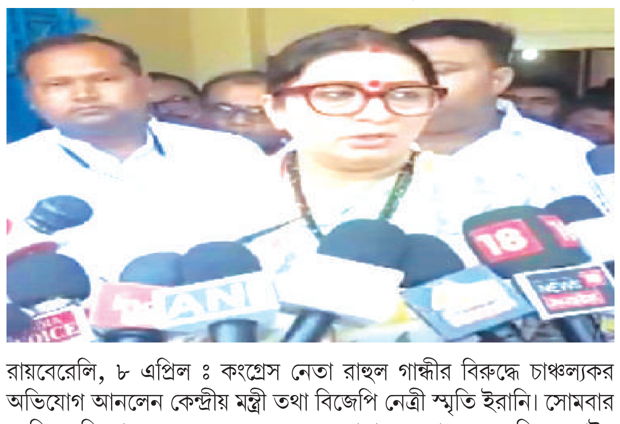

রায়বেরেলি, ৮ এপ্রিল ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। সোমবার স্মৃতি অভিযোগ করেছেন, কেরলের ওয়ানাডে ল।ার জন্য পিএফআই-এর সমর্থন নিয়েছেন রাহুল গান্ধী।এদিন উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্মৃতি ইরানি বলেছেন, আমরা এই তথ্য পেয়েছি যে, রাহুল গান্ধী ওয়ানাডে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সন্ত্রাসী সংগঠন পিএফআই-এর সমর্থন নিয়েছেন। তিনি আমেঠিকে অপমান করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেঠির উন্নয়ন করেছেন এবং আমেঠির মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আশীর্বাদ করবেন।স্মৃতি ইরানি এদিন আরও বলেছেন, বিজেপি কর্মীরা জানেন, গান্ধী পরিবার আমেঠি থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসবে। আমেঠি লোকসভা কেন্দ্রে ১৯ লক্ষ নাগরিকের কাছে রেশন পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, গান্ধী পরিবার যদি নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে থাকে, তাহলে এই ১৯ লক্ষ নাগরিক যারা বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন, গান্ধী পরিবার এই পরিবারগুলিকে কী বলবে?... রাহুল গান্ধী ওয়ানাডকে নিজের পরিবার হিসাবে ঘোষণা করেছেন...গতকাল কংগ্রেসের এক নেতা বলেছেন রাহুল গান্ধী ওয়ানাডকে বেছে নিয়েছেন, কারণ রাহুল গান্ধী বলেছেন ওয়ানাডের মানুষজন বেশি অনুগত। তাহলে আমেঠির আনুগত্যের কী হবে?

আবগারি মামলায় ইডি-র মুখোমুখি দুর্গেশ পাঠক, এজেন্সির সমালোচনায় সরব সন্দীপ

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র সমন পাওয়ার পর সোমবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজিরা দিলেন আম আদমি পার্টির নেতা দুর্গেশ পাঠক। সোমবার দুপুরে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির দফতরে উপস্থিত হন দুর্গেশ, আবগারি দুর্নীতি মামলায় তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। দুর্গেশের ইডি-র দফতরে হাজিরা দেওয়া প্রসঙ্গে এদিন এএপি নেতা সন্দীপ বলেছেন, যাঁরা যাঁরা তাঁদের (বিজেপি) পথে বাধা সৃষ্টি করবে, ধীরে ধীরে সবাইকে ডাকবে।সূত্রের খবর, এনফোর্সমেন্ট

এবার জিতেন্দ্রকে পালটা চ্যালেঞ্জ মন্ত্রী শশীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিল, ঃ এনআইএ আধিকারিকের সঙ্গে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির গোপন বৈঠক হয়েছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। পাল্টা জিতেন্দ্র তিওয়ারি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে জানিয়েছেন, আগামী সাত দিনের মধ্যে এই মন্তব্য তৃণমূল ফিরিয়ে না নিলে মানহানির মামলা ঠুকবেন তিনি। আর জিতেন্দ্র এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সোমবার পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। শশী পাঁজা সাংবাদিকদের বলেন, ''জিতেন্দ্র তিওয়ারি সাত দিন পরে মানহানির মামলা করার কথা কেন বলছেন? যদি তাঁর সাহস থাকে তবে তিনি অবিলম্বে মামলা করুন।'' তিনি আরও বলেন, ''এই মুহূর্তে নির্বাচনে ভোটের লড়াই হওয়া উচিত, কিন্তু বাংলাকে ক্রমাগত অপমান করছে বিজেপি। বিরোধীদের সবাইকে দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে এবং নিজেকে সাধু বলে দাবি করছে।''

বাংলার স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে আগুয়ান পূর্বরেল, তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল যোগাযোগের কাজ প্রায় শেষের পথে

কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং পর্যটন বাড়ানোর লক্ষ্যে, তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল সংযোগ প্রকল্পটি একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিতে সমাপ্তির দিকে অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে। এই উচ্চাভিলাষী প্রচেষ্টার লক্ষ্য হল পোড়ামাটির মন্দিরগুলির জন্য পরিচিত বিষ্ণুপুরের মায়াময় বিস্ময়ের সাথে ভগবান শিবের বাসস্থান হিসাবে সম্মানিত পবিত্র শহর তারকেশ্বরকে সংযুক্ত করে একটি নির্বিঘ্ন রেলপথ প্রতিষ্ঠা করা। পরিকল্পিত সার্কিট রুটের মধ্যবর্তী স্টপেজ হিসেবে থাকবে কামারপুকুর এবং জয়রামবাটি, যা যুগপুরুষ শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং মা সারদার স্মৃতিবিজড়িত যাঁরা সমাজ সংস্কার ও আধ্যাত্মিক বোধিলাভের পথে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রেখেছেন। ২০০১ সালে প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত বিষ্ণুপুর-তারকেশ্বর নিউ লাইন প্রকল্পটি ৮৭ কিলোমিটার বিস্তৃত এবং এটি কেবলমাত্র তীর্থযাত্রার সুবিধার্থেই নয়, পাশাপাশি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে এবং পূর্ব রেলওয়ের মধ্যে পণ্য পরিবহনের বিকল্প রুট হিসাবেও কাজ করবে। তবে, এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও, প্রকল্পটি মূলত জমি অধিগ্রহণ এবং বিরোধের কারণে যথেষ্ট বিলম্বের মুখোমুখি হয়েছিল।প্রকল্পটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং এর সমাপ্তি ত্বরান্বিত করতে, পূর্ব রেলওয়ে কয়েকটি পর্যায়ে কাঠামোগত একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করেছে। ১. ময়নাপুর থেকে বড় গোপীনাথপুর (৭.৭ কিমি) এই অংশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে,

মাটিখনন এবং সেতুনির্মাণের কাজ ৮০ এরও বেশি সমাপ্ত হয়েছে। বড় গোপীনাথপুর স্টেশন ভবন নির্মাণের কাজ পুরোদমে চলছে। ২. বড় গোপীনাথপুর থেকে জয়রামবাটি (৭.১ কিমি) এই অংশেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, মাটিখনন এবং সেতুনির্মাণের ৭০ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে জয়রামবাটি স্টেশন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। ৩. জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুর (৫ কিমি) জমি অধিগ্রহণে বিলম্বের কারণে, বিশেষত ২.৫ কিলোমিটার অংশের কাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে, সমস্যার সমাধান এবং অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরে, প্রয়োজনীয় জমিটি ৮ই মার্চ, ২০২৪ এ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ৪. কামারপুকুর থেকে গোঘাট (৫.৫ কিমি) ৯০০ মিটার বিস্তৃত ভবাদিঘি অঞ্চল বাদে এই বিভাগের বেশিরভাগ বড় কাজ শেষ হয়েছে। খুব শিগগিরই ভবাদিঘি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশা করছে রেল কর্তৃপক্ষ। ২০২৫ সালে প্রত্যাশিত সমাপ্তির পরে, তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলওয়ে সংযোগ প্রকল্পটি বাংলার মানুষের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। এই সাফল্য মা সারদামণি এবং শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থানগুলির মধ্যে সহজ রেল যোগাযোগকে কেবল সহজতর করবে তাই নয়, এর পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শান্তি, জ্ঞান, মনন এবং নিদিধ্যাসন সন্ধানকারী তীর্থযাত্রী, পর্যটক এবং ভক্তদের মানসিক চাহিদাও পূরণ করবে। প্রকল্পটি সাফল্যের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে এবং এর সাথে জড়িত কর্তৃপক্ষের স্থিতিস্থাপকতা ও সংকল্পের একটি প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রস্থলে সংযোগ এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে।

বসিরহাটের অসুস্থ তৃণমূল প্রার্থীর অবস্থা স্থিতিশীল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী তথা হাড়োয়ার বর্ষীয়ান বিধায়ক হাজি নুরুল ইসলাম অসুস্থ। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। বর্ষীয়ান নেতার শারীরিক পরিস্থিতি আপাতত স্থিতিশীল। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর স্ট্রোক হয়েছিল। নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। আপাতত তাঁকে রাখা হয়েছে হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে। সোমবার হাজি নুরুলের শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করা হতে পারে। তবে তাঁর শারীরিক পরীক্ষার রিপোর্ট দেখেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকেরা।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের ১২৫ তম বর্ষের বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল গিরিশ মঞ্চে। বৈদিক মন্ত্র পাঠ, উদ্বোধনী সংগীত, নাটক, নাচ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি একটি অন্য মাত্রা নেয়। বিভিন্ন কৃতী ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপিকা রায়কমল দাশগুপ্ত, প্রব্রাজিকা জ্ঞানদাপ্রাণা মাতাজি, প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা মাতাজী ও বিশিষ্ট অতিথি বর্গ। ছবি সুবল সাহা।

বৃষ্টির সৌজন্যে স্বস্তি ফিরেছে দক্ষিণবঙ্গে, পারদ-পতন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ বৃষ্টির সৌজন্যে স্বস্তি ফিরেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তাপমাত্রার পতন হয়েছে কিছুটা, খানিকটা গরমও কমেছে। এই পরিস্থিতিতে আলিপুর আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি চলতে পারে মঙ্গলবার পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গে সারা সপ্তাহ জুড়েই বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, মালদহ এবং দুই দিনাজপুরে। ঝড়-বৃষ্টির পর কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপের দাপট কিছুটা হলেও কমেছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তিন থেকে চার ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। সোমবারই কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি।

শিক্ষা দপ্তর ও রাজ্যপালের টানাপোড়েনে মধ্যে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৮ এপ্রিল ঃ আসানসোলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালযের চতুর্থ সমাবর্তন উসবে রাজ্যের রাজ্যপাল ডক্টর সিভি আনন্দ বোস উপস্থিত ছিলেন। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত বিভাগের বিশেষভাবে উত্তীর্ণ স্নাতকোত্তর ১৫১ জন ছাত্রছাত্রীদের স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। এছাড়া পিএইচডি বিভাগে ৪৩ জন এবং এমফিল ৫৪ জন ছাত্রছাত্রী কে ডিগ্রী সম্মানও শংসাপত্র পত্র প্রদান করা হয়। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান ২০২১ সালের সাংবিধানিক আইন এবং আইনি আদেশ এর ওপর স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ ছাত্র কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অভিজিৎ নায়েক স্বর্ণপদক অর্জন করেন। অনুষ্ঠানে ২০২০ সালের সাংবিধানিক আইন এবং আইনি আদেশ এর উপর স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ ছাত্রী কলকাতা সিটি সিভিল আদালতের আইনজীবী শতদিপা মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক পান। এছাড়া সমাবর্তন উসবে ২০২১ সালের ফৌজদারি আইন এবং অপরাধবিদ্যার উপর স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ ছাত্র বর্ধমান জেলা ও দায়রা জজ আদালতের আইনজীবী শৌর্য সরকার স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চের প্রাণিবিদ্যার স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ ছাত্র রাজা মুখার্জি ও কঙ্কনা সিংহরায় একই সঙ্গে স্বর্ণপদক লাভ করেন। উল্লেখ্য বাস্তব জীবনে তারা দম্পতি। তাদের জীবনের এই দিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ শিক্ষা দপ্তর ও রাজ্যপালের টানাপোড়েনে মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় এর সমাবর্তন দীর্ঘ আট বছর পর অনুষ্ঠিত হলো।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত লিলুয়ার পিচ চট কারখানা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ এপ্রিল ঃ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল হাওড়ার লিলুয়ার একটি পিচ চটের কারখানা। সোমবার দুপুর দে৷টা নাগাদ ওই কারখানায় হঠাই আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। প্রায় ঘন্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হয়নি। এদিন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে লিলুয়ার পটুয়াপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কারখানায় পিচ চট তৈরি করা হত। এদিন দুপুরে কাজ চলাকালীন হঠাই কারখানায় আগুন লেগে যায়। কারখানার কর্মীরা প্রথমে আগুন দেখতে পান। সেখানে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুদ থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে কারখানায়। প্রথমে কারখানার কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল কর্মীদের প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। তবে কি কারণে আগুন লেগেছে তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত গাড়িতে জিপিএস লোকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কোন রকম কারচুপি রুখতে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা সব গাড়িতে জিপিএস লোকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভোট কর্মীদের নিয়ে প্রথম পর্বের প্রশিক্ষনে ইতিমধ্যেই কমিশনের তরফে বিষয়টি প্রত্যেককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। ভোটের আগের দিন ডিসিআরসি কেন্দ্র থেকে ইভিএম সহ ভোট সংক্রান্ত অন্যান্য সামগ্রী ভোট গ্রহন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া এবং ভোট গ্রহনের পরে তা স্ট্রং রুমে নিয়ে আসার সময় কোথাও যেন কোনরকম কারচুপি না হয় তার উপরে নজরদারির জন্য জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেমকে কাজে লাগানো হবে। এই সময় কোন অসঙ্গতি চোখে প৷লে প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও সংশ্লিষ্ট গাড়ির চালক ও ইভিএম এর দায়িত্বে থাকা কর্মীদের জেরা করার কথা বলা হয়েছে।

পানীয় জলের দাবিতে হিঙ্গলগঞ্জে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ৮ এপ্রিল ঃ পানীয় জলের দাবিতে হিঙ্গলগঞ্জের ভান্ডারখালি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা।হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের রূপমারী পঞ্চায়েতের বাইনারা গ্রামের ঘটনা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ এলাকার কয়েকশো পরিবার বাস করে কিন্তু এলাকায় বেশীরভাগ জায়গায় জলের পাইপলাইন নেই। কোথাও জলের পাইপলাইন থাকলেও তাতে জল আসে না। গ্রামে নেই পর্যাপ্ত টিউবওয়েলও । একটা টিউবয়েল থাকেলও সেটিও খারাপ। এই কারনেই গ্রামের মানুষকে পানীয় জল আনতে যেতে হয় পাশের গ্রামে । আর সে কারণে যথেষ্ট সমস্যায় পড়েতে হচ্ছে গ্রামের কয়েকশো পরিবারকে। তাদের কথায়, বিকালের পর এলাকায় অন্ধকার নেমে আসলে আর জল আনা সম্ভব হয় না, বর্ষার সময় জল আনতেও যথেষ্ট সমস্যায় পড়তে হয় তাদের। বহুবার এলাকার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি বলেই দাবি গ্রামবাসীদের। অবশেষে সোমবার গ্রামের পুরুষ মহিলারা একজোট হয়ে রাস্তা অবরোধে সামিল হন। ঘটনায় স্থানীয় রূপমারি পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিত্রী সিং জানান তিনি বিষয়টি বিডিও কে জানিয়েছেন, আবারও জানাবেন। খুব দ্রুত যাতে এই সমস্যার সমাধান হয় তার পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দেন তিনি।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কালচারাল অর্গানাইজেশন এর ব্যবস্থাপনায় জ্যোতিষ সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৮ এপ্রিল ঃ রবিবার নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কালচারাল অর্গানাইজেশন এর ব্যবস্থাপনায় .নবদ্বীপ বকুলতলা প্রাক্তনীভবনে চতুর্থ বর্ষ এক জ্যোতিষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর জ্যোতিষ ও তান্ত্রিকরা হাজির হন। জ্যোতিষ বিদ্যা ও তার টোটকা প্রসঙ্গে প্রায় সকলেই তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সংগঠনের কর্ণধার তথা সভাপতি সত্যজিৎ রায় বলেন , এই জ্যোতিষ চর্চার উপর দিন দিন মানুষের বিশ্বাস যোগ্যতা বাড়ছে। জ্যোতিষ চর্চা বহু পুরনো। সেই প্রাচীন বেদ এর যজ্ঞের ক্ষেত্র থেকে জ্যোতিষ চর্চা শুরু হয়। নবদ্বীপ ধামে জ্যোতিষ চর্চা বহুদিন থেকে চলছে। পঞ্জিকা মত ও ধারা অনুযায়ী এই জ্যোতিষ চর্চা চলে আসছে। দেব গুরু মন্ত্র ও প্রদীপ প্রজ্জালন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বেতার শিল্পী অর্চনা দেবী মন্ডল কীর্তন পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে সম্পাদক গিরিধারী লাল সাহা স্বাগত ভাষণ দেন। এদিন জ্যোতিষ বিদ্যার উপর 'সমীকরণ' নামাঙ্কিত একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক হেমন্ত ভট্টাচার্য, রাসবিহারী ভট্টাচার্য, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহারাজ, পার্থসারথি আচার্য, অধ্যাপক মনোজ মন্ডল , হাইকোর্টের আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী, বাসুদেব শঙ্করাচার্য, দেব গিতা আচার্য , তাপস ঘোষাল, পন্ডিত উত্তম চক্রবর্তী প্রমূখ। প্রত্যেককে উত্তরীয়, ব্যাজ ছাড়াও ভক্তিচৈতন্য উপাধি, বাগদেবী বীণাপাণি অ্যাওয়ার্ড, বঙ্গ জ্যোতিষ শিরোমনি অ্যাওয়ার্ড, জ্যোতিষ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সম্মানে ভূষিত করা হয় । সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনায় ছিলেন আচার্য বেণীমাধব।

সরকারি চিকিৎসালয়ের জায়গা দখল করে তৈরি হয়ে গেছে অটো স্ট্যান্ড দক্ষিন বারাসাতে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৮ এপ্রিল ঃ জয়নগর থানার দক্ষিন বারাসাত বাজার মোড়ে ১৪ বছরের একটি পুরনো সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ে বর্তমানে সমাজ বিরোধীদের আড্ডাবাজি বেড়ে চলায় উদ্বিগ্ন স্থানীয় মানুষজন। বহু বছরের পুরনো এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে চলছে এই আড্ডা। সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সামনের জায়গা দখল করে অটো স্ট্যান্ড ও তৈরি হয়ে গেছে। এই সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ে এক সময়ে চিকিৎসা করাতে আসতেন জয়নগর সহ আশেপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ।আর এখন তা প্রশাসনের নজর এড়িয়ে সমাজ বিরোধীদের একটা আড্ডাখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসালয়ের সামনের জায়গা দখল করে তৈরি হয়ে গেছে অটো স্ট্যান্ড । বাম সরকারের আমলে ২০০৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস জেলা পরিষদের দখল পাওয়ার পর ২০১০ সালের মে মাসে এই দাতব্য চিকিসালয়ের উদ্বোধন করেন তকালীন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা শেখ । দঃ বারাশতের এই সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ে মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা করাতে পারতেন আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা । ভালোই চলছিল এই চিকিৎসালয়টি । তকালীন ডাক্তারবাবু অবসর নিয়ে নেওয়ার পর আর নতুন করে কোনও ডাক্তার পাঠানো হয়নি । দীর্ঘ দিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থাতেই পরে রয়েছে এই সরকারি চিকিৎসালয়টি ।আর তারই সুযোগ নিয়ে এই বাড়িতে ক্রমশ আস্তানা তৈরি করেছে সমাজ বিরোধীরা।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,এই জায়গায় অটো স্ট্যান্ড তৈরি হওয়ায় ও সমাজ বিরোধীদের আড্ডাখানা হওয়ায় আমরা মর্মাহত। আমরা চাই দ্রুত এই চিকিসালয়টি আবার চালু করা হোক । এই চিকিৎসালয়টিতে শুধু আমরা স্থানীয় বাসিন্দারাই নয়,অনেক দূর থেকেও রোগীরাও আসতেন চিকিৎসা করাতে। মাত্র ১০ টাকায় এখানে চিকিৎসা করা হত।এই চিকিৎসালয়টির ঠিক গেটের সামনেই তৈরি হয়ে গেছে অটো স্ট্যান্ড।সেখানেই ভি। জমাছে গাদা গুচ্ছেক কম বয়সী ছেলেরা। আর এ ব্যাপারে তৃনমূল পরিচালিত অটো ইউনিয়নের সম্পাদক মান্নান সরদার বলেন, ওখানে আমাদের কিছু অটো চালক অটো রাখে। তবে এটা পাকাপাকি কোনো অটো স্ট্যান্ড নয়। রাস্তার ওপর অটো গুলি থাকলে যানজট তৈরি হয়, সেই কারনে ওখানে রাখা হয় কিছু অটো। আর আমরা সরকারি জায়গা দখল করে ওখানে কোনো অটো স্ট্যান্ড তৈরি করি নি। তবে ওখানে রাতের বেলায় কাদের আড্ডা বসে সেটা আমার জানা নেই। ওটা প্রশাসনের ব্যাপার। তবে এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে কোনো উওর পাওয়া না গেলেও দক্ষিন ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রী বিষয়টি দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ তৃণমূল কংগ্রেস প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোটারদের সচিত্র পরিচয় পত্রের ছবি বদল করছে বলে প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে। মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু জায়গায় এই ঘটনা ঘটছে বলে কংগ্রেসের তরফে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব কে লেখা চিঠিতে জানানো হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের একাংশ ভোটারদের কাছ থেকে সচিত্র পরিচয় পত্র এবং নথি সংগ্রহ করে সেই ছবি বদলে দিয়ে নির্বাচনী আধিকারিক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে প্রতারণার চেষ্টা করছে বলে দলের তরফে অভিযোগ জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে।

ঠাকুরবাড়ির অশান্তি নিয়ে মমতাবালার অভিযোগ ওড়ালেন সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ মহিলাদের উপর নির্যাতন নিয়ে সন্দেশখালিকাণ্ডের পর তৃণমূলের আর মুখ খোলাই উচিত নয়। বনগাঁয় ঠাকুরবাড়িতে রবিবার রাতের অশান্তি প্রসঙ্গে সোমবার এই মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্তবাবু বলেন, ' কী হয়েছে, সে ব্যাপারে বলে দিয়েছেন আমাদের প্রার্থী তথা দেশের মন্ত্রী। কিন্তু কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর মানুষ জানেন, নরেন্দ্র মোদী নারী সশক্তিকরণের জন্য কী ভাবেন আর কী কী করেছেন। একই ভাবে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপের মানুষ জানেন, তৃণমূল নারীদের কী চোখে দেখে, আর কী কী অপরাধ করেছে।'' ২০১৯ সালে প্রয়াত হন বীণাপাণি দেবী। ঠাকুরবাড়িতে যে ঘরে তিনি থাকতেন, সেই ঘরেই রবিবার রাতে দলবল নিয়ে শান্তনু চড়াও হন বলে অভিযোগ উঠেছে। দাবি, শাবল, হাতুড়ি দিয়ে তিনি নিজেই তালা ভাঙেন। পরিবারের আরও কয়েক জন ছিলেন তাঁর সঙ্গে। বীণাপাণিদেবী বেঁচে থাকাকালীন তাঁর পাশের ঘরে থাকতেন ঠাকুরবাড়ির বড় বৌমা মমতাবালা। বর্তমানে তিনি থাকেন বীণাপাণিদেবীর ঘরটিতেই। মমতাবালার অভিযোগ, ' বীণাপাণিদেবী নারী সমাজে সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন। তাঁকে সকলে বড়মা বলে পুজো করি। মোদীর পরিবারের সদস্য শান্তনু ঠাকুর জুতো পায়ে লাথি মেরে তালা ভেঙে বড়মার ঘরে ঢুকে আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। আমি ও আমার মেয়ে ঘরের দরজার পাশে বসেছিলাম। আমাদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বড়মার ঘরে জুতো পায়ে ঢুকেছে।''

জয়নগরে গভীর নলকূপ বলছে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জলস্বপ্ন প্রকল্পের আওতায় জয়নগর ২ নং ব্লকের গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের ২৩৮ নং বুথে জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখের উদ্যোগে একটি গভীর নলকূপ বসানোর কাজের সূচনা হলো সোমবার। এদিন এই সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, গ৷দেওয়ানি পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিনিধি হারুন রশিদ মোল্লা, মতিউর রহমান শেখ, হাসান লস্কর সহ আরো অনেকে। এই গভীর নলকূপ বসানোর ফলে এলাকার কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।

গুয়াহাটি-শ্রী গঙ্গানগর বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করবে উত্তর পূর্ব রেল

গোরখপুর, ৮ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৫৬১৬ গুয়াহাটি-শ্রী গঙ্গানগর একক যাত্রা বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করবে সোমবার, ১৫ এপ্রিল, ২০২৪ এ। ০৫৬১৬ গুয়াহাটি-শ্রী গঙ্গানগর একক যাত্রা বিশেষ ট্রেনটি ১৫ এপ্রিল, ২০২৪, সোমবার গুয়াহাটি থেকে ১৮.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং কামাখ্যা থেকে ১৮.১৭ টায় ছেড়ে যাবে, গোয়ালপাড়া টাউন থেকে ২০.১২ টায়, নিউ বোঙ্গাইগাঁও থেকে, ২০২৪, ২০২৪-এ রওনা হবে। , আলিপুর গেট জং থেকে ২৩.১৫ টায়। দ্বিতীয় দিন ডালগাঁও থেকে ০০.৫৭ টায়, নিউ জলপাই গুড়ি থেকে ০৪.০৫ টায়, কিশানগঞ্জ থেকে ০৫.১৭ টায়, বারসোই জং থেকে ০৬.০৩ টায়, কাটিহার থেকে ০০.৫৭ টায়, কাটিহার থেকে ০৫.১৭ টায়। ০৮.১৫ টায়, খাগরিয়া জং থেকে ০৯.১০ টায়, বেগুসরাই থেকে ০৯.৪৮ টায়, বারাউনি জং থেকে ১০.২৫ টায়, সমস্তিপুর থেকে ১১.৪৫ টায়, মুজাফফরপুর জং থেকে ১২.৪০ টায়, মুজফফরপুর জং থেকে ০৯.১০ টায়, ৫টা ৩ টায় ছপ্রা থেকে। ঘটা, সিওয়ান থেকে ১৬.১৭ টায়, ভাটনি থেকে ১৭.১৫ টায়, দেওরিয়া সদর থেকে ১৭.৫৫ টায়, গোরক্ষপুর থেকে ১৯.৫০ টায়, মানকাপুর থেকে ২২.৩৫ টায়, অযোধ্যা ধাম জংশন ২৩.৩৫ টায়, অযোধ্যা ধাম জংশন ২৩.৩৫ টায়, লুই ২০ টায়।

সোমবার হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার উদ্যোগে ৮০টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধারের পর সেগুলো প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি (নর্থ) বিশপ সরকার, গোলাবাড়ি থানার ওসি সুদীপ কুমার সিং প্রমুখ।

বুথ লেভেল অফিসারদের দেওয়া স্লিপে ভোট দিতে পারবেন জলপাইগুড়ির মানুষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে যারা ভোটার ও আধার কার্ড সহ সব ধরনের পরিচয় পত্র হারিয়েছেন নির্বাচন কমিশন তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যোগী হযেছে। বুথ লেভেল অফিসারদের দেওয়া স্লিপের ভিত্তিতে তারা যেন ভোট দিতে পারেন নির্বাচন কমিশন সেই বিষয়টি ভেবে দেখছে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এইদিকে আগামী ১৯ তারিখে প্রথম দফা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার আসনে যে ভোট নেওয়া হবে তার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অনিল কুমার শর্মা এবং বিশেষ সাধারণ পর্যবেক্ষক অলক সিনহা আগামীকাল উত্তরবঙ্গ যাচ্ছেন।

বাউন্ডারি মারবো বলে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুললেন তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানাজি

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ৮ এপ্রিল ঃ শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি সোমবার সকালে উত্তরপাড়ার রঘুনাথপুর মাখলা এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে ঝড় তুললেন। সকাল ন'টা থেকে রঘুনাথপুর পঞ্চায়েত এলাকায় কালিচকসহ বসুপোতা গ্রামে নির্বাচনী প্রচার সেরে টি এন মুখার্জি রোড ধরে উত্তরপাড়া পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারে জনসংযোগ করেন । তিনি হুটখোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে আম জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন সঙ্গে ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব তারই মধ্যে মাখলা লোহারপুল এলাকায় তিনি আমজনতার উদ্দেশ্যে বলেন আমি অনায়াসে জিতব দেড় লাখ ভোটে জিতব সিপিএমকে একদম ভোট দেবেন না আপনারা সিপিএম খুচরো টিম তাদের আর দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়ানোর অনুরোধ করছি। যেখানে খুশি দাঁড়ান এবং তিনি বাংলাকে সহ্য করতে পারেন না। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে কল্যাণ বলেন আপনারাই আমার ক্ষমতা আপনারাই আমার সব আপনারা আশীর্বাদ করুন এবার আমি বাউন্ডারি মারবো। তৃণমূল প্রার্থীর হুটখোলা গাড়ি টি এন মুখার্জি রোড ধরে এগোতে থাকে প্রার্থী হাত নাড়তে নাড়তে এগোতে থাকেন এরই মধ্যে তিনি মানিকতলা মাতৃকা মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন মা কালীর কাছে প্রার্থনা করলেন পাশেই শিবলিঙ্গে পুজো দিলেন মন্দির থেকে বেরোনোর পরে সাধারণ মানুষ তাকে মালা পরালেন এরপর তিনি মানিকতলা এলাকায় প্রবেশ করেন এরপর সোজা গাড়ি টিএন মুখার্জি রোডে উঠে বিড়লার মোড়ে আসে রাস্তার দু'ধারে সাধারণ মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে তারা হাত নাড়তে থাকে। নীল সাদা বেলুন থাকে প্রচারে তৃণমূল কর্মীরা ছিলেন অনেক । ২৩ নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে প্রার্থীর গাড়ি কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে যায় সেখানে বাঘাযতীন ক্লাবে নির্বাচনী প্রচার সমাপ্ত হয় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থীর সঙ্গে উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক তিনি গাড়ির মধ্যে ছিলেন সামনের সারিতে বসে তাকে দেখে জনগণের কৌতূহল ছিল প্রচারে উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু কাউন্সিলর। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে দেখা গেল বেশ কিছু হোর্ডিং তাতে প্রার্থীর নাম লেখা অনেক পতাকা লাগানো ছিল। প্রচারে ঝড় তুললেন তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল সভাপতি ইংদ্রজি ঘোষ কাউন্সিলর অর্ণব রায় মানসী সিংহ সন্দীপ দাস অমিতাভ মুখার্জী তাপস মুখার্জি মৌসুমী বিশ্বাস উপলাদিত্য ব্যানার্জি সহ বেশ কিছু কাউন্সিলর।

মহাব্যবস্থাপক মেট্রো ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধনা দেন

কলকাতা, ৮এপ্রিল ঃশ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে তাদের অসামান্য কৃতিত্বের জন্য আজ অর্থা ০৮.০৪.২০২৪ তারিখে মেট্রো রেল ভবনে মেট্রো রেলওযে. স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ৫৬ জন ক্রীড়াবিদকে সম্মানিত করেছেন। ৬টি মেট্রো দলের মধ্যে, ৫টি দল অল ইন্ডিয়া রেলওযে. (ক্রীড়া) চ্যাম্পিযন়শিপে পদক জযী. পারফরম্যান্স নথিভুক্ত করেছে।মোট ৬২ জন মেট্রো ক্রীড়াবিদকে আজ সংবর্ধিত করা হযেছে। তাদের মধ্যে ১৪ জন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করেছে এবং তাদের মধ্যে ৪ জন এশিয়ান গেমসের মতো আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছে।এই ক্রীড়াবিদদের মধ্যে রয়েছে শ্রী সুমিত মুখার্জি, যিনি জাকার্তায় ১৮ তম এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং ব্রিজে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন পাশাপাশি চীনে ১৯তম এশিয়ান গেমসে এবং রৌপ্য পদক জিতেছেন। তিনি ৬৫ তম শীতকালীন জাতীয় সেতু চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় রেলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। শ্রী সায়ন্তন দাস, ভারতের ৮১ তম গ্র্যান্ড মাস্টার, ধর্মশালায় ৪৩ তম জাতীয় দল দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় রেলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং রৌপ্য পদক জিতেছেন এবং নেপালে এসএ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং রৌপ্য পদক জিতেছেন। মিস পয়মন্তী বৈশ্য, হরিয়ানার পঞ্চকুলায় ৮৫তম সিনিয়র ন্যাশনাল এবং ইন্টার-স্টেট টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় রেলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি মহিলাদের একক-স্বর্ণপদক, টিম ব্রোঞ্জ পদক, মিশ্র দ্বৈত-রৌপ্য পদক, মহিলাদের দ্বৈত-স্বর্ণপদক জিতেছেন। তিনি আইটিটিএফ মিশ্র দল বিশ্বকাপ, চীনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। শ্রী আকাশ পান্ডে, রঞ্জি ট্রফিতে ভারতীয়. রেলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং গোয়ার বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ৯ উইকেট নিয়ে রেকর্ড করেছেন।

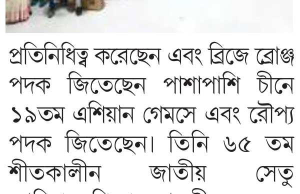

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১২৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৬ চৈত্র, ১৪৩০

চিনের আগ্রাসন বৃদ্ধি

হিমালয়ের পাদদেশে চিন সেনা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের লোকসভার নির্বাচনের ওপরে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের নির্বাচনের ব্যাপারে চিন প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে জানতে পারা গিয়েছিল। ইমরান রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে যাওয়ার ফলে চিন ক্ষুব্ধ হয়। তার ফলে ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরে যেতে হয়েছিল। চিন এবং পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা একই সঙ্গে ইমরান বিরোধী কাজ করতে শুরু করে। বর্তমানে পাকিস্তানের শাহজা শরিফ সরকার চিনের পুতুল সরকার বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। চিন একন শাহবাজ সরকারকে সামনে রেখে পাকিস্তানকে ব্যবহার করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। শ্রীলঙ্কা, মলদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান, এমনকী একন বাংলাদেশেপ্রবেশ করার চেষ্টা করছে। ভারতীয় পণ্য বয়কট আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলাম দলগুলি। এর পিছনে চিনের ছায়া দেখতে পাচ্ছে ভারত। এদিকে মার্কিন বিজ্ঞানীরা মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে তাইওয়ানের ভূমিকম্প কি মানু দ্বারা নির্মিত। তাইওয়ানের শত্রুদেশগুলির এই ধরনের ভূকম্পন সৃষ্টি করেছিল কিনা তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে মার্কিন বিজ্ঞানীরা। এদিকে লাদাখ সীমান্ত থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত চিন সীমান্তে সেনা বৃদ্ধি করেছে। সেখানে চিনের ট্যাঙ্কও নিয়ে আসা হয়েছে। ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে চিন সেনাবাহিনী বৃদ্ধি করার ফলে লাদাখ থেকে শুরু করে অরুণাচল সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। চিন ভারতের সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করার পিছনে একটি নীতি কাজ করছে সেটা হল এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে চিনের আধিপত্য বিস্তার করা। যদি এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে চিনের আধিপত্য বিস্তার হয় তাহলে ইউরোপ জয় করাটা খুব কঠিন কাজ হবে না। গোটা ইউরোপ এবং আমেরিকার সঙ্গে চিনের ব্যবসা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। তার ওপরে করোনাভাইরাস সংক্রমণ সৃষ্টি করা নিয়ে চিনের ওপরে অতিরিক্ত আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। কাশ্মীরের আর্থিক কড়িডর ছাড়তে ভারত সরকার বারবার চিনকে চিঠি দিয়েছে। কাশ্মীরের ওপরে চিনের কোনও অধিকার নেই। পাকিস্তান যে অংশটি চিনকে দিয়েছে উপহার হিসাবে সেখানে পাকিস্তানের কোনও অধিকার নেই। পাকিস্তান কাশ্মীরে দখলীকৃত দেশ। পাকিস্তানকে হানাদার রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে ভারত। ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর আগামী দিনে ভারত ছিনিয়ে নিতে পারে বলে একটি হুমকি দিয়ে রেখেছে। চিন এখন এই অবস্থায় তাদের আর্থিক কড়িডরকে রক্ষা করতে গেলে পাকিস্তানকে পাশে রাখতে হবে। না হলে ভারত যে কোনও সময়ে পাকিস্তান শব্দটিকে একেবারে মানচিত্র থেকে মুছে দিতে সক্ষম। ভারতীয় সেনাবাহিনী যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ১৯৬২ সালের চেয়ে ভারত সেনাবিভাগের শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে। ভারতীয় সেনাবিভাগ যথেষ্ট শক্তি ধরে। আকাশ পথে এই মুহূর্তের যুদ্ধে ভারতপ্রায় বিশ্বে দ্বিতীয় শ্রেণি অধিকার করে রয়েছে। যে সব আকাশ অস্ত্র ভারত সরকার বানিয়েছে তা দিয়ে দিল্লি থেকে বসে বসে ভারত যে কোনও দেশের সঙ্গে আনায়াসে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম। স্থলবিভাগও যথেষ্ট শক্তিশালী বিশেষ করে ভারতের রোবট বাহিনী তৈরি করে ফেলেছে। এই রোবট বাহিনী দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে অনায়াসে আক্রমণ করতে পারে। আনবিক চালিত অস্ত্র নিয়ে ভারতীয় সেনারা রীতিমতো প্রশিক্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের কাছে কি ধরনের অস্ত্র রয়েছে তা জানতে বহু বার শত্রুদেশ গুলো চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ সবাই সব কিছু জানে না। দুর্গম লাদাখ অঞ্চলে ভারতীয় সেনারা চিন সেনার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গিয়েছে। চিন সেনারা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে স্থান দখল করে রেখেছে এই সত্যটাপ্রকাশ করতে পারছে না কেউই। বেশ কিছু সংবাদপত্র চিনের আগ্রাসনের বিরোধিতা করে লেখাপ্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। চিন কতখানি লাদাখের অংশ দখল করে রয়েছে তাপ্রকাশ করেনি ভারত সরকার। বলা হয়েছে কিছু ডিভিশনাল ক্যাম্পাস স্তরে আলোচনা চলছে। সীমান্ত এলাকায় চিন সেনা বৃদ্ধি করা নিয়ে ভারত উদ্বেগপ্রকাশ করেছে। হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম ও অরুণাচলপ্রদেশে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চিন বাড়তি সেনা এবং অস্ত্র মোতায়েন করতে শুরু করে দিয়েছে। সঙ্গে নিয়েছে নেপালকে। নেপালও এখন চিনের হয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতকে চারদিক থেকে কোনঠাসা করে রাখাই হচ্ছে চিনের মূল লক্ষ্য। চিন চাইছে আর্থিক কড়িডর থেকে ভারত যেন তার দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। আগামি দিনে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করা যে পরিকল্পনা ভারত গ্রহণ করছে তার থেকে বাদ যেওয়া হোক চিনের আর্থিক কড়িডরকে। কিন্তু ভারত তা করতে রাজি নয়। চিনকে কাশ্মীর থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারত সরকার। যার ফলে বেশ কিছুটা ক্ষুব্ধ চিন।

সম্পাদকীয়

খলিস্তান তালিবান জঙ্গি দলই

খালিস্তানপন্থীরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এদেরকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে বেশ কিছু বিদেশি সংগঠন। তারা অর্থ দেওয়া থেকে শুরু করে অস্ত্র দেওয়ার চেষ্টা করছে। কেংদ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেপ্রত্যক্ষভাবে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে এই সব বিদেশি সংস্থা। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে সরকার সর্বদাইপ্রস্তুত। কিন্তু আইনের ফাঁক দিয়ে গলে সেই সব কৌশলকে একেবারে নষ্ট করে দেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে বিচ্ছিন্নতাপন্থীরা। তারা এখন কাশ্মীরে সক্রিয় হওয়ার গোপনপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। শুধু কাশ্মীরে নয়, সীমান্ত এলাকার বেশ কয়েকটি স্থানে এই সব বচ্ছিন্নতাবাদীরা অতি সক্রিয়। এর পিছনে চিন, পাকিস্তানের গোপন হাত রয়েছে বলে কেংদ্রীয় গোয়েংদারা মনে করে। ভারতের বাইরে খালিস্তানপন্থীরা ভারত বিরোধীপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে সমানে। সেখানকার সরকার যেহেতু কোনও রকমভাবে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় অতি সহজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না সেই আইনের সুযোগ নিয়ে ভারত বিরোধীপ্রচারাভিযান চালু রেখে। তালিবানরা ভারত বিরোধী হলেও তারা এখন ভারতের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের মানবিক সাহায্য না পেতে তারা রাস্তায় না খেতে পেয়ে মারা যাবে। পাকিস্তান তালিবানদের উস্কে দিয়ে আফগানের গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটেছে। পাকিস্তানেও এখন গণতান্ত্রিক সরকার নেই বলতে গেলে চলে। সেখানে এখন চলছে তদারকি সরকার। আগামি দিনে পাকিস্তানের ভোট শুরু হয়ে যাবে। তারপরে নির্বাচনের ফলাফল যাদের পক্ষে যাবে তারাই সরকার গঠন করবে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতারপ্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

অবহেলিত বাংলা কথা সাহিত্যিক অবধূত মরুতীর্থ হিংলাজ সিনেমাটা মনে আছে ?

বিশেষ প্রতিবেদক ঃঅবহেলিত বাংলা কথা সাহিত্যিক অবধূত মরুতীর্থ হিংলাজ সিনেমাটা মনে আছে ? মনে থাকলে চোখের সামনে ভেসে উঠবে ভ্রূণ হত্যার পাপস্খালন করতে হিংলাজ আসা পোপটলাল প্যাটেল কিংবা কুন্তী-থিরুমলের প্রেম।উত্তমকুমার আর বিকাশ রায়ের অনবদ্য অভিনয়ে পর্দায় জীবন্ত হয়ে উঠেছিল মরুতীর্থ হিংলাজ।এই মরুতীর্থ হিংলাজ -এর লেখক অবধূত। ছদ্মনাম অবধূত। কৌল সন্ন্যাসী মানুষ, নাম- কালিকান্দ অবধূত । অবশ্য পঞ্চাশের দশকের গোঁড়ায় প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পৌঁছে যখন বাড়ি তৈরির টাকা জোগাড় করতে অবধূত লিখতে শুরু করলেন তখন তিনি সন্ন্যাস জীবন থেকে ফিরে গৃহী হয়েছেন।বাড়ি করবেন। হুগলির চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে জমি কিনেছেন। কিন্তু লেগে যায় আইনী ঝামেলা। কোস্টাল আইন অনুযায়ী, নদী এলাকায় একটি নির্দিষ্ট জায়গা ছেড়ে বাড়ি করতে হয়। মামলায় জিতে যান অবধূত। চুঁচুড়ার যে বাড়িতে বসে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ-লেখেন, সেই বন্দেমাতরম্ ভবন -এর পাশেই তাঁর একতলা পাকা বাড়ি হচ্ছে। কিন্তু মাঝপথেই টাকার টান। ভাবলেন, সব বেচে দিয়ে সরোজিনী ভৈরবীকে নিয়ে ফের পথে বেরিয়ে পড়বেন।বন্ধু তালিকায় তখন অন্যান্যদের মধ্যে বীরভূম লাভপুরের মা তাঁরার কৃপাধন্য গণদেবতা খ্যাত সাহিত্যক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কথায় কথায় বন্ধুদের সঙ্গে সন্ন্যাস জীবনের গল্প করেন। বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, মুখের কথাগুলো লিখতে। লিখেও ফেললেন মরুতীর্থ হিংলাজ । পাণ্ডুলিপি নিয়ে তারাশঙ্কর গেলেন মিত্র ও ঘোষ-এর গজেন্দ্রকুমার মিত্রর অফিসে। ছাপা হলো না সে লেখা। তখন তারাশঙ্কর তাঁর লিটল ম্যাগাজিনে ছাপতে লাগলেন সেটি। সেটি পড়তেন সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রর মা। মা জানালেন ছেলেকে। মায়ের কথায় ১৯৫৪-তে গজেন্দ্রকুমার মিত্র ছাপলেন মরুতীর্থ হিংলাজ । সাড়া পড়ে গেল পাঠক মহলে। লেখালেখি হতে লাগলো কাগজে। কিছুদিনের মধ্যে এমন অবস্থা হলো, সকালবেলায় কয়েক হাজার বই আসে, বিকেলে সব বিক্রি হয়ে যায়। বই বাঁধতে হিমশিম খায় দপ্তরীরা। আর লেখক অবধূত প্রতি সপ্তাহে দু' থলি করে টাকা নিয়ে যান। এক লেখাতেই লেখক। এবার নিশ্চিন্তে চুঁচুড়ার গঙ্গার ধারে উঠে গেল অবধূতের একতলা পাকা বাড়ি।কিন্তু অবধূতের জীবন সিনেমার চেয়েও রোমাঞ্চকর। ছিলেন দুলাল মুখোপাধ্যায় , হয়ে যান কৌল সাধক কালিকানন্দ অবধূত । সে এক দীর্ঘ যাত্রাপথ।বাবা অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় অবিভক্ত বাংলাদেশের বরিশাল থেকে কলকাতা আসেন প্রথম মহাযুদ্ধের আগে। চাকুরিসূত্রে ছিলেন রেলি ব্রাদার্সের বড়বাবু। বিয়ে হলো কলকাতা বাগবাজারের প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে। থাকতেন কলকাতার হাতিবাগানে। এই হাতিবাগানেই ১৯১০-এর ২ রা নভেম্বর কালীপুজোর পরের দিন দুলালের জন্ম। তাঁরা ছিলেন ৬ বোন, ২ ভাই। ছোট ভাই মৃণালকান্তি।দুলালের শিক্ষাজীবন অজানা। তবে পারিবারিক সূত্রে শোনা যায়, তিনি গ্র্যাজুয়েট ছিলেন।১৯৩০-এ কলকাতা পোর্ট কমিশনের অফিসে স্টোর কিপার হোন দুলাল মুখোপাধ্যায়। হুগলির রিষড়ার সুখময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। একমাত্র সন্তান অমলের জন্মের ৬ মাস পরেই সূতিকায় আক্রান্ত হোন সুখময়ী। আরও ৬ মাস রোগভোগের পর মারা গেলেন সুখময়ী। স্ত্রীর মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত পান দুলাল।ওদিকে পোর্ট কমিশনে রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় নাম নিয়ে পিস্তল খালাস করে বিপ্লবীদের দিতেন তিনি। জানাজানি হতেই ছেলেকে ফেলেই পালালেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে বন্ধু বৃন্দাবনচন্দ্র দাসের কাছে।সেখানেও একদিন পিছু ধাওয়া করলো ব্রিটিশ পুলিশ। পুলিশের তাড়ায় এক বর্ষায় উত্তাল পদ্মায় ঝাঁপ দিলেন নিশ্চিত মৃত্যুকে উপেক্ষা করেই। পাড়ে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়তে লাগলো পুলিশ। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না দুলালকে। আশ্রয়দাতা বন্ধু বৃন্দাবনচন্দ্র জানিয়ে দিলেন, দুলাল মারা গেছে।আর সত্যিই তো, বর্ষার দুরন্ত পদ্মায় ঝাঁপ দিয়ে কি আদৌও বাঁচা সম্ভব!এর প্রায় ২২ বছর পর যখন মরুতীর্থ হিংলাজ প্রকাশিত হলো, কাগজে ছবি ছাপা হলো, তখন লোকজন জানলো, দুলাল বেঁচে। তবে তিনি তখন কৌল সাধক কালিকান্দ অবধূত । উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেছেন আশ্রয়দাতা বন্ধু বৃন্দাবনচন্দ্রকে।দ্বিতীয় বিখ্যাত উপন্যাস বের হয় ১৯৬০-এ বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে উদ্ধারণপুর মহাশ্মশানের পটভূমিকায় উদ্ধারণপুরের ঘাট । এটি তিনি পিতা অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রথমা স্ত্রী সুখময়ী দেবীকে উৎসর্গ করেছেন।পদ্মায় ঝাঁপ দেওয়ার পর ঘুরতে ঘুরতে দুলাল একসময় পৌঁছান উজ্জয়িনী। সেখানে মহাকাল মন্দিরে সন্ন্যাস নেন। নাম হয়- কালিকানন্দ অবধূত । সমস্ত রকম সংস্কার থেকে ধৌত যিনি, তন্ত্রে তিনিই কৌল মার্গে অবধূত নামে পরিচিত। এছাড়াও শরীরের ভেতরে যে অবধূতিকা নাড়ি, তার সম্পর্কে যিনি জ্ঞানী, তিনিও অবধূত ।অবধূত কালিকানন্দ এরপর দেশের বিভিন্ন জায়গায় তীর্থে তীর্থে ঘুরতে লাগলেন। একসময় আসেন উত্তর কাশীর কালীমন্দিরে এবং সেখানকার পূজারী হোন। এই পর্বের বিবরণ রয়েছে তাঁর নীলকণ্ঠ হিমালয় - এ।এই উত্তর কাশীতেই দেখা হয় সাধিকা আনন্দদময়ী মায়ের সঙ্গে। আনন্দময়ী মা অবধূতের জিভ ঘুরিয়ে দিয়ে তাঁকে তিন বছর মৌনী রেখেছিলেন। এ বিষয়ে অবধূতের নিজের লেখাতেই পাওয়া যাচ্ছে, মা বললেন, হাঁ কর, আগে কাজটুকু সেরে নি, তারপর যা বলার বলব। হাঁ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে

পারলাম, কি হল।কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, তারপর আমার মুখের ভেতর থেকে আঙুল টেনে নিলেন মা। মুখ বন্ধ হল। শুনতে লাগলাম তখন অভয়বাণী, ' এইবার ঘুরে বেড়াগে যা, চোখ মেলে দেখবি, কান পেতে শুনবি, চৈতন্য দিয়ে বুঝবি। তোর মা নিজের জিভটা কাম রয়েছেন। জিভ কামড়ে থাকলে কি কেউ কথা বলতে পারে রে!তোর জিভটাও অচল করে দিলুম। এইবার মজা করে দেখে নে, তোর মায়ের এই সংসারটা কেমন জায়গা। এই যে হিমালয়, এখানেই সব আছে। তিন বছর পরে যখন বেরুবি পাহাড় থেকে, তখন সব তোর জানা হয়ে গেছে'। মৌনব্রতের সঙ্গে অবধূতের পরিব্রাজক জীবনে যোগ হলো আরও দুটি ব্রত- এক, অজগর ব্রত এবং দুই পঞ্জিব্রত।কারো কাছে কোনোকিছু চেয়ে খাওয়া যাবে না, কেউ কিছু দিলে তবেই খাওয়া যাবে- এটাই অজগর ব্রত। অন্যদিকে, পাখিরা যেমন তাদের সংগৃহীত খাদ্য সন্ধ্যের মধ্যেই খেয়ে ফেলে, সেরকম যা খাবার থাকবে, সেদিনেই খেয়ে নিতে হবে। পরের দিনের জন্য কোনোকিছুই রাখা চলবে না- এর নাম পঞ্জিব্রত।মৌনব্রত, অজগর ব্রত ও পঞ্জিব্রত- এই তিন ব্রত নিয়ে কালিকান্দ খালি পায়ে ঘুরে বেড়ালেন হিমালয়ে, গেলেন কৈলাস মানস সরোবরে।ঘুরতে ঘুরতে একসময় ঘরের কাছে কাটোয়ার উদ্ধারণপুরের ঘাট। ফের সেখান থেকে মায়ানমার। ফিরলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর পথ ধরে পায়ে হেঁটে ব্যারাকপুরের শিষ্য সেনগুপ্তদের বাড়ি। সখান থেকে আবার পূর্ববঙ্গের বরিশাল। বরিশালে যে বাড়িতে ছিলেন, সে বাড়ির মেয়ে সরোজিনী দেবীর সঙ্গে সম্পর্ক হয় এবং সম্পর্ক থেকে বিয়ে।এই দ্বিতীয় বিয়ের পর ভৈরবী - সরোজিনী দেবীকে নিয়ে কালিকানন্দ অবধূত যান মরুতীর্থ হিংলাজ । সেখান থেকে কামাখ্যা, নবদ্বীপ।অবশেষে পঞ্চাশের দশকের গোঁড়ায় জমি কিনে চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে বাড়ি করলেন। ভৈরবী সরোজিনী দেবীকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধলেন। একমাত্র ছেলে অমলের বিয়ে দিলেন নদীয়ার বেথুয়াডহরীতে। পুত্রবধূ হিসেবে ঘরে এলেন সূচনা দেবী।অবধূত নিজের বাড়িতেই তৈরি করেন রুদ্রচণ্ডী মঠ , এখানেই তিনি তন্ত্র সাধনা করতেন। বন্ধু সাহিত্যিক তারাশঙ্করের মৃত্যুর দিন আগেই বলে দিয়েছিলেন তিনি।ফের ছন্দপতন। ১৯৭৭-এর ১৭ ই আগস্ট মারা গেলেন ভৈরবী সরোজিনী। ফের প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেলেন। একমাত্র ছেলের সঙ্গেও দূরত্ব বাড়ছিল। ক্রমশ সুরায় আসক্ত হয়ে পড়লেন তিনি। খাওয়া-দাওয়া ছেড়েই দিলেন।ভৈরবী চলে যাওয়ার মাত্র আট মাসের মাথায় ১৯৭৮-এর ১৩ ই এপ্রিল নীলষষ্ঠীর দিন চলে গেলেন অবধূত। মিশে গেলেন কলকাতার কেওড়াতলা মহাশ্মশানের চিতাভস্মে।রেখে গেলেন বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ ২৩ খানি উপন্যাস ১) মরুতীর্থ হিংলাজ,২) হিংলাজের পরে,৩) বশীকরণ,৪) তাহার দুই তারা,৫) উদ্ধারণপুরের ঘাট,৬) ক্রীম,৭) পিয়ারী,৮) বহুব্রীহি,৯) ভোরের গোধূলি,১০) টপ্পা ঠুংরি,১১) ভূমিকালিপি পূর্বব,১২) কান পেতে রই,১৩) তুমি ভুল করেছিলে,১৪) অনাহত আহুতি,১৫) স্বামীঘাতিনী,১৬) ফক্কর তন্ত্রম (১, ২, ৩ পর্ব),১৭) দুর্গম পন্থা, ১৮) নীলকণ্ঠ হিমালয়, ১৯) মন মানে না,২০) সাচ্চা দরবার,২১) উত্তর রামচরিত,২২) সুমেরু-কুমেরু,২৩) একটি মেয়ের আত্মকাহিনী।একটা লেখাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তিনি। তার পর ' হিমালয়', ' ঘাট', ' ' ' ভবতু', ' অতিবাস্তব, অলৌকিক, তন্ত্র (কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব ও সাধনা), প্রেম, পরকীয়া সব রকমের বিষয় নিয়ে লিখে গিয়েছেন। মানুষ হিসেবেও যে রসিক ছিলেন, তার প্রমাণ লেখাতেই দিয়েছেন, কালী ছিল তখন কালীঘাটে আর ঠন্ঠ নেতে। সে সব জায়গায় হরদম পাঁঠা পড়ত। পাঁঠা তখন চার টাকায় একজোড়া মিলত। কারণ শিক্ষিত পাঁঠা এত মিলত না। অবধূতের অনেক লেখাই ভ্রমণ আর তাঁর অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন। আর এক ভ্রমণবিশারদ সৈয়দ মুজতবা আলী কিন্তু অবধূতকে স্রেফ ভ্রমণকাহিনির লেখক বলতে নারাজ। কারণ তিনি সাহিত্যের নানা পরিসরে ভ্রমণ করেছেন। তা সত্ত্বেও কেন তিনি সাহিত্যগোষ্ঠীর প্রথম সারিতে জায়গা পেলেন না, সে প্রশ্ন তুলেছে তাঁর পরিবার। ওনার পৌত্র তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের কথায়, ওঁর যতটা সম্মান পাওয়া উচিত ছিল, ততটা পাননি। সাহিত্য আকাদেমি, রবীন্দ পুরস্কার কোনওটাই পাননি। অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন। পুরস্কার মানে তো স্বীকৃতি। এই যে জন্মশতবর্ষ হল, কেউ কোনও সম্মান জানায়নি, মনেও রাখেনি। উদ্ধারণপুরের লোকেরা স্বীকৃতি দিয়ে মূর্তি বসিয়েছে। চুঁচুড়ার লোকের কোনও আগ্রহ নেই। এই বাড়ির পাশে আমি মূর্তি বসিয়েছি। অবধূতের দু'টি অসমাপ্ত লেখা বিবি বলির বিল' এবং সুরাতীর্থ তারাপীঠ । শেষের দিকে লেখার ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল। মদ্যপান আর প্রকাশকের চাহিদা ওঁকে শেষ করে দেয়। নিজের সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। জীবনের অনেক অধ্যায় লিখে যেতে পারেননি, আক্ষেপের সুর পৌত্রের গলায়। লেখক হিসেবে অবধূতের মূলগোষ্ঠী থেকে খানিক তফাতে থাকার দু'টি কারণ হিসেবে মনে করা হয়, লোকের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে না পারা এবং তাঁর তন্ত্রসাধনা-সহ অলৌকিক দিক নিয়ে চর্চা। তন্ত্রের কথা তাঁর নিজের লেখাতেই বহুবার এসেছে। উদ্ধারণপুর থেকে তারাপীঠ, নানা শ্মশানে তাঁর তান্ত্রিক ক্রিয়ার উদাহরণ পাওয়া যায়। সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন, অবধূতের প্রতিটি গ্রন্থ পড়ে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। এ-লোকটি কিসের সন্ধানে দুনিয়াটা চষে বেড়ায় ? তার পায়ে চক্কর আছে সে তো বুঝি... তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হয়ে খবরটা পেয়েছি- যে, তিনি তন্ত্রে বিশ্বাস করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে যে তাঁর গভীর জ্ঞান আছে সে তত্ত্ব আবিষ্কার করতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না। অবধূত হাত দেখতেন, কোষ্ঠীবিচার করায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অনেক রকমের ' কাজ করত তাঁর মধ্যে। লেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় একটি ঘটনা বললেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন অসুস্থ। এর মধ্যে অবধূত আমাকে একদিন ডেকে বললেন, ' বলো না, উনি মহালয়ার আগেই মারা যাবেন।' তাই হয়েছিল। বেলকাঁটা দিয়ে বুক চিরে রক্ত দিয়ে হোম করতেন। বলতেন, ' কেন দেব? আমার মধ্যেই তো পশু রয়েছে।' ওঁর বহু হোম-যজ্ঞে আমি উপস্থিত ছিলাম। অবধূতের পুত্রবধূ সূচনা মুখোপাধ্যায় নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন, আমার বড় ছেলে হওয়ার সময়ে শরীরের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, কোথাও ভর্তি নিতে চাইছিল না। কোনও মতে চুঁচুড়ার হাসপাতালে ভর্তি করা গেল। পরের দিন সকালে সিজার করার কথা, নর্মাল ডেলিভারির প্রশ্নই ছিল না। রাতেই শ্বশুরমশাই বুক চিরে রক্ত দিয়ে পুজো করেছিলেন। ওঁর কথা ছিল, ' বউমার সিজার করে বাচ্চা হবে না।' পরের দিন ভোরবেলা আমার সন্তান জন্ম নেয়, স্বাভাবিক ভাবে। ডাক্তাররা অবাক! লেখক, তান্ত্রিক, সন্ন্যাসী সব সত্তার মধ্যে অবধূতের নিজের হয়তো যাযাবর সত্তাটিই সবচেয়ে পছংদের ছিল। লিখেছেন, অনেক কাল আগে আমরা ছিলাম যাযাবর। মানুষ তখন ঘর বেঁধে এক জায়গায় বসে থাকত না। সারা দুনিয়াটাই ছিল প্রতিটি মানুষের নিজের সম্পত্তি... তারপর একদিন দড়ি ফেলে মাটি মাপতে বসল মানুষ। ফল এই হল, নিজের জন্য একটুকরো জমি নিয়ে বাকি দুনিয়ার ওপর থেকে তাঁর দাবী তুলে নিল। যাযাবার হয়ে কি সারা জীবন কাটানো যায় ? কোথাও না কোথাও তো থামতেই হয়। তাই বোধ হয় শেষ জীবনে চার দেওয়ালের মধ্যে বসেই অন্তরের সেই যাযাবর সত্তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অবধূত।অবধূতের লেখা সম্পর্কে গবেষক ও সমালোচক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য - এর পর্যবেক্ষণ- উদ্ভট কাহিনী-কল্পনা, বীভস রস, তান্ত্রিক ধর্মসাধনার গুহ্য রহস্য ও উকট যৌনাচার অবধূতের রচনার বৈশিষ্ট্য, - শক্তিমত্তা সত্ত্বেও শিথিল বিন্যাস ও যৌনতার আধিক্য ত্রুটিরূপে গণ্য। শিশিরকুমার দাশের মতে, তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ভয়াবহ ও বীভস রসের আধিক্য। প্রবল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কোনো কোনো সমালোচক তাঁর বিষয়নির্বাচন ও প্রয়োগরীতির প্রতি সংশয়ী ছিলেন।তবে সমালোচনায় মোটেই কাবু ছিলেন না উদাসীন অবধূত। কিন্তু মেলে নি সেই অর্থে কোনো বড়ো পুরস্কার। তাঁর অনমনীয় মনোভাব কোনোকিছুর সঙ্গেই তাঁকে আপোষ করতে দেয়নি। রাজার মতোই বিচরণ করে গেছেন বাংলা সাহিত্যের পাতায়। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ সেসব লেখা পাঠককে ছুঁয়ে যাবে চিরকাল। কারণ, এখনো দ্বিতীয় মরুতীর্থ হিংলাজ তৈরি হয়নি।চিত্র ও তথ্য সৌজন্য-১. শ্রী উত্তম মণ্ডল।২. রাইজিং বেঙ্গল।৩. একার্ণব।৪. আন্তর্জাল।৫. কামকোটি পীঠ বীরভূম।

সাদা চাদরে আলতার অক্ষরে ফুটে উঠেছে প্রেমের যুগল মূর্তি

শামীম আহমেদ ঃ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ছিলেন হিরণ্যকশিপুর পুত্র। পিতা বিষ্ণুবিদ্বেষী হলেও পুত্র ছিলেন পরম ভক্ত। নানা ভাবে বাবা ছেলেকে নিধন করতে চান, বার বার ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে পিতার উপরে স্থান দেওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে হিরণ্যকশিপু নিজের পুত্রকে পুড়িয়ে মারার আদেশ দেন। দাদার আজ্ঞায় হোলিকা প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেন। কিন্তু বিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ অক্ষত থাকেন বরং আগুনে পুড়ে হোলিকারই মৃত্যু হয়। হোলিকার এই অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কাহিনিই দোলের পূর্বদিনে অনুষ্ঠিত হোলিকাদহন। কানহাইয়া যেখানে বড় হন সেখানে দোল খেলা হত। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রেম উদযাপনে রঙপঞ্চমী চালু হয়। কানহাইয়ার গাত্রবর্ণ নীল কারণ শৈশবে পুতনার বিষদুগ্ধ পান করেছিলেন তিনি। কৈশোরে কৃষ্ণ ভাবতেন তাঁর এই গাত্রবর্ণের জন্য গৌরবর্ণা কন্যারা তাঁকে ভারি অপছন্দ করবেন। যশোমতী মাইয়া সে বলি নন্দলালারাধা কিঁউ গোরি ম্যাঁয় কিঁউ কালাযশোদা মা বলেন, যাও রাধার মুখমণ্ডলে যে রঙ খুশি মাখিয়ে দাও। কালে নয়নওয়ালি নে অ্যায়সা জাদু ডালা ইসি লিয়ে কালা। যাও রাধা ও গোপিনীদের রঙ মাখাও গিয়ে। জ্বালাতন করো না।আর এক কাহিনি, মহেশ্বর ভীষণ ধ্যানে বসেছেন। পার্বতী চান সেই ধ্যানের জগত থেকে শিব তাঁর সঙ্গে প্রেমের জগতে আসুন। সেই মর্মে প্রেমের দেবতা কামদেবকে বসন্ত পঞ্চমীর দিন ডেকে পাঠালেন তিনি। মদন মহাদেবকে বাণ মারলেন। তৃতীয় নয়ন উন্মোচিত করে কামদেবকে ভস্ম করে দিলেন শিব। কামদেবের পত্নী রতি ভেঙে পালেন। শরীরবিহীন স্বামী কোন কম্মে লাগবে! চল্লিশ দিন ধরে রতি গুপ্ত সাধনায় রত রইলেন। শিব সব বুঝতে পেরে কামের শরীর ফেরত দিয়ে দিলেন। বসন্ত পঞ্চমীর চল্লিশ দিন পর তাই রঙের উৎসব, ভালবাসার পরব। জৈন, বৌদ্ধ, শিখরাও রঙের উসবে মেতে ওঠেন। রঞ্জিত সিংহজি তিন দিন ধরে হোরি উৎসব করতেন। অবধের নবাব-রাজারা দোলের যে উসব করেছেন তা হার মানায় মথুরা-বৃন্দাবনকেও।একবার দোলের দিন মেটিয়াবুরজে রাজা ওয়াজিদ আলি ঠিক করলেন, রঙ খেলার আগে তিনি নাচবেন। কথক নৃত্যে অসামান্য দক্ষতা তাঁর। পরে নিলেন ঘাগরা। তার পর শুরু হল নৃত্য। এক কালে রাজা নাসির-উদ-দিন হায়দার রমণীর বেশে থাকতেন। কিন্তু ওয়াজিদ আলি নারীর পোশাক পরেছেন কেবলমাত্র নৃত্যের প্রয়োজনে। যখন তিনি পালায় কৃষ্ণের বেশে নাচতেন তখন তাঁর শরীরে অন্য পোশাক। কিন্তু কথক নাচতে হলে তিনি নর্তকীর সাজ ভালবাসতেন। সেই নাচের আসরে এলেন যদু ভট্ট, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্যামলাল চক্রবর্তী আর সাজ্জাদ মহম্মদ।পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ি থেকে বহু গায়ক মেটিয়াবুরজ আসতে শুরু করেছেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন সঙ্গীতের অত্যন্ত ভক্ত মানুষ ছিলেন। তাঁর সভায় ছিলেন সব দিকপাল গুণী মানুষ। মৃদাঙ্গাচার্য লালা কেবল কিষণ, গায়ক সজ্জু খাঁ, সংগীতাচার্য কালী মির্জা, অন্ধগায়ক লক্ষীকান্ত বিশ্বাস। ওই বাড়ির প্রখ্যাত গায়ক হলেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। তাঁর গুরুরা ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র এবং সাজ্জাদ মহম্মদ, জোয়ালা প্রসাদ, কামতাপ্রাসাদ, মুরাদ আলি, শিবনারায়ণ মিশ্র, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, আলি বখশ, বাসিত খান, আহম্মদ খান, আসাদুল্লা খান, কৌকভ খান। বাঙালি ওস্তাদরা হলেন গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদু ভট্ট, কেশবচন্দ্র মিত্র আর কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা সুযোগ পেলেই ওয়াজিদ আলি শাহ-র মেটিয়াবুরজের দরবারে চলে আসেন। দোলের দিন এই মানুষরা যেমন এসেছেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার যদু ভট্টকে দেখে রাজা খুব আনন্দিত। এই ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তানসেনের বংশধর ওস্তাদ বাহাদুর খান। একটা সময়ে বিষ্ণুপুর ছিল বাংলার সঙ্গীতচর্চার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। এই ঘরানার অন্যতম প্রধান শিল্পী যদু ভট্ট। নিয়ামতউল্লাহ খানের সরোদ ঘরানা বহন করেছেন তাঁর দুই পুত্র কেরামতউল্লাহ ও আসাদউল্লাহ। তাঁদের ইন্তেকালের পর কৌকভ খান এই ঘরানার বাহক হন। কৌকভ খান কলকাতায় বাস করতে থাকেন এবং অন্য রকম সরোদ ঘরানার চর্চা করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযাগ্য হলেন ধীরেন্দ্রনাথ বসু। অবশ্য অঘোরনাথ চক্রবর্তী ছিলেন মহারাজ যতীনদ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক। মুরাদ আলি, আলি বখশ খান ও দৌলত খান ও শ্রীজান বাইয়ের শিষ্য বাবু অঘোরনাথ। রাজা ওয়াজিদ আলি নাচছেন দোলের দিনে। পায়ে আলতা। সাদা চাদর বিছনো হল। ঠুমরির তালে তালে নাচছেন তিনি। নৃত্যশেষে সবাই অবাক। সাদা চাদরে আলতার অক্ষরে ফুটে উঠেছে প্রেমের যুগল মূর্তি।

একদা রাজা তাঁর সভাসদ বীরবলকে প্রশ্ন করলেন, বলোতো বীরবল, অবিদ্যা কি?

৩ এপ্রিল ঃ একদা রাজা তাঁর সভাসদ বীরবলকে প্রশ্ন করলেন, বলোতো বীরবল, অবিদ্যা কি? বীরবল উত্তর দিলেন, জাহাঁপনা, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাকে ৪ দিন ছুটি দিতে হবে, ফিরে এসে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব ! রাজা রাজি হয়ে তাঁকে ৪ দিন ছুটি দিলেন। বীরবল এক মূচির কাছে গিয়ে বললেন, ভাই এক জো।া জুতো বানিয়ে দাও। মূচি বলল, ঠিক আছে হুজুর, মাপটা দিন। বীরবল বললেন, ওসব মাপ টাপ ছাড়ো, এক হাত লম্বা আর এক বিঘ চওড়া জুতো বানাও, আর ওতে কিছু হীরে জহরত জুড়ে দাও। সোনা আর রুপোর সুতো দিয়ে সেলাই করো, টাকার চিন্তা করো না, যা দাম হবে তাই পাবে, দরদাম করব না। মূচি বলল, ঠিক আছে, কিছু টাকা আগাম দিন, আর ৩ দিন বাদে এসে নিয়ে যাবেন। তৃতীয় দিন পুরো টাকা দেওয়ার আগে বীরবল মূচিকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে ও এই জুতোর গল্প কারও কাছে কখনও করবে না। তারপর বীরবল একপাটি জুতো নিজের কাছে রেখে অন্য পাটিটা একটি প্রার্থণালয়ের সামনে ফেলে দিলেন। ভোরবেলা প্রার্থণালয়ের তত্বাবধায়ক এসে ঐ একপাটি জুতো আবিষ্কার করলেন। তত্বাবধায়ক চিন্তা করলেন, এত বড় জুতো কখনও কোন মানুষের পায়ে হতে পারে না, আর যা হীরে জহরত লাগানো তাতে নিশ্চয়ই রাত্রে সৃষ্টিকর্তা এসেছিলেন, এবং বাইরে ভুল করে এই একপাটি জুতো ফেলে গেছেন। উনি প্রথমে জুতোর পাটিটা মাথায় ঠেকালেন, তারপর বার বার জুতোটা কে চুমু খেতে লাগলেন। পরে এলাকার আরও অনেক লোক এলে তত্বাবধায়ক সকলকে এই সৃষ্টিকর্তার জুতো-র পাটি পাওয়ার গল্প বললেন। সকলেই বলল, নিশ্চয়ই এই জুতো সৃষ্টিকর্তারই হবে, মানুষের পায়ে এত বড় জুতো হতেই পারে না, আর প্রার্থণালয়ের বাইরে যখন পাওয়া গেল তখন ভুত বা প্রেতাত্মার ও নয়। সবাই মিলে জুতোর পাটি বারবার মাথায় ঠেকাতে আর চুমু খেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত জুতোর কথা রাজার কানে গেল......রাজার আদেশে সেই জুতো দরবারে পেশ হল। রাজাও স্বীকার করলেন, এ জুতো সৃষ্টিকর্তারই হবে। তিনিও বারবার মাথায় ঠেকিয়ে আর চুমু খেয়ে বললেন, এই জুতো প্রার্থণালয়ের কোন পবিত্র স্থানে রাখা হোক। পরের দিন বীরবলের ছুটি শেষ হল,

নটরাজ ও বিজ্ঞান

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ আজ বিজ্ঞানের সবচেয়ে আকর্ষক গবেষণা চলছে God particle (ঈশ্বর-কণা) নিয়ে। এই নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানীরাই। ফিজিকসে অবশ্য বলা হয় হিগ্স-বোসন (সত্যেন বোসের পদবী থেকেই বোসন)। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি কণা যা থেকে সৃষ্টি। তারই খোঁজ চলছে।এই গবেষণার প্রধান কেন্দ্র সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে। অফিসিয়াল নাম CERN, ৭৯৩১ জন বিজ্ঞানী কাজ করছেন এখানে। বিশ্বের সবচেয়ে ব। ফিজিক্স ল্যাবরেটরি এই বিল্ডিংয়ের সামনে স্থাপিত হয়েছে শিবের নটরাজ মূর্তি। গত বছর শিবরাত্রিতে। বিজ্ঞান গবেষণায় ধর্মীয় মূর্তি কেন? ১৯৭৫ সালে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ কাপ্রা বলেছিলেন, ফিজিক্স অনুযায়ী শিবের নাচই অতিপরমাণবিক পদার্থের স্পন্দন। তিনি লেখেন-The dance of Shiva is the dancing universe, the ceaseless flow of energy goingthroughô an infinite variety of patterns that melt into one another.গবেষণা যতই এগিয়ে গেল বিজ্ঞানীরা এ কথার তাপর্য বুঝতে পারলেন। অনুভব করলেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-রহস্য লুকিয়ে আছে নটরাজ শিবের প্রতীকে। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী শ্রডিঞ্জার ঘোষণা করেন, বিজ্ঞানীদের যে দ্বন্দ্ব দেখি পদার্থ ও চেতনা নিয়ে এর সমাধান লুকিয়ে আছে উপনিষদের প্রাচীন প্রজ্ঞায় গিয়ে এলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরা। বোহম, উইগনার, ওপেনহাইমার, জোসেফসন, সাগান, হুইলার, হেগ্লিস, বেলিজ প্রমুখ। তাদের বক্তব্য -- উপনিষদ কথিত চেতনাই শ্রেষ্ট উত্তর এ কম্পনশীল বিশ্বব্রহ্মান্ড ও ক্ষুদ্রতম কণার। ওপেনহৈমার লিখলেন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে যা পাওয়া যাচ্ছে তা প্রাচীন হিন্দু প্রজ্ঞারই প্রতিফলন।আজ তাই বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফিজিক্স ল্যাবরেটরি, আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কেন্দ্র CERN-এর সামনে বিজ্ঞানীরা স্থাপন করলেন নটরাজের মূর্তি।কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা নটরাজ মুর্তিকে ব্যাখ্যা করছেন কিভাবে? তাদের ব্যাখ্যার সাথে হিন্দু শাস্ত্রের অপূর্ব মিল রয়েছে। নটরাজ শিবের এক হাতে আগুণ (ধ্বংস), অন্য হাতে ডমরূ (এর শব্দ অনাহত নাদ ।) সৃষ্টি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, energy কি তা কেউ জানে না। বিমূর্ত, বস্তু-নিরপেক্ষ। এনার্জি (শক্তি) ছাড়া মহাবিশ্ব শুধুই অলীক কণিকা (ঞ্জঙ্খঞ্চ) যাদের কোনো স্থায়ী অস্তিত্ব নেই। কোয়ান্টাম ফিল্ড থেকে এই কণাগুলি উঠছে, আবার মিশে যাচ্ছে। সৃষ্টি ও ধ্বংস (ডমরু ও আগুণ)।মৌল কণা কিন্তু সবকিছুর উস নয়। এর গভীরে অন্তর্নিহিত ক্ষেত্র রয়েছে। ঐ ক্ষেত্র থেকে সৃষ্টি হয়েছে মূল চারটি শক্তি। নটরাজের এক পা উপরে, অর্থা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও অন্য তিন শক্তির উপরে।

ভোট আসে ভোট যায়, ভোটের সাথে আসে প্রতিশ্রুতিও। কিন্তু এলাকার মানুষের অভিযোগ সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয় না

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ এপ্রিল ঃ ভোট আসে ভোট যায়। ভোটের সাথে আসে প্রতিশ্রুতিও। কিন্তু এলাকার মানুষের অভিযোগ সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয় না। তাই দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে এবার নদী ভাঙন বড় ইস্যু নির্বাচনে। ভোট প্রচারে বেরিয়ে নদী ভাঙ্গনকে হাতিয়ার করছেন সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। চলছে এক অপরের ঘাড়ে দায় ঠেলাঠেলি। গঙ্গার দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ মালদার মানিকচকের ভুতনি চর। লক্ষাধিক মানুষের বসবাস এই এলাকায়। আছে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত। বর্ষা আসলেই রাতের ঘুম উড়ে এই এলাকার মানুষদের। কারণ গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গেছে বহু গ্রাম একরের পর একর ফসলি জমি গাছপালা। এক সময় যেখানে বসত ছিল এখন তারা সর্বশান্ত। তাই নির্বাচনে এই এলাকায় ভোটের সবচেয়ে বড় ইস্যু নদী ভাঙ্গন। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শহনওয়াজ আলী রায়হান রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দোকানে দোকানে পৌঁছে গিয়ে ভোট প্রচার করছেন, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ভাঙ্গন রোধের। তখন গঙ্গার তীরে বসে সত্যাগ্রহ করছেন বিজেপি প্রার্থী শ্রীরুপা মিত্র চৌধুরী। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস যখন ভাঙ্গন নিয়ে বিজেপি এবং কংগ্রেসকে দুষছেন। তখন তৃণমূল এবং কংগ্রেসের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছে বিজেপি। পাল্টা কংগ্রেসের দাবি ভাঙ্গন রোধে প্রচুর টাকা কেন্দ্র থেকে নিয়ে আসতে পেরেছেন কংগ্রেস সাংসদ। যদিও এলাকার মানুষের অভিযোগ ভাঙন নিয়ে রাজনীতি হলেও তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে রয়েছেন। গ্রামের বাসিন্দা অরুন মন্ডল জানান, প্রতিবছর ভাঙ্গনকে ইস্যু করা হলেও সমস্যার কোন সমাধান হয় না। যার ফলে আমরা অনেক অসুবিধার পড়েছি। ফলে যে তিমিরে থাকার সেই তিমিরেই থেকে গেছে। গ্রামের আরেক বাসিন্দা শম্ভু মন্ডল জানান, আমার বয়স ৭৫ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই এই ভাঙ্গন দেখে আসছি। হিরানন্দপুরে বাসতলীতে আমি নিজে ছিলাম। প্রতিবছর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা আসে আর ভাঙ্গন রোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়। কিন্তু তারপরে দেখা যায় তারা আর আসেন না এসি ঘরে বসে কাজ করেন। ইতিমধ্যে তিনটি পঞ্চায়েতে মধ্যে দুটি পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা গঙ্গা গর্ভে চলে গেছে। গঙ্গা বাধা না গেলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা চাই স্থায়ীভাবে এর সমস্যার সমাধান হোক। দক্ষিণ মালদার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শাহনাজ আলী রায়হান বলেন, দশ বছর ধরে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার রয়েছে। অন্যান্য জায়গায় গঙ্গার সৌন্দর্যায়নের জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে। আর এখানে একটাও টাকা দিচ্ছে না ভাঙন রোধের কাজে। আর তারা গঙ্গা ভাঙন বিধ্বস্তদের কাছে বলছেন ভোট দিন। এই দ্বিচারিতা ভুতনির মানুষ মেনে নেবে না। ভুতনির মানুষ কংগ্রেসের ওপরেও বিরক্ত।

কারণ কংগ্রেসের সংসদ কোনদিনই ভাঙনের কথা পার্লামেন্টে পৌঁছে দেয়নি। এই অভিযোগ শুধু এখানকার নয়, দক্ষিণ মালদার সাতটা বিধানসভা কেন্দ্রের একই অভিযোগ। সেই প্রতিনিধিত্বের সমস্যা আর বিজেপির যে বাংলা বিরোধী রাজনীতি করছে কোন আর্থিক প্রকল্পের টাকা পাঠাচ্ছে না। এই সবকিছুর অবসান করে ভুতনি বাসী আওয়াজ হতে আমি দাঁড়িয়েছি, এই আশ্বাসটুকু দিচ্ছি। বিজেপির দক্ষিণ মালদার প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বলেন, যারা ভুতনি এলাকায় মানুষ গঙ্গার গর্ভ থেকে নিপীড়িত হচ্ছে। এই মানুষগুলোকে বাঁচানোর জন্য আমি সত্যাগ্রহে বসেছি। এই দক্ষিণ মালদা কেন্দ্র রে বিভিন্ন জায়গায় মানুষের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ভাঙনে বাড়িঘর হারিয়েছেন জমি জমা হারিয়েছেন। বেশিরভাগ মানুষ আজকে ভাঙন কবলিত। তাই এই সর্বহারা মানুষের রক্ষা করার তাগিদে আমি সত্যাগ্রহে বসেছি। গঙ্গাভাঙন রোধের জন্য মহাযজ্ঞ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার যা করে রাজ্য সরকারের মাধ্যমেই করে। অথচ রাজ্য সরকার কোন প্রোপোজাল পাঠায় না। কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লি থেকে এসে কাজ করে না। কিন্তু রাজ্য সরকারের এই বিষয়গুলি নিয়ে স্কিম তৈরি করা প্ল্যান করা এবং সেই প্ল্যান মাফিক অর্থ বরাদ্দ করা। বরাদ্দের জন্য রিকোয়েস্ট করা আমার মনে হয় রাজ্য সরকার এই বিষয়টি নিয়ে কোনদিনই গুরুত্ব দেয়নি। একটি পরিবার থেকে সাংসদ তৈরি হয়েছে অথচ কোনো কাজ করেনি ভাঙন রোধের জন্য। দক্ষিণ মালদার প্রার্থী তথা আবু হাসেম খান চৌধুরীর ছেলে ইশা খান চৌধুরী বলেন, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ। আমার বাবা শামশেরগঞ্জ ফারাক্কা সহ মালদার ভাঙ্গন রোধের জন্য প্রচুর টাকা নিয়ে এসে কাজ করেছে। বিজেপি তৃণমূল রাজনীতি করার জন্য এই সব মিথ্যা অভিযোগ করছেন। এটা ঠিক নয় এর জবাব মানুষ দেবে।

উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলি পরিদর্শনে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ঠ ভালো, আরো উন্নত মানের শিক্ষা দানের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এমনটা জানান রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ গৌতম পাল। প্রাথমিক স্কুল পরিকাঠামো এবং শিক্ষার মান বিচার করতে বেশ কদিন ধরে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ গৌতম পাল ঘুরে বেরাচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুল গুলিতে। সেই মত সোমবার শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার স্কুল গুলিতে ঘুরে ঘুরে দেখলেন তাদের পরিস্থিতি ও শিক্ষার পরিকাঠামো। সেই মতে নেতাজি প্রাথমিক বিদ্যাপীঠে প্রধান শিক্ষক বিভূতিভূষণ রায় সহ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়, জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শক তরুণ কুমার সরকার ও এআইঅফ স্কুল বিনিতা গজমেরকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্য পর্ষদ সভাপতি ডঃ গৌতম পাল ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি স্কুলের ক্লাস রুম থেকে মিড ডে মিল সব ঘুরে বেরালেন। পরিশেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে এই পরিদর্শন সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার অনেক উন্নতি হয়েছে এবং এর মান আরো কিভাবে বাড়ানো যায় তাঁর প্রচেষ্টা করে চলেছেন তারা।

দিনহাটা থেকে গাঁজা নিয়ে শিলিগুড়িতে বিক্রির ছক, ধৃত দুই যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল ঃ কোচবিহারের দিনহাটা থেকে গাঁজা নিয়ে শিলিগুড়িতে বিক্রির ছক কষেছিল দুই যুবক। রবিবার রাতে ওই গাঁজা নিয়ে শিলিগুড়িতে পৌঁছেও গিয়েছিল তারা। দিনহাটা থেকে কোচবিহার জেলা, জলপাইগুড়ি জেলা টপকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এলাকাতে ঢুকেই ভেস্তে গেল ছক। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার প্লেন ক্লথস পার্টির হাতে ধরা পড়ে গেল দুই যুবক। রবিবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানার প্লেন ক্লথস পার্টির পুলিশের কাছে খবর আসে কোচবিহারের দিনহাটা থেকে তাপস বর্মন এবং প্রদীপ মোদক প্রায় ৪

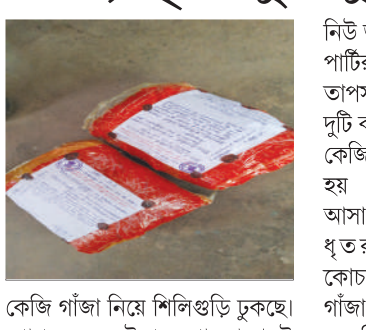

কেজি গাঁজা নিয়ে শিলিগুড়ি ঢুকছে। গোপন সূত্রে এই খবর পাওয়া মাত্রই জাল পাতে পুলিশ। মিলে যায় সাফল্য। কোচবিহার থেকে তাপস বর্মন এবং প্রদীপ মোদক এসে পৌঁছায় নৌকা ঘাট মোড়ে, এরপর তারা হেঁটে যাচ্ছিল নৌকা ঘাট ব্রিজ হয়ে বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাট অর্থাৎ উসধারার দিকে। আর সেই সময়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার প্লেন ক্লথস পার্টির পুলিশ ঘিরে ফেলে তাদের। তাপস বর্মন এবং প্রদীপ মোদকের দুটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় চার কেজি গাঁজা। তৎক্ষণাত গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। অভিযুক্তদের নিয়ে আসা হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। ধৃতরা স্বীকার করে তারা কোচবিহারের দিনহাটা থেকে এই গাঁজা শিলিগুড়িতে বিক্রির উদ্দেশ্যে এনেছিল। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ধৃত দুজনকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায়। অপরদিকে তাপস বর্মন এবং প্রদীপ মোদক এই গাঁজা শিলিগুড়িতে কাকে বিক্রির উদ্দেশ্যে এনেছিল তার খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে হরিশ্চন্দ্রপুরে আবার ভাঙন কংগ্রেসে, শুরু রাজনৈতিক তরজা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ এপ্রিল ঃ লোকসভার প্রাক্কালে আবার ভাঙন কংগ্রেসে। দীর্ঘদিনের শক্ত গড়ে বড়সড় ফাটল। দল বদলুদের ঘরওয়াপসি অব্যাহত তৃণমূলে। বিগত পঞ্চায়েত ভোটে যে বুথে কংগ্রেসের কাছে ধরাশায়ী হয়েছিল তৃণমূল। যে বুথে লিডের কারণেই কার্যত জেলা পরিষদের লড়াইয়ে মন্ত্রীর ভাইকে হারিয়ে ছিল কংগ্রেস। সেই বুথেই এবার কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য সহ পাঁচ শতাধিক কর্মীর যোগ তৃণমূলে। যদিও এই যোগদানকে গুরুত্ব দিতে নারাজ কংগ্রেস। ভয় দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে তৃণমূল অভিযোগ কংগ্রেসের। লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে শুরু হযেছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৈরবপুর বুথে এই যোগদান কর্মসূচি হয়। ভৈরবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানের নেতৃত্বে হয় এই কর্মসূচি। সাথে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তবারক হোসেন চৌধুরী, যুব তৃণমূল নেতা মনিরুল ইসলাম সহ আরো অনেকে। কংগ্রেসের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হানিকুল ইসলামের সাথে প্রায় পাঁচ শতাধিক কংগ্রেস কর্মী এদিন যোগ দেয় তৃণমূলে এমনটাই দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। যোগদানকারী কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি তিনি এক সময় তৃণমূলেই ছিলেন। টিকিট না পেয়ে পঞ্চায়েত ভোটের সময় কংগ্রেসের প্রতিকে লড়ে ছিলেন। এই বুথেই তৃণমূল তৃতীয় হয়েছিল। পুনরায় তৃণমূলে ফিরে এলেন মানুষের হয়ে কাজ করার জন্য। এদিকে বুলবুল খানের নেতৃত্বে কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি ভৈরবপুরে এই যোগদান কর্মসূচির ফলে উচ্ছ্বসিত ঘাসফুল শিবির। বুলবুল খানের দাবি এই বুথ সহ সমগ্র অঞ্চল থেকে বড় লিড পাবে তৃণমূল। প্রসঙ্গত পঞ্চায়েত ভোটে জেলা পরিষদ আসনে এই বুথ থেকে

মাত্র ৯৬ টি ভোট পেয়ে ছিল স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের ভাই জম্মু রহমান। জেলা পরিষদে কংগ্রেসের কাছেই হেরে গেছিলেন জম্মু রহমান। সেই প্রসঙ্গের ভিত্তিতে কংগ্রেসের পাল্টা দাবি ওই বুথ কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। কেউ যোগদান করে থাকলে সেটা তৃণমূল ভয় দেখিয়ে করিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বারবার এলাকায় এলাকায় গিয়ে মানুষকে আত্মবিশ্বাস জোগাতে হবে। তাহলেই আর এই ধরনের দল বদল হবে না। ৩০ আসন বিশিষ্ট দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেসের এক সদস্য যোগদানের ফলে তৃণমূলের পক্ষে থাকল ১৭। অন্যদিকে কংগ্রেসের ৬, বিজেপির ৫ এবং সিপিএমের ২। প্রসঙ্গত কিছু দিন আগে হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) তৃণমূল ব্লক সভাপতি মর্জিনা খাতুনের নেতৃত্বে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের কুশিদা অঞ্চলে জোটের শিবিরে বড় ভাঙ্গন হয়। এবার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকেও ভাঙ্গন। এর প্রভাব লোকসভার ভোট বাক্সে পড়ে কি না সেটাই বড় দেখার বিষয়।

বিরোধীদের মতো ভোটের আগে উঠে পড়ে লাগে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ঃ শতাব্দী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ এপ্রিল ঃ মানুষ প্রশ্ন করছে। কেঃদ্রীয় এজেন্সি সারা বছর কী করে? মানুষ এখন সব বোঝে। মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন। তাই এজেন্সির রেডে কী কী পাওয়া গেল এটা নিয়ে প্রশ্ন থাকে না। মানুষ প্রশ্ন করে পাঁচ বছর এই কেন্দ্রীয় এজেন্সি চুপ করে থাকে কেন? বিরোধীদের মতো ভোটের আগে উঠে পড়ে লাগে ইডি, সিবিআই। সোমবার রামপুরহাটে এক বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভার অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার মোবাইল বাজেয়াপ্ত প্রসঙ্গে এক প্রশ্নে ভোটের আগে তদন্তকারী এজেন্সির অতিসক্রিয়াতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। এদিন আসন্ন লোকসভা কে সামনে রেখে আজ রামপুরহাট শহর ও রামপুরহাট ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা সভা করেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শতাব্দী রায় ও বিধায়ক তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার ডঃ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, জেলা যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (বুরাণ), রাজ্য যুবনেত্রী প্রিয়া সিনহা প্রমুখ। শতাব্দী রায় বলেন, কর্মীসভায় একটি লাইনে সব পরামর্শ দেওয়া হয়েছে দলীয় কর্মীদের। সেটা হলো, জিততে হবে। যেখানে অতীতে খারাপ ফল হয়েছে, ভালো হতে। যেখানে ভালো হয়েছে, সেখানে আরও ভালো ফল হতে হবে। রামপুরহাট শহরে ফলাফল প্রসঙ্গে উল্টে শতাব্দী মানুষের কাছে জানতে চাইলেন, ছফুকো থেকে কত কিছু উন্নয়ন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু এখানে তৃণমূলকে প্রতিবার আশাহত করে রামপুরহাট। তিনি বলেন, রামপুরহাটে প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। আমারও জানতে ইচ্ছে করে এখানে ভোটের অঙ্কে তৃণমূল কেন পিছিয়ে থাকে? এদিন মহম্মদবাজার বা সাঁইথিয়ার মতো কোনো কোনো জায়গাই অশান্তি সম্পর্কে শতাব্দী বলেন, আমি বলবো কোনো কিছু হলে প্রশাসনের কাছে যাওয়া উচিত। তাদের সাহায্য নেওয়া উচিত। তিনি কোনোভাবেই অশান্তিতে বিশ্বাসী নন। খেলা হবে। তবে সেটা মার্জিত। দলের খেলোওয়াররা প্রস্তুত। সেটা ব্যাটমিন্টন বা ফুটবল হলে নিয়ম মেনে হবে। জানা গেছে, এদিন কর্মী বৈঠকে আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার পুনরাবৃত্তি করেন। অর্থাৎ নির্বাচনের ফলের নিরিখে দলের তরফে কর্মীদের তিরস্কার, বহিস্কার বা পুরস্কার থাকবে।

কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৮ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। সোমবার সকাল আনুমানিক ১০ টা নাগাদ এই যোগদান কর্মসুচী অনুষ্ঠিত হয়। রায়গঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রায়গঞ্জ লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যানীর কার্যালয়ে এই যোগদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই যোগদান কর্মসুচীতে কৃষ্ণ কল্যানী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ ব্লক ২ - এর সভাপতি অনিমেষ দেবনাথ, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক সঞ্জয় মিত্র। এদিন কমলাবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের প্রতীকে জেতা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চু বিশ্বাস কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এদিন এইবিষয়ে রায়গঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যানী বলেন।

কল আছে জল নেইঃ গরমে নাজেহাল পূর্বস্থলীর কমলনগরের বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ এপ্রিল ঃ ঘরের সামনে টাইম কল কিন্তু জল পরে না। কলে জল না পড়ায় সমস্যায় পড়েছে পূর্বস্থলীর কমলনগর এলাকায় বহু মানুষ। জল সমস্যা নিয়েই ছড়িয়েছে রাজনৈতিক তরজা। গ্রামে সরকারি জলপ্রকল্প থাকলেও জল পড়ছে না কল গুলিতে। প্রচন্ড গরমে স্বাভাবিক কারণেই সমস্যায় পড়েছে পূর্বস্থলী ২ ব্লকের কমলনগর গ্রামের কয়েক'শ পরিবার। জলের জন্য স্বাভাবিক কারণে কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে পানীয় জল আনতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। গ্রামের বাসিন্দা মঙ্গলারানী মন্ডল, তরুন বিশ্বাস সহ অন্যান্যদের অভিযোগ, প্রায় বছর দুয়েক আগে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এই জলস্বপ্ন প্রকল্পটি চালু হয়। চালু হওয়ার পর কিছুদিন বাড়িতে পানীয় জল আসতো। তারপর অজ্ঞাত কারণে জল পড়া বন্ধ হয়ে যায় গ্রামের ট্যাপকল গুলিতে। কি কারনে এই পানীয় জল বন্ধ হয়ে গেল সে বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না। অনেকবার এই পানীয় জলের জন্য স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনকে জানানো হলেও প্রতিশ্রুতি মিললেও পানীয় জলের কোন সুরাহা কিন্তু হয়নি। ফলে গ্রাম থেকে ২-৩ কিলোমিটার দূরে গিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। কখনও পানীয় জল একটু বেশী খরচ হয়ে গেলে পুনরায় অতদূর থেকে পানীয় জল আনতে হয় গ্রামবাসীদের। জল নিয়ে ঘরের মধ্যে অশান্তি প্রায় লেগেই থাকে। এই রোদ গরমে পানীয় জলের সমস্যায় বেশ জেরবার কমলনগর গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের জল না পাওয়ার বিষয়ে পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় জানান, কোথাও জলের পাইপ লাইন লিক হয়ে থাকতে পারে। এছাড়াও অনেকে এই জলের পাইপলাইন থেকে জল চুরি করছে। জলের অপচয় করছে। এই চুরির জলে কেউ কেউ গরুর গা ধোয়াচ্ছে, আবার কেউ মোটর লাগিয়ে জল তুলে ট্যাঙ্কে ভর্তি করছে। এরফলেই জলের টান পরে থাকতে পারে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এবিষয়ে মানুষের সচেতন হওয়া উচিত। তবে জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ চলছে। কোথাও কোথাও এই পানীয় জলের সমস্যা হলে তার সমাধান করা হবে বলে দাবী করেন বিধায়ক। এ প্রসঙ্গে বিজেপি কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারই তো সব জল খেয়ে ফেলছে। এটা এই রাজ্যের সরকারের ব্যর্থতা। এ সরকারের মানুষকে জল খাওয়ানোর লক্ষ্য নয়, মদ খাওয়ানো লক্ষ্য। এই সরকার থাকলে কোনদিনই মানুষের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

দিলীপ ঘোষকে 'গো ব্যাক' স্লোগান

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ৮ এপ্রিল ঃ দিলীপ ঘোষকে দেখে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের কর্মী- সমর্থকদের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে দুর্গাপুরের ফুলঝোড় মোড়ে 'চায়ে পে চর্চা'য় যোগ দিতে গিয়েছিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ। তিনি এমএমসি টাউনশিপ এলাকায় প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ওই কর্মসূচিতে যোগ দেন। তিনি পৌঁছানোর পরেই তাঁকে লক্ষ্য করে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওঠে 'জয় বাংলা' স্লোগানও। তার পরেই ওই চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূল এবং বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা দিলীপকে ওই জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে 'ভাইপো চোর, পিসি চোর, তৃণমূলের সবাই চোর' স্লোগান দিতে দিতে এলাকা ছাড়তে দেখা যায় দিলীপবাবুকে। এলাকায় আসে পুলিশবাহিনী। দুই দলের ধস্তাধস্তি থামাতে হিমশিম খেতে হয় দুর্গাপুর নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশকে। পুলিশকে ঘিরেও চলে বিক্ষোভ। পরে বিজেপি কর্মীরা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান।

প্রহৃত প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৮ এপ্রিল ঃ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীকে লাঠি-রড দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ মারধরের পর শূন্যে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পা এবং কোমরে গুরুতর আঘাত নিয়ে খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কাউন্সিলরের স্বামী। লোকসভা ভোটের আগে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে খড়্গপুরে। প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর অঞ্জনা সাকরে জানান, সোমবার সকালে সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় তাঁর স্বামীকে মারধর করা হয়। আক্রান্ত যুবকও হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে জানান, বাইকে চেপে ফেরার সময় তাঁকে কয়েকজন রাস্তায় হাত দেখিয়ে দাঁড় করায়। তার পরেই তাকে মারধর শুরু করে। অভিযোগ, পা এবং কোমরে রড, লাঠি দিয়ে মারা হয়। তার পর শূন্যে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। কিন্তু কেন এই হামলা চালানো হল, এর নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক শত্রুতা আছে কি না, তা নিয়ে ধন্দে পুলিশও। এই প্রসঙ্গে শহর তৃণমূলের সভাপতি সূর্যপ্রকাশ রাও বলেন, খবর পাই রঞ্জিতকে মারধর করেছে, শূন্যে গুলি চালিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গেছে। হাসপাতালে দেখতে এসেছিলাম। পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) ধৃতিমান সরকার বলেন, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রচারে পিছিয়ে নেই বাম প্রার্থী দেবরাজ বর্মন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ এপ্রিল ঃ প্রচারে পিছিয়ে নেই জলপাইগুড়ি বাম প্রার্থী দেবরাজ বর্মন। সোমবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কুচলীবাড়ী এলাকায় ভোটের প্রচার প্রার্থী দেবরাজ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী দেবরাজ বর্মনের সমর্থনে সোমবার জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মেখলিগঞ্জ তিনবিঘা সংলগ্ন কুচলিবাড়ী এলাকায় জোর ভোট প্রচার ও মিছিলে বাম কর্মী সমর্থকদের।

বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের আগে প্রচুর পরিমাণে তাজা বোমা উদ্ধার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মল্লারপুর থানার বিশিয়া গ্রামে। সোমবার দুপুরে ওই গ্রাম সংলগ্ন গমের ক্ষেতে বালতি ভর্তি বোমা গুলি দেখতে পান এলাকার কৃষকেরা। তারা খবর দেন পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মল্লারপুর থানার পুলিশ। পুলিশ এলাকাটিকে ব্যারিকেড করে ঘিরে রাখে। খবর দেওয়া হয়েছে সিআইডির বোম্ব স্কোয়াডে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান তিনটি বালতিতে প্রায় ৩০ টি বোমা রয়েছে। তবে কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে বোমাগুলি সেখানে মজুত করে রেখেছিল সেই বিষয়টি তদন্ত করছে মল্লারপুর থানার পুলিশ।

নরেন্দ্র মোদী এসে অক্সিজেন যুগিয়ে গেছেন ঃ জয়ন্ত কুমার রায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়িতে নরেন্দ্র মোদী এসে অক্সিজেন যুগিয়ে গেছেন। সোমবার প্রচারে বেরিয়ে বললেন জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা সংসদ জয়ন্ত কুমার রায়। গত রবিবার ধূপগুড়িতে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম। এর থেকে প্রমাণ বিজেপির হাওয়া কোনদিকে। এদিন প্রার্থী ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ডেঙ্গুয়াঝার বাজার এলাকায় প্রচার সারেন। সাংসদ কে কাছে পেয়ে রাস্তা বানিয়ে জল এবং বিদ্যুতের দাবিতে ক্ষোভ উপরে দেন বাসিন্দারা। ঘটনায় বর্তমান সরকারকে দায়ী করেন বিজেপি প্রার্থী তথা সংসদ জয়ন্তবাবু। এরপর তিনি হুটখোলা জিপে গোশালা মোড় হয়ে ইন্দিরা গান্ধী কলোনি শ্রী শ্রী শ্যামা কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচারে ঝড় তোলেন। এদিন প্রার্থী জয়ন্ত কুমার রায়ের সমর্থনে ভোট প্রচারে বিজেপি নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ এপ্রিল ঃ সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়ের হয়ে প্রচারে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এদিন তিনি শিলিগুড়ি, ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের পিডব্লিউডি মোড় থেকে শুরু করে ওয়ার্ড - এর বিভিন্ন এলাকা জনসংযোগ করেন তিনি। এদিন প্রচারে গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলেন এবং তাদের অসুবিধার কথা জানার চেষ্টা করেন গৌতম দেব। মূলতঃ ৩১নম্বর ওয়ার্ডে বেশ কিছু এলাকায় জলের সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে বলে জানান তিনি। মানুষ ঠিকমতো লক্ষীর ভান্ডার এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন কিনা সেই বিষয়েও জেনে নেন। এদিন প্রচারের মাঝে গৌতম দেব কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন এলাকায় জলের সমস্যা রয়েছে শুধুমাত্র এই এলাকায় নয় শিলিগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলের সমস্যা রয়েছে। যে সমস্ত এলাকায় জলের সমস্যা রয়েছে সেই সমস্ত এলাকায় কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে জলের সংকট মেটানো হচ্ছে। ভোট চলে গেলে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আরও কিছু আনা হবে যার সাহায্যে শহরের মানুষের জলের সমস্যা মেটানো হবে।

মজুরির দাবিতে পথ অবরোধে চা শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ এপ্রিল ঃ ভোটের মুখে মজুরির দাবিতে পথ অবরোধে চা বাগানে শ্রমিকরা। দীর্ঘ দিন ধরে মজুরি পাচ্ছে না এই অভিযোগ তুলে নিউডুয়ার্স ও চুনাভাটি চা বাগানের শ্রমিক দ্বারা জলপাইগুড়ি বানারহাট এলআরপি মোড় (হাই রোড) অবরোধ। ঘটনাস্থলে পুলিশ। শ্রমিকদের দাবি যতক্ষণ না পর্যন্ত জয়েন্ট বিডিও আসছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের অবরোধ চলবে।

CITATION

In the Court of the Ld. District Delegate Civil Judge Jr. Div. at Balurghat, Dakshin Dinajpur

Case No.-
Misc Succession:- 08/2024

Khayrun Bibi & Ors.
..................Petitioners

Whereas the Petitioners No. 1) Khayrun Bibi, W/O - Late Chhahiruddin Mandal, 2) Bellal Mandal, S/O - Late Chhahiruddin Mandal, 3) Jalal Mandal, S/O - Late Chhahiruddin Mandal, 4) Munna Parvin, D/O - Late Chhahiruddin Mandal, All of Vill. - Mahindar (Ajmatpur), P.O. - Ajmatpur, P.S. - Tapan, Dist. - Dakshin Dinajpur, the above name Petitioners on 11-01-2024 filed this court the above Misc Case No. 08/2024 (Succession) and the matter has been fixed for hearing on 03.06.2024 against the below schedule property.

Therefore it is informed through this citation that if any person having any claim or legal-heirs of the deceased Chhahiruddin Mandal, S/O - Late Mosleuddin Mandal, of Vill.- Mahindar (Ajmatpur), P.O. - Ajmatpur, P.S.- Tapan, Dist. Dakshin Dinajpur, or any person having any objection on the prayer of the petitioners should present in this court himself/herself or by an agent or legal-practitioners on the date mentioned above and present his/her objection and should also produce documents if any in support of his/her claim.

Schedule

Name of Debtors: Dakshin Dinajpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Tapan Branch, Description A/C No-112000599719, Amount: Rs. 88,041/-, A/C No-112000290633, Amount: Rs. 2,45,574/-. Total Amount Rs.3,33,615/-. With accrued interest if any thereon till the date.

By order
Sd/-Sujit Dhar Ray
Serestadar
Civil Judge (Junior Divn.)
Balurghat, D/Dinajpur.
Date-02.04.2024

P.W.D. (GOVT. OF W.B.)

Short Notice is invited vide NIQ No.: **02/Q/JED of 2024- 25**, Name of Work:- Temporary El Work Security lights, Power backup arrangement at different Schools at Bhorer Alo PS, New Jalpaiguri PS, Bhaktinagar PS for accommodation of CAPF for Ensuing Parliament Election- 2024 - Phase 6 (according to different job Sl. no. as per Annexure). The last date for submission of tender 09-04- 2024 at 04:00 PM. All details can be seen from the website **http://www.pwdwb.in** or office of the undersigned during office hours.

Sd/- S. THAKUR
EE/JED/JALPAIGURI

১) রহিমা বিবি
২) মরিয়ম মণ্ডল
৩) পারভিন মণ্ডল
৪) সাফিয়া মণ্ডল
১ নং দাতার স্বামী ও ২ নং থেকে ৪ নং দাতার পিতা। মরহম মোসলেম মণ্ডল। আমাদের সম্পত্তি তিনটি মৌজায়ে অবস্থিত।
১) মকরমপুর জে .এল- ৯৭
২) লায়েকবাজার জে .এল- ১২৩
৩) ঘোসকদমপুর জে .এল- ৯৫ এই তিনটি মৌজা।
উল্লেখিত সম্পত্তি বোলপুর সাব রেজিস্টার অফিসে C.D. volume no.1 রেজিস্ট্রি করিয়া, প্রণায়েতুর মণ্ডল
পিতা- মোসলেম মণ্ডল
ঠিকানা- লায়েকবাজার
পোস্ট- বোলপুর
জেলা- বীরভূম। এনাকে আমোক্তারনাম আমরা দিয়েছি।

রেলওয়ে হাইস্কুলের সংস্কার ও উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৩৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ০৩-০৪-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ ০৯-এপি-II-২০২৪। কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার জংশনে- এসএসই/ডব্লিউ/।/ আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে কনফারেন্স হলের ছিদ্র ছাদের সিলিং সহ রেলওয়ে হাইস্কুলের (ছেলে+মেয়ে) সংস্কার ও উন্নয়ন এবং ড্রামা স্টেজের সামনে শেডের সম্প্রসারণ সহ পাইপ লাইনের হোয়াইট ওয়াশিং, পেইন্টিং ও সংস্কার। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৫,৮৩,৫৩৭.১০ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৩১,৭০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০১-০৫-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ০১-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড - লিকুইডেশন

নিলামের পাবলিক নোটিশ

নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে নোটিশ দেওয়া হল যে **গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড**-এর মালিকানাধীন নিম্নোল্লিখিত সম্পদ এবং আইটেমগুলি - লিকুইডেশনে (''জিএনসিএল''), ''ই নিলামের মাধ্যমে'' নিচে উল্লেখিত শর্তাবলীর অধীনে বিক্রি করা হচ্ছে। বিক্রয় কোন ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়া হয়

১. নিলামের তারিখ এবং সময়	শুক্রবার, ১০ মে, ২০২৪, সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত। প্রতিটি নিলামের ''৫ মিনিট'' সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৫ মিনিট বাড়ানো হবে যদি নিলাম বন্ধ হওয়ার শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে একটি বিড করা হয়।
২. বিক্রয়ের জন্য সম্পদ / আইটেম	ব্লক এ . ১,৬৮,০০৩.০০ বর্গ মিটার জমি (এতে কাঠামো সহ) প্লট নং ৫৮৭ থেকে ৫৯১ এবং ৫৯৪ থেকে ৫৯৮, KIADB ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, বেলুড়, ধারওয়াড়- ৫৮০০১১, কর্ণাটক। ব্লক বিঃ তালিকাবিহীন ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ (বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে প্রসেস মেমোরেন্ডাম দেখুন)
৩. সংরক্ষিত মূল্য	ব্লক এ. আইএনআর ৪৫,৭১,১০,০০০ /- (পঁয়তাল্লিশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) ব্লক বি. আইএনআর ২,৩৭,৯৭,৫৭৮ /- (দুই কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত আট আট টাকা মাত্র)
৪. বায়না অর্থ জমা	ব্লক এ. আইএনআর ৪,৫০,০০,০০০ /- (চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাত্র) ব্লক বি. আইএনআর ২৩,০০,০০০ /- (মাত্র তেইশ লাখ টাকা)
৫. নিলামে অংশগ্রহণ	সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের অবশ্যই www.gujaratnrecoke.com ওয়েবসাইটে হোস্ট করা প্রাসঙ্গিক এবং প্রযোজ্য নিয়ম ও শর্তাবলী বা প্রক্রিয়া স্মারকলিপি (যেমনটি হতে পারে) মেনে চলতে হবে।
৬. যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২৫, ২০২৪
৭.যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	সোমবার, এপ্রিল ২৯, ২০২৪
৮. ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	মঙ্গলবার, ০৭ মে, ২০২৪ সন্ধ্যা ০৭.০০ বা তার আগে

সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে আন্ডারসিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। liquidator.gnclgmail.com/ liquidator.gncldecoderesolvency.com এ লিখে

সুমিত বিনানী লিকুইডেটর
sumit_binani@hotmail.com
তারিখ ঃ এপ্রিল ০৯, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা
IBBI রেজিস্ট্রেশন নম্বর : IBBI/IPA-001/IP-N00005/2016-17/10025

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

বৈকাল হ্রদের নিচে ভিন্ন ধরনের এক আগ্নেয় গিরির খোঁজ মিলেছে যেখানে লাভা নয়, কাদা

আগ্নেয়গিরির কথা উঠলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে গরম লাভার ছবি। এবার জলের নিচে ভিন্ন ধরনের এক আগ্নেয়গিরির খোঁজ মিলেছে যেখানে লাভা নয়, কাদা বের হয়। রাশিয়ার সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় অবস্থিত বিখ্যাত বৈকাল হ্রদের নিচে এই আগ্নেয়গিরির খোঁজ মিলেছে। বৈকাল হ্রদের গোরিয়া চিনস্কায়া উপসাগরের ৩৭২ ফুট বা ১১৩ মিটার গভীরে রয়েছে আগ্নেয়গিরিটি। বৈকাল হ্রদের নিচে আগ্নেয় গিরিটির সন্ধান পেয়েছে একটি রোবট। হ্রদের উত্তর-পশ্চিম তীরে মালায়া কোসা উপসাগর ও গোরিয়াচিনস্কায়া উপসাগরের ১০০ থেকে ১৬৫ মিটার গভীরে কাদা অগ্ন্যুৎপাতের কারণে তৈরি হওয়া

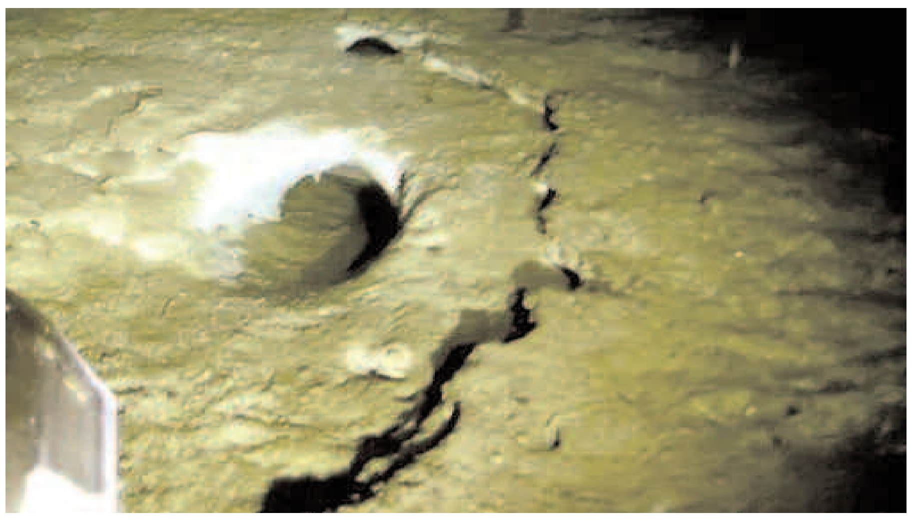

ফাটলও আবিষ্কার করেছে গভীর জলেতে কাজ করতে সক্ষম রোবটটি। ফাটলটিকে সেভেরো বাইকালস্ক বা উত্তর বৈকাল ফল্ট নামে অভিহিত করা হচ্ছে। গবেষকদের মতে, হ্রদের তলদেশে সাম্প্রতিক অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ফাটলটি বেশ সক্রিয় রয়েছে বলে ইঙ্গিত দিচ্ছে। কাদার অগ্ন্যুৎপাতের বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র ডকলাডি আর্থ সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

আগ্নেয় গিরিটির গভীরে কাদা ও গ্যাস বিস্ফোরণের ঘটনাও শনাক্ত করেছে রোবটটি। এ বিষয়ে রাশিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেসের গবেষক ওকসানা লুনিনা বলেন, ফাটলটি সক্রিয় আছে। উত্তর বৈকাল এলাকায় নিম্নচাপে এই ফাটল তৈরি হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, অতীতে কোনো শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছিল এই এলাকায়। বৈকাল হ্রদের নিচে থাকা আগ্নেয়গিরিতে কাদার সঙ্গে গ্যাসেরও সন্ধান মিলেছে।

মহাবিশ্বের নতুন ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরি করেছেন একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী

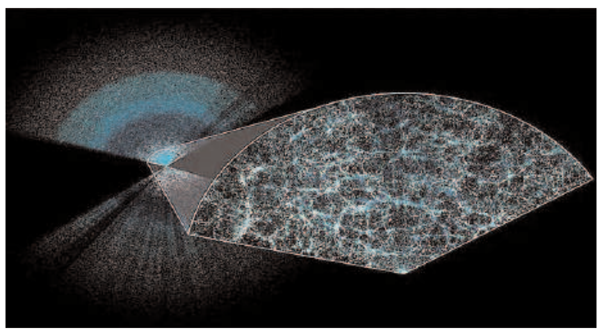

মহাবিশ্বের নতুন ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরি করেছেন একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী। মানচিত্রটিতে আগের তুলনায় তিন গুণ অর্থাৎ ৬০ লাখের বেশি ছায়াপথের তথ্য যুক্ত করা হয়েছে। মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় ত্রিমাত্রিক এ মানচিত্রের মাধ্যমে অতীতে বিভিন্ন সময়ে মহাবিশ্ব কত দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে, তা পরিমাপ করা যাবে। তবে মানচিত্রটিতে থাকা ডার্ক এনার্জি ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একদল গবেষক। বিশাল মানচিত্রটি যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় ডার্ক এনার্জি স্পেকট্রোস্কোপিক ইনস্ট্রুমেন্টের (ডিইএসআই) সংগ্রহ করা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো বেশি দূরত্ব পরিমাপ করে তৈরি করা হয়েছে মানচিত্রটি। ফলে অভূতপূর্ব উপায়ে নির্ভুলভাবে অতীতে বিভিন্ন সময়ে মহাবিশ্ব কত দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে, তা পরিমাপ করা যাবে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পোর্টসমাউথের বিজ্ঞানী সেশাদ্রি নাদাথুর বলেন, 'নতুন মানচিত্র থেকে আমরা কিছু ইঙ্গিত পাচ্ছি।

ডার্ক এনার্জি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে।' যুক্তরাজ্যের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী কার্লোস ফ্র্যাঙ্ক বলেন, ডার্ক এনার্জি যদি প্রকৃতপক্ষে ধ্রুবক বা স্থির থাকত, তবে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ সহজে বোঝা যেত। তখন মহাবিশ্ব চিরকালের জন্য প্রসারিত হতো। যদিও মানচিত্রের বিভিন্ন তথ্য ভিন্ন ইঙ্গিত দিচ্ছে। নতুন ইঙ্গিত থেকে জানা যাচ্ছে, কোনো একসময় মহাবিশ্বে বিগ ব্যাংয়ের মতো বিগ ক্র্যাঞ্চ বা বড় সংকোচনের মতো ঘটনা ঘটবে।

সূত্রঃ দ্য গার্ডিয়ান

ছাত্রদের থেকে জৈবিক কীটনাশক তৈরি শিখলেন দারন্দা গ্রামের কৃষকরা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ এপ্রিল ঃ বীরভূম জেলার ইলামবাজার ব্লকের দারন্দা গ্রামের স্থানীয় কৃষকদের কাছে জৈবিক কৃষি পদ্ধতির গুরুত্ব ছড়িয়ে দিল এমএস স্বামীনাথন কৃষি বিদ্যালয়ের ছয়জন উদ্যমী ছাত্র। অয়ন কুমার কর, সায়ক ঘোড়াই, কৃষানু মণ্ডল, অর্পণ সামন্ত, পঙ্কজ মাইতি এবং তন্ময় দোলাই গ্রামের কৃষকদের জীবামৃত, বিজামৃত, নিমাস্ত্র, জৈবিক কীটনাশক, হাতে কলমে তৈরি করা সেখান। ছাত্রদের এই উদ্যোগ এবং জৈবিক কৃষি পদ্ধতির উপকারিতা জানতে পেরে খুবই খুশি হয়েছেন স্থানীয় কৃষকরা। তারা জানিয়েছেন, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে এই পদ্ধতি গ্রহণে কৃষিকাজে লাভের পাশাপাশি পরিবেশও রক্ষা হবে। দোকান থেকে মুঠো মুঠো সার বিষ না কিনে জৈবিক উপায়ে কিভাবে কৃষিতে ভালো ফলন নিয়ে আসা যায় তারও আলোচনা হয়। ছাত্র-কৃষক মেলবন্ধনের ফলে অঞ্চলে কৃষি প্রযুক্তি পদ্ধতি আরও ব্যাপক হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নদীয়ায় প্রতিবেশীদের মারে মৃত্যু হলো সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন ভিক্ষুকের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ এপ্রিল ঃ ফের একবার অমানবিকতার ঘটনার সাক্ষী থাকলো গোটা নদীয়া।সচরাচোর আমরা এটাই জানি এলাকায় প্রতিবেশী থাকে একে অপরের সুখ- দুঃখের সাথি হতে।কিন্তু এই প্রতিবেশীরাই যে কখন কারো মৃত্যুর কারোন হয়ে দাড়াবে কেউ কি ভাবতে পারে!!কিন্তু নদীয়য় ঘটে গেলো এমবই এক অমানবিক ঘটনা! প্রতিবেশীদের মারেই মৃত্যু হলো নদীয়ার এক ভিক্ষুকের। গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মৃতার স্বামীর।আর যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।এমনই মর্মান্তিক ও চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার রানাঘাট থানার পায়রাডাঙ্গা এলাকায়।

সূত্রের খবর, রানাঘাট থানার পায়রাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা অঞ্জলি কর্মকার আর তার স্বামী দুজনের সংসার, স্থানীয় সুত্রে জানা যায় এই কর্মকার দম্পতি দুজনেই জীবন গুজরান করতে ভিক্ষাবিত্তি করে, পাশাপাশি স্থানীয় দের দাবী এরা দুজনেই সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলো। সূত্রের খবর, এই কর্মকার দম্পতিকে রবিবার রাতে ব্যাপক মারধর করে তাদেরই প্রতিবেশী কয়েকজন। অভিযোগ, পরে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই দম্পতিকে রানাঘাট হাসপাতালে নিয়েগেলে চিকিৎসক অঞ্জলি কর্মকার নামের মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় গুরুতর আহত ওই মহিলার স্বামী সুবল কর্মকার। বর্তমানে রানাঘাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় দের একাংশের দাবী প্রথমে সামান্য ঝামেলা নিয়ে বিবাদ তৈরি হয়, তারপর তা মারামারিতে পরিণত হয়, সেখানেই আচমকাই মারাত্মক আঘাত লাগে অঞ্জলি কর্মকারের।আর সোমবার সকালে আহত সুবল কর্মকারকে হাসপাতালে দেখতে যান রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। আর সেখানেই তিনি দাবি করেন, আক্রান্ত সুবল কর্মকার বিজেপি কর্মী।পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন।তিনি বলেন এরা ভিক্ষাবৃত্তি করে সংসার চালান, আর একটু মানসিক ভারসাম্যহীন।জয় শ্রীরাম বলাতে তার ওপর এই ধরনের দুস্কৃতী হামলা। পূর্বপরিকল্পিতভাবে তার স্ত্রীকে মেরে ফেলা হয়েছে। তিনি আরও দাবী করেন যারা এই নির্মম অত্যাচার চালালো প্রত্যেকেই তৃণমূলের আশ্রিত দুস্কৃতি। অভিযুক্ত দের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, পুলিশ প্রশাসন যদি অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তি না দেয় তাহলে বৃহত্তম আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জগন্নাথ সরকার। জগন্নাথ সরকারের তোলা সব অভিযোগ উড়িয়ে দেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।স্থানীয় তৃণমূল নেতা দীপক বসু বলেন, ওই পরিবার বিজেপির সাথে যুক্ত নয়, ভোটের আগে জগন্নাথ সরকার সস্তার রাজনীতি করছে। আর সোমবার বিকেলে প্রথমে আহত ব্যাক্তির সাথে হাসপাতালে দেখা করতে জান রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী ডা মুকুট মনি অধিকারী, ও পরে স্থানীয় নেতৃত্ব দের সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান, সেখানে গিয়ে কথা বলপন স্থানীয় দের সাথে। সেখান থেকে তিনি জানান ওই পরিবারের স্বামী স্ত্রী দুজনেই মানসিক ভারসাম্যহীন,এটা সত্যি, কিন্তু জয় শ্রী রাম স্লোগান নিয়ে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। জগন্নাথ সরকার সুযোগ পেয়ে নোংরা রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। উনি সব সময়েই এটাই করেন, আমি আহত ব্যাক্তির সাথে কথা বলেছি, আর পুলিশও ঘটনায় জরিতদের গ্রেপ্তার করেছে। যদিও পুলিশ সুত্রে জানা যায় ঘটনার তদন্ত শুরু করে ইতিমধ্যেই ওই ঘটনায় যুক্ত তিন জনকে গ্রেফতার করেছে রানাঘাট পুলিশ।পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রানাঘাট থানার পুলিশ। কিন্তু মানসিক ভারসাম্যহীন ভিক্ষুক পরিবারের সাথে প্রতিবেশীদের কি এমন বিবাদ হলো, যার জন্য প্রান দিতে হলো মানসিক ভারসাম্যহীন অঞ্জলি কর্মকারকে! মানবিক, মানবতা কি তাহলে শুধুই কথার কথা? এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শনে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিলঃ এদিন সোমবার সকালে শিলিগুড়ির প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শন করলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল। এদিন সকালে তিনি বেশ কিছু প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শন করেন। সাথে ছিলেন শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলিপ কুমার রায়। এদিন সকালে তাঁরা প্রথমে শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। পরবর্তী নেতাজী বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয়েও পরিদর্শনে যান। শ্রেণিকক্ষে গিয়ে ছাত্রদের সাথে কথা বলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি। মূলত ছাত্ররা ঠিক মতো করে পড়াশোনা করছে কিনা, এছাড়া স্কুলগুলির পরিকাঠামো ঠিকঠাক আছে রয়েছে কিনা, কি কি অসুবিধা আছে। এইসব যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতমবাবু। তিনি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে জানান, স্কুলে ছাত্র সংখ্যা অনেক রয়েছে মোটামুটি সব ঠিকঠাকই আছে, দুই একটি বিষয়ে সামান্য কিছু ত্রুটি আছে সেগুলো ঠিক করবার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সোমবার সারাদিন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করেন তিনি বলে জানা গেছে।

কালী মন্দিরে পূজো দিয়ে প্রচারে গোপাল লামা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিলঃ শিলিগুড়ি ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচার সারলেন গোপাল লামা। এদিন সকালে তিনি শিলিগুড়ি ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচার সারেন। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। প্রথমে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কালি বাড়িতে পুজো দেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী গোপাল লামা ও দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। তাঁরা মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি ও দোকানে গিয়ে নির্বাচনী প্রচার সারেন। তাদের সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ববৃন্দ।

শার্প ভারতে তার ফোকাস পুনর্নবীকরণ করতে সুজাই করমপুরীকে চেয়ারম্যান ইন্ডিয়া নিযুক্ত করেছে

দুরন্ত বার্তা, ৮ এপ্রিলঃ শার্প তার ইন্ডিয়া বিজনেসের চেয়ারম্যান হিসাবে সুজাই করমপুরীকে নিয়োগের ঘোষণা করেছে, ১লা মার্চ, ২০২৪ থেকে কার্যকর। সুজাই করমপুরী ডিসপ্লে ব্যবসার নেতৃত্ব করবেন এবং ভারতে শার্প ব্র্যান্ডের উপস্থিতি বাড়াবেন ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে শার্পের অত্যাধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস, কম্পোনেন্টস এবং সলিউশনগুলির উত্পাদন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্ব আনবেন। ইলেকট্রনিক্স ও সেমিকন্ডাক্টর, ব্রডব্যান্ড এবং ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনস জুড়ে স্ট্র্যাটেজিক বিসনেস এবং টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টে একটি প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড সহ শ্রী করমপুরী, ভারতের ডিসপ্লে সেক্টরে শার্পের সম্প্রসারণে নেতৃত্ব করবেন এবং এর কনসিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ডকে উন্নত করবেন। তিনি উত্পাদন, প্রযুক্তি স্থানান্তর, এবং স্মার্টফোনের উপাদান, ক্যামেরা

মডিউল, টিভি প্যানেল, নির্ভুল ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনস, সেন্সর এবং সেমিকন্ডাক্টরগুলির বিকাশে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে অগ্রাধিকার দেবেন।. ইলেকট্রনিক্স এবং সেমিকন্ডাক্টরের ডিরেক্টর, টি-ওয়ার্কসের সিইও এবং তেলেঙ্গানা ফাইবার গ্রিড কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে ভূমিকার সাথে তেলেঙ্গানা রাজ্য সরকারের মধ্যে নেতৃত্বের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা সহ, শ্রী করমপুরীর নিয়োগ স্ট্রাটেজিক কোঅপারেশন, উদ্ভাবন এবং বৃদ্ধির জন্য ভারতে শার্পের একটি নতুন যুগের সূচনা করে। ভারতে শার্পের চেয়ারম্যান হিসাবে মিস্টার করমপুরীর নিয়োগের প্রতিক্রিয়ায়, শার্পের সিইও, রবার্ট উ বলেছেন, মিস্টার করমপুরীর নিয়োগের সাথে সাথে, আমরা আমাদের প্রিমিয়ার কন্সিউমারদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত বাজার হিসাবে ভারতের প্রতি আমাদের উত্সর্গকে পুনরায় নিশ্চিত করছি। আমরা ভারতে আমাদের মূল প্রযুক্তিগুলি উত্পাদন এবং স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ওসামু নারিতা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, শার্প বিজনেস সিস্টেমস (ইন্ডিয়া) বলেছেন, শার্প ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হিসেবে মিস্টার করমপুরীকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত। তার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতি ভারতীয় বাজারে গ্রাহকদের কাছে যুগান্তকারী সমাধান প্রদানের জন্য শার্পের মিশনকে পুরোপুরি পরিপূরক করে। শার্প কর্পোরেশন আত্মবিশ্বাসী যে মিস্টার করমপুরীর নির্দেশনায়, আমাদের ইন্ডিয়া বিজনিসে উন্নতি হবে, ভারতের বিকশিত ব্যবসা এবং প্রযুক্তির ল্যান্ডস্কেপে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসাবে আমাদের অবস্থানকে দৃঢ় করবে।

Name Change

I VIJAY KUMAR PRASAD, SON OF RAM PRASAD SHAW, RESIDING AT RAILPAR K T ROAD, CHARBI MOHALLA, ASANSOL, PASCHIM BARDHAMAN-713302,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJAY KUMAR PRASAD VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT 08/04/2024. THAT VIJAY KUMAR PRASAD AND BIJAY KUMAR PRASAD BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MAFUZA BIBI, W/O SK AMIR HOSSAIN, R/O NARAYANPUR DAKSHIN PARA, PO R GOPALPUR, PS NARAYANPUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAFUZA BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/04/2024, THAT MAFUZA BEGUM AND MAFUZA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি মমতা অধিকারী (Mamata Adhikari) (old name) স্বামী তাপস অধিকারী ঠিকানা ৪৮১, নন্দপল্লী, এ-ব্লক, পোস্টঅফিস- নৈহাটী, উত্তর ২৪ পরগনা- ৭৪৩১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা Affidavit দ্বারা মমতা অধিকারী (Mamata Adhikary) (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 31/24 dated 05/04/2024। মমতা অধিকারী (Mamata Adhikari)(old name) এবং মমতা অধিকারী (Mamata Adhikary) (new name) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Kavita Pradhan (পুরাতন নাম) পিতা Chandra Kumar Tamang, স্বামী Govind Pradhan ঠিকানা at Kutchery Road, Darjeeling, Sadar, Darjeeling-734101 নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ Dated 08-04-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kabita Tamang Pradhan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kabita Tamang Pradhan (নতুন নাম) ও Kavita Pradhan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি

Name Change

I VIVEKANANDA MUKHERJEE, S/O RADHIKA PRASANNA MUKHERJEE, R/O WARD 0006, CHATTERJEE PARA, PS GOBARDANGA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743252, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIBEKANANDA MUKHOPADHYAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/04/2024, THAT BIBEKANANDA MUKHOPADHYAY AND VIVEKANANDA MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি Sk Abdul Azim (পুরাতন নাম) পিতা Sk Abdul Halim ঠিকানা at 55, Abinash Banerjee Lane, Shibpur, P.S.- Chatterjeehat, Howrah-711104 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 08-04-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Seikh Abdul Azim (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Seikh Abdul Azim (নতুন নাম) ও Sk Abdul Azim (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I VIJAY KUMAR PRASAD, SON OF RAM PRASAD SHAW, RESIDING AT RAILPAR K T ROAD, CHABRI MOHALLA, ASANSOL, PASCHIM BARDHAMAN-713302,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJAY KUMAR PRASAD VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT 08/04/2024. THAT VIJAY KUMAR PRASAD AND BIJAY KUMAR PRASAD BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I JIT SARKAR, S/O BIJESH SARKAR, R/O 1/131, JATINDAS NAGAR, KAMARHATI, PS BELGHARIA, BARRACKPORE -700056, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JEET SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/04/2024, THAT JIT SARKAR AND JEET SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি হায়দার আলী (old name) পিতা মহঃ হানিফ ঠিকানা 658, জে এন বোস রোড, আজাদ নগর, পোস্ট অফিস, সুভাষগ্রাম, থানা, সোনারপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা - 700147, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা Affidavit দ্বারা গোলাম হায়দার (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 01/24 dated 05/04/2024। হায়দার আলী (old name) এবং গোলাম হায়দার (new name) একই ব্যক্তি।

Name Change

I CHANCHALL BHATTACHARJEE,S/O-LATE PARIMAL BHATTACHARJEE, R/O-VILL RECKJOANI, P.O & P.S- RAJARHAT, DIST- NORTH 24 PARGANAS, KOLKATA-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANCHAL BHATTACHARJEE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 06/01/2024, THAT CHANCHALL BHATTACHARJEE AND CHANCHAL BHATTACHARJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK ALTAMASH, S/O- SK ASLAM, R/O- 11/2, PADMAPUKUR EAST LANE, P.S-KHIDDIRPORE, P.S-WATGUNGE,KOLKATA-700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ALTAMAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/04/2024, THAT SK ALTAMASH AND SK ALTAMAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sabana Saddama W/o Md Mahmudal Haque R/o 1M/1B, Motijhil Lane, 2nd Floor, P.O.- Tangra, P.S.- Entally, Pin-700015 shall henceforth be known as Shabana Saddama. I declare that Shabana Saddama and Sabana Saddama is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 08-04- 2024.

Name Change

I RAHUL KARMOKAR S/O- ASHIM PARESH KARMOKAR, R/O- 3RD-FR, FL-3B,UNIMARK SIKHA TUKU,174/8,N.S.C BOSE ROAD, P.O-REGENT PARK ,P.S-NETAJI NAGAR, KOLKATA-700047, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAHUL ASHIM KARMOKAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/04/2024, THAT RAHUL KARMOKAR AND RAHUL ASHIM KARMOKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK MONOJ ALI, S/O LATE SEKH IDRISH ALI, R/O VILL HURIA, PO HURIA, PS KHANDOGHOSH, DIST PURBA BARDHAMAN, PIN-713424, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOJ ALI SEKH , VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/04/2024, THAT MANOJ ALI SEKH AND SK MONOJ ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sarmistha Mukherjee D/o. Late Ananda Banerjee R/o 79/2, Satyen Roy Road, P.O. + P.S.- Behala, Dist.- Kolkata, Pin-700034 that me deceased father who previously known as Late Ananda Sankar Banerjee shall henceforth be known as Late Ananda Banerjee. I declare that my deceased father Late Ananda Banerjee and Late Ananda Sankar Banerjee is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 08-04-2024.

Name Change

I SAKHAYAT HUSSAIN MOLLA, S/O SAKIYA KAUSER ALI MOLLA, R/O T-120, MURRY ROAD, PO BARTALA, PS RAJABAGAN, PIN-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKHAWAT HOSSAIN MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/04/2024, THAT SAKHAYAT HUSSAIN MOLLA AND SAKHAWAT HOSSAIN MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I Uttam Kumar Ojha, Son of Nirmal Ojha, Residing at Prafulla para Colony, Tegharipara field, Ward no 24, PO-Nabadwip, Nadia-741302,West Bengal. Shall henceforth be known as Uttam Ojha vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 08/04/2024.That Uttam Kumar Ojha and Uttam Ojha both are the same and one identical person.

Name Change

I, Solaman Khan S/o Rabani Khan R/o Mukundapur, P.O.- Sagareswar, P.S.- Ramnagar, Dist.- Purba Medinipur, Pin-721446, shall henceforth be known as Soleman Khan. I declare that Soleman Khan and Solaman Khan is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 08-04-2024.

Name Change

I DEBALINA DE SAHA, W/O NARESH SAHA, R/O 2G1, NEW TOWN ACTION AREA-II, TATA EDEN COURT, TOWER -A, FLAT -10D, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700156, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBALINA DE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024, THAT DEBALINA DE AND DEBALINA DE SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Bikash Sah (old name) S/O Rajendra Saha, Presently residing at Vill- Sardarati, P.O.- Basirhat, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Parganas, Pin- 743411, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bikash Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/04/2024. Bikash Saha (new name) and Bikash Sah (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sabina Bibi (Old Name) D/o Zillar Rohoman Halder W/o Habibullah Halder Residing at Kachua, VTC+PO- Kalikapota, Sub Dist – Magrahat- I, W.B.- 743355, India shall henceforth be known as Sabina Begam Halder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 08/04/2024. Sabina Bibi (Old Name) and Sabina Begam Halder (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I PHICK DKHAR, S/O- LAKHON RYNGKHLEM, R/O- WAPUNG SHNONG EAST JAIN HILLS PIN-793160, MEGHALAY. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PHIK DKHAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024, THAT PHICK DKHAR AND PHIK DKHAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, P Bhadra (old name) S/O Purnendu Bhusan Bhadra, Presently residing at 3NO Mallick Bagan, Panihati, North 24 Parganas, Pin-700109, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Pranabendu Bhadra (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/04/2024. Pranabendu Bhadra (new name) and P Bhadra (old name) both are same identical person.

Name Change

I, AARTI SALOTRA (old name) wife of Jasprit Singh Sohal presently residing at 85, Diamond Harbour Road, P.S- New Alipore, Kolkata-700038, West Bengal, shall henceforth be known as AARTI SOHAL (new name) as declared before the Notary Public Kolkata Alipore Court, vide Affidavit Sl No. 07/24 dated 29/01/2024. That AARTI SALOTRA (old name) and AARTI SOHAL (new name) both are same and identical person.

Name Change

I YONIKA BIAM, S/O- RAM KYNDAIT, R/O- MIHMYNTDU LUMPYRDI WEST JAINTIA HILLS DISTRICT JOWAI PIN-793150, MEGHALAY, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YOOPHI BIAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024, THAT YONIKA BIAM AND YOOPHI BIAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Rajendra Sah (old name) S/O Ramcharan Saha, Presently residing at Vill-Sardarati, P.O.- Basirhat, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Parganas, Pin-743411, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rajendra Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/04/2024. Rajendra Saha (new name) and Rajendra Sah (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Abdul Jalil S/o. Jan Mohammad R/o. 93, Dr. Lalmohan, P.O. + P.S.- Entally, Bhattacharya Road, Dist.- Kolkata, Pin-700014 shall henceforth be known as Md Abdul Jalil. I declare that Md Abdul Jalil and Abdul Jalil is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 08-04-2024.

Name Change

I PROKASH BISWAS, S/O RAMPADA BISWAS, R/O VILL TENGRA, PO SUNDARPUR, PS BONGAON, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743251, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAKASH BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/04/2024, THAT PROKASH BISWAS AND PRAKASH BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Prosanta Dey (old name) S/O Shripati Dey, Presently residing at Vill-Choto Jirakpur, P.O.- Basirhat R.S, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Parganas, Pin- 743412, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Prashanta Kumar Dey (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/04/2024. Prashanta Kumar Dey (new name) and Prosanta Dey (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Pranay Kumar S/o. Sita Ram Sah R/o. 15/791, Champasari Main Road, Debidanga Bazar, P.O. Champasari Anchal, P.S.- Pradhan Nagar, Dist.- Darjeeling, Pin-734003 shall henceforth be known as Pranay Kumar Sah. I declare that Pranay Kumar Sah and Pranay Kumar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Ld. Notary Public, Siliguri on 05-04-2024.

Name Change

I SK MONOJ ALI, S/O LATE SEKH IDRISH ALI, R/O VILL HURIA, PO HURIA, PS KHANDO GHOSH, DIST PURBA BARDHAMAN, PIN-713424, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOJ ALI SEKH , VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/04/2024, THAT MANOJ ALI SEKH AND SK MONOJ ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sushila Sah (old name) W/O Rajendra Saha, Presently residing at Vill- Sardarati, P.O.- Basirhat, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Parganas, Pin- 743411, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sushila Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/04/2024. Sushila Saha (new name) and Sushila Sah (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Reena Devi Ray W/o. Dilip Kumar Ray R/o. 358, Near Hotel Deep, Raydanga, Durgapur, 713201, Dist.- Paschim Bardhaman West Bengal shall henceforth be known as Reena Devi. I declare that Reena Devi and Reena Devi Ray is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-04-2024.

Name Change

I RAJENDRA BIDASARIA, S/O RAMLAL BIDASARIA, R/O EC 124, SALT LAKE CITY, SECTOR -1, NEAR CITY CENTRE -1, BIDHANNAGAR -700064, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJENDRA KUMAR BIDASARIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/04/2024, THAT RAJENDRA KUMAR BIDASARIA AND RAJENDRA BIDASARIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি চৈতন্য কুমার পাল (Chaitanya Kumar Pal)(old name) পিতা স্বর্গীয় কালিপদ পাল ঠিকানা ১৬, দুর্গা প্রসাদ ভট্টাচার্জি রোড, পোস্ট অফিস রবীন্দ্রনগর, থানা দমদম, ব্যারাকপুর, কলকাতা ৭০০০৬৫, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক শিয়ালদহ কোর্টের দ্বারা চৈতন্য কুমার পাল (Chaitanya Kumar Paul) (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit Sl No. 17 dated 04/04/2024। চৈতন্য কুমার পাল (Chaitanya Kumar Pal) (old name) এবং চৈতন্য কুমার পাল (Chaitanya Kumar Paul) (new name) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, NILKAMAL BISWAS residing at Tamaghata Kamalnagar Majida, P.S.- Purbasthali, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713512 WB, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name NILKAMAL BISWAS instead of NILU BISWAS which is wrongly recorded in my daughter's Birth Certificate(Reg. No. 2340, Dt. 17.05.2012), vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kalna Court on 07/03/2024. NILKAMAL BISWAS and NILU BISWAS both are same and one identical person.

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারীরা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ এপ্রিল ঃ দিন তিনেক আগেই বিধ্বংসী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জামালপুর ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। তাদের

ক্ষয়ক্ষতির পরিমান দেখতে এবং পাশের থাকার বার্তা নিয়ে সোমবার ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শনে গেলেন জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারীগন। এদিন জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খান, জেলা পরিষদের সদস্য শোভা দে সহ অন্যান্যরা ঘুরে দেখেন গ্রামগুলি, কথা বলেন ক্ষতিগ্রস্ত পরুবারের মানুষজনদের সঙ্গে। হরিদোল, সাতঘড়ি, মুইদীপুর সহ বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে অসহায় মানুষগুলো ও তাদের পরিবারের সাথে দেখা করেন তারা। পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি ভুতনাথ মালিক ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, আকস্মিক ঝড়ে জামালপুর ব্লকের অনেক মানুষেরই ঘরের চাল উড়ে গেছে। অনেকেরই বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তারা চাক্ষুস সবকিছু খতিয়ে দেখে ব্লক অফিস ও স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে জানাবেন। এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে যতটুকু সাহায্য করার তারা করবেন। তারা সবসময়ই তাদের পাশে আছেন বলে বার্তা দিয়েছেন তারা।

ঘাসফুল শিবিরকে সমর্থন, দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল ঃ বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে এবার তৃণমূলের প্রতিশ্রুতিতে ভর করে আসন্ন লোকসভায় ঘাসফুল শিবিরকে সমর্থন জানাতে চলেছে দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। তবে তৃণমূল নির্বাচনী ইস্তেহারে যদি তাদের কথা তুলে না ধরা হয় সেক্ষেত্রে নোটায় ভোট পড়বে রাজবংশী জনজাতির। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন গ্রেটারের নেতৃত্বরা। ১৯-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে ছিল দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। তবে প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার অভিযোগ তুলে এবার তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে চলেছে সংগঠন। সদস্যদের কথায়, রাজ্যের তরফে প্রতিশ্রুতি মিলেছে। ১২ তারিখ স্পষ্ট হবে নির্বাচনী ইস্তেহারে। তবে যদি তৃণমূলের তরফেও প্রতারণা হয় সেক্ষেত্রে নোটায় ভরসা রাখবে রাজবংশী সম্প্রদায়, মন্তব্য সংগঠনের মুখপাত্র নিপক কুমার বর্মণের।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু এক পরিযায়ী শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ এপ্রিল ঃ ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল পুরাতন মালদা থানা এলাকার এক পরিযায়ী শ্রমিকের। পরিবারের একমাত্র রোজগারের মৃত্যুতে শোকের ছায়া পরিবার বর্গে। মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছানোর অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন সকলে। জানা গেছে, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম মোহাব্বত শেখ (৩০), বাড়ি পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের কংসতলা এলাকায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন মৃত মোহাব্বত শেখ। মৃতদেহ বাড়িতে কিভাবে পৌঁছাবে দুশ্চিন্তায় পরিবারের সদস্যরা। সরকারি সাহায্যের দাবি তুলেছেন অসহায় পরিবারটি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বাড়িতে অভাব অনটনের জন্য পেটের তাগিদে, বিগত ৮ মাস আগে ভিন রাজ্য কেরলে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে যান। গত শনিবার রাতে রেল লাইন পারাপার করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছানো মাত্রই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার রয়েছে বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে। কিভাবে সংসারের অর্থাভাব মেটাবেন এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় হতাশগ্রস্ত পরিবারের সকলে। পাশাপাশি এই বিষয়ে পুরাতন মালদা ব্লকের ভিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি জানান, পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি শুনেছি। আমরা এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করছি এবং অসহায় ওই পরিবারটি পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

নির্দেশানুসারে, জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ফ্লাইং স্কাউডের সূচনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ এপ্রিল ঃ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশানুসারে নির্বাচনী অভিযোগ দ্রুত খতিয়ে দেখতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ফ্লাইং স্কাউডের সূচনা। সোমবার দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে সবুজ পতাকা উড়িয়ে ফ্লাইং স্কাউড গাড়িগুলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, অতিরিক্ত জেলাশাসক পীযুষ সালুঙ্খে সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। জেলাশাসক জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নির্বাচনী বিভিন্ন অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এদিন ফ্লাইং স্কাউডের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। জেলার বিভিন্ন ব্লকে ১৭ টি গাড়ি ঘুরবে এবং বিভিন্ন অভিযোগ দ্রুততার সঙ্গে খতিয়ে দেখবে।

ঈদে বাইক 'উপহার' না-পেয়ে স্ত্রীকে খুন, গ্রেফতার সৌদি ফেরত স্বামী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৮ এপ্রিল ঃ শ্বশুরবাড়ি থেকে মোটরবাইক 'উপহার' না- পেয়ে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ থানা এলাকায় এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত মহিলার নাম রুকসানা খাতুন। ২১ বছরের রুকসানার বাড়ি জিয়াগঞ্জ শহরের আমিনাবাজার এলাকায়। রবিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বছর চারেক আগে সাগরদিঘির দস্তুরহাট গ্রামের বাসিন্দা রুকসানার সঙ্গে জিয়াগঞ্জের আমিনাবাজার এলাকার বাসিন্দা নেশকাতুন ইসলাম নামে এক যুবকের বিয়ে হয়। এক কন্যাসন্তানের মা রুকসানা জিয়াগঞ্জ শ্রীপত সিংহ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। রুকসানার স্বামী গত কয়েক বছর ধরে সৌদি আরবে কাজ করতেন। ওই কারণে রুকসানা মেয়েকে নিয়ে দস্তুরহাট গ্রামে বাপের বাড়িতে থাকতেন। মাসখানেক আগে ভিন্দেশ থেকে বাড়ি ফেরেন রুকসানার স্বামী। রুকসানাও শ্বশুরবাড়ি যান। তার পরেই এই ঘটনা।

সমর্থন, জয় বিরসা মুন্ডা উলগুলান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করতে চলেছে জয় বিরসা মুন্ডা উলগুলান। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানান সংগঠনের সদস্যরা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তারা জানিয়েছেন পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের জন্য গঠন করা হয়েছে উন্নয়ন বোর্ড।

নদীয়ায় প্রতিবেশীদের মারে মৃত্যু হলো সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন ভিক্ষুকের, গুরুতর আহত মৃতার স্বামী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ এপ্রিল ঃ আবার একবার অমানবিকতার ঘটনার সাক্ষী থাকলো গোটা নদীয়া। সচরাচোর আমরা এটাই জানি এলাকায় প্রতিবেশী থাকে একে অপরের সুখ- দুঃখের সাথি হতে। কিন্তু এই প্রতিবেশীরাই যে কখন কারো মৃত্যুর কারোন হয়ে দাঁড়াবে কেউ কি ভাবতে পারে !! কিন্তু নদীয়য় ঘটে গেলো এমবই এক অমানবিক ঘটনা! প্রতিবেশীদের মারেই মৃত্যু হলো নদীয়ার এক ভিক্ষুকের। গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মৃতার স্বামীর। আর যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এমনই মর্মান্তিক ও চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার রানাঘাট থানার পায়রাডাঙ্গা এলাকায়। সূত্রের খবর, রানাঘাট থানার পায়রাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা অঞ্জলি কর্মকার আর তার স্বামী দুজনের সংসার, স্থানীয় সুত্রে জানা যায় এই কর্মকার দম্পতি দুজনেই জীবন গুজরান করতে ভিক্ষাবিত্তি করে, পাশাপাশি স্থানীয়দের দাবী এরা দুজনেই সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলো। সূত্রের খবর, এই কর্মকার দম্পতিকে রবিবার রাতে ব্যাপক মারধর করে তাদেরই প্রতিবেশী কয়েকজন। অভিযোগ, পরে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই দম্পতিকে রানাঘাট হাসপাতালে নিয়েগেলে চিকিৎসক অঞ্জলি কর্মকার নামের মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় গুরুতর আহত ওই মহিলার স্বামী সুবল কর্মকার। বর্তমানে রানাঘাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয়দের একাংশের দাবী প্রথমে সামান্য ঝামেলা নিয়ে বিবাদ তৈরি হয়, তারপর তা মারামারিতে পরিণত হয়, সেখানেই আচমকাই মারাত্মক আঘাত লাগে অঞ্জলি কর্মকারের। আর সোমবার সকালে আহত সুবল কর্মকারকে হাসপাতালে দেখতে যান রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। আর সেখানেই তিনি দাবি করেন, আক্রান্ত সুবল কর্মকার বিজেপি কর্মী। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন এরা ভিক্ষাবৃত্তি করে সংসার চালান, আর একটু মানসিক ভারসাম্যহীন। জয় শ্রীরাম বলাতে তার ওপর এই ধরনের দুস্কৃতী হামলা। পূর্বপরিকল্পিতভাবে তার স্ত্রীকে মেরে ফেলা হয়েছে। তিনি আরও দাবী করেন যারা এই নির্মম অত্যাচার চালালো প্রত্যেকেই তৃণমূলের আশ্রিত দুস্কৃতি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, পুলিশ প্রশাসন যদি অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তি না দেয় তাহলে বৃহত্তম আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জগন্নাথ সরকার। জগন্নাথ সরকারের তোলা সব অভিযোগ উড়িয়ে দেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। স্থানীয় তৃণমূল নেতা দীপক বসু বলেন, ওই পরিবার বিজেপির সাথে যুক্ত নয়, ভোটের আগে জগন্নাথ সরকার সস্তার রাজনীতি করছে। আর সোমবার বিকেলে প্রথমে আহত ব্যাক্তির সাথে হাসপাতালে দেখা করতে জান রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী ডা. মুকুট মনি

অধিকারী, ও পরে স্থানীয় নেতৃত্ব দের সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান, সেখানে গিয়ে কথা বলপন স্থানীয় দের সাথে। সেখান থেকে তিনি জানান ওই পরিবারের স্বামী- স্ত্রী দুজনেই মানসিক ভারসাম্যহীন, এটা সত্যি, কিন্তু জয় শ্রী রাম স্লোগান নিয়ে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। জগন্নাথ সরকার সুযোগ পেয়ে নোংরা রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। উনি সব সময়েই এটাই করেন, আমি আহত ব্যাক্তির সাথে কথা বলেছি, আর পুলিশও ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করেছে। যদিও পুলিশ সুত্রে জানা যায় ঘটনার তদন্ত শুরু করে ইতিমধ্যেই ওই ঘটনায় যুক্ত তিন জনকে গ্রেফতার করেছে রানাঘাট পুলিশ। পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রানাঘাট থানার পুলিশ। কিন্তু মানসিক ভারসাম্যহীন ভিক্ষুক পরিবারের সাথে প্রতিবেশীদের কি এমন বিবাদ হলো, যার জন্য প্রান দিতে হলো মানসিক ভারসাম্যহীন অঞ্জলি কর্মকারকে! মানবিক, মানবতা কি তাহলে শুধুই কথার কথা? এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

বিভিন্ন ওয়ার্ডে দফায় দফায় বাড়িতে বৈঠক করে অভিনব ভাবে নির্বাচনী প্রচার চালালেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ এপ্রিল ঃ পুরাতন মালদা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে দফায় দফায় বাড়িতে বৈঠক করে অভিনব ভাবে নির্বাচনী প্রচার চালালেন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। সোমবার সকাল থেকেই পুরাতন মালদা পুরসভার ১ থেকে ৫ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত নিবিড় জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমেই এই নির্বাচনী প্রচার চালান তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। ওইসব ওয়ার্ডের প্রতিটি পাড়ায় গিয়ে দশটি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি করে ঘরোয়া বৈঠক করেন । সেই বৈঠকের মাধ্যমেই মহিলারা লক্ষ্মী ভান্ডারের বরাদ্দ নতুনভাবে এক হাজার টাকা পাচ্ছেন কিনা, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে রুপশ্রী, সবুজ সাথীর সুযোগ-সুবিধা প্রত্যেকেই পেয়েছে কিনা, পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নানান প্রকল্পের বিষয়গুলি নিয়েই মূলতঃ এদিন সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক করেই মতামত বিনিময় করেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। এছাড়াও গত পাঁচ বছরে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদদের দেখা মিলেছে কিনা, তার কাছ থেকে কতটা সহযোগিতা সাধারণ মানুষ পেয়েছেন সেই প্রসঙ্গও এদিন আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। এদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পুরাতন মালদা পুরসভার ওই পাঁচটি ওয়ার্ডের নিবিড় জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিত দাস সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই ওয়ার্ড ভিত্তিক ঘরোয়া বৈঠকেই মূলতঃ বাড়ির মহিলাদের কাছেই বেশি করে সমস্যার কথা শোনার চেষ্টা করেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। এরপরই নানান বিষয় নিয়েই মতামত বিনিময় করেন তিনি। তৃণমূল প্রার্থীকে সামনে পেয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথাও যেমন বলেছেন তেমনি এলাকায় কোথায় পানীয় জল -রাস্তাঘাট অথবা অন্যান্য সমস্যা রয়েছে সেই প্রসঙ্গগুলিও তুলে ধরেন অনেকেই। এমনকি উত্তর মালদার সাংসদ যে তাঁদের এলাকায় একবারের জন্য নানান সমস্যার বিষয় নিয়ে খোঁজ খবর নেন নি সেই ব্যাপারে প্রার্থীকে অভিযোগ আকারে জানান। তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি বলেন, মানুষের কাছে নানান বিষয় নিয়ে মতামত বিনিময় করা হয়েছে। যদিও এলাকার বিজেপি সাংসদ তিনি সাধারণ মানুষের সমস্যার বিষয়ে কোনো খোঁজ খবর নেন নি। বিজেপি সাংসদ যখন কাজ করেন নি তাঁর একটা রিপোর্ট কার্ড সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি আরো বলেন, এদিন পুরাতন মালদা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘরোয়া বৈঠকের মাধ্যমে মানুষের সমস্যার কথা শোনা হয়েছে। আগামীদিন সেই সব সমস্যার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। এদিন এই ঘরোয়া বৈঠকের আগে এলাকার কয়েকটি মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তৃণমূল প্রার্থী। এদিকে উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী তথা সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, আসলে তৃণমূলের কাছে নির্বাচনে লড়ার কোন কিছু নেই, তাই এই ধরনের অভিযোগ করছে। সাংসদ থাকাকালীন বিভিন্ন এলাকাতে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। আসলে বাইরে থেকে আসা ওই তৃণমূল প্রার্থী এই ব্যাপারে কিছু জানে না। তাই ভিত্তিহীন কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্তি করছে।

মমতা- সৌমিত্র বিতণ্ডায় মুখ খুললেন সুজাতা মণ্ডলও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ-র ব্যক্তিগত জীবনের উল্লেখ করেছেন সোমবারের জনসভায়। পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সৌমিত্রও। এবার এ বিষয়ে মুখ খুললেন সৌমিত্র প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডলও। গত বছর সৌমিত্রর সঙ্গে তাঁর ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে বলেও এদিন স্পষ্ট করে দেন সুজাতা। এর প্রেক্ষিতে সুজাতা মণ্ডল সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'তিনি (সৌমিত্র খাঁ) শিলিগুড়ির বিজেপির জেলা সভাপতির স্ত্রীকে পুষে রেখেছেন। আমি থাকতে থাকতেই তো পুষে রেখেছেন। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বকে বলব, একটা নারীর লড়াইকে, ধর্মের লড়াইকে সমর্থন করুন। সুজাতা বলেন, আর

কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছি, যারা ফরেন্সিক এজেন্সি আছে, সেই টিমক বলব, আপনারা তদন্ত করুন যে শিলিগুড়ির বিজেপির জেলা সভাপতি বহরমপুরে গাড়ি দুর্ঘটনায় রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন কেন? স্ত্রীকে নিয়ে বিলাসব্যাসন করাটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না বলেই কি বহরমপুরে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করতে হয় তাঁকে? সুজাতা বলেন, আমি চাই শিলিগুড়ির প্রাক্তন জেলা সভাপতি অভিজিত রায়চৌধুরীর মৃত্যু রহস্যের তদন্ত হোক।'' একইসঙ্গে বাঁকুড়া আদালতে ২০২৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সৌমিত্র খাঁয়ের সঙ্গে তাঁর ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে বলেও এদিন জানিয়ে দেন সুজাতা। প্রসঙ্গত, সুজাতার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর আবারও বিয়ে করেছেন সৌমিত্র খাঁ। সুজাতা তাঁর বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর, বাবা ও মায়ের চাপেই তিনি ফের বিয়ে করেন বলে কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন সৌমিত্র।

বিজেপির সভা মঞ্চে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ এপ্রিল ঃ দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের কিশামতদশগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের খেরবাড়ী হাট এলাকায় বিজেপির সভা মঞ্চে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। বিজেপির অভিযোগ আজ বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষ্যে খের বাড়ি হাট এলাকার মোক্তাতারের বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে একটি সবার আয়োজন করা হয়। গতকাল রাতেই সেই সভার মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। অভিযোগ গতকাল রাতে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বিজেপির সভা কে বানচাল করতে মঞ্চে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। অপরদিকে তৃণমূলক দাবি বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামানিক নির্বাচনী প্রচারে যেখানেই যাচ্ছেন মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করছে। তাই নিজেদের মঞ্চে নিজের আগুন ধরিয়ে দিয়ে তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।

ভোটের আগে অগ্নিমিত্রার হাত ধরে নির্দলদের যোগদান

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ৮ এপ্রিল ঃ এবার বেশকিছু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রায় তিন শতাধিক মানুষ যোগদান করলো বিজেপিতে। সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি কার্যালয়ে মেদিনীপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলের হাত ধরে মেদিনীপুর সদর ব্লকের কনকাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্বজিত কর্মকারের নেতৃত্বে প্রায় তিন শতাধিক মানুষ বিজেপিতে যোগদান করেন। উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুদাম পণ্ডিত সহ অন্যান্য নেতৃত্বগন। প্রসঙ্গত, যোগদানকারীরা তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের তরফে টিকিট না পাওয়ায় নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং কনকাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়ী হয় বিশ্বজিত কর্মকার সহ পাঁচজন নির্দল সদস্য। পরে তাদের তৃণমূল থেকে বহিস্কার করা হয়। এদিন পাঁচজন নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য সহ তিন শতাধিক মানুষ বিজেপির পতাকা হাতে নিলেন। ভোটের আগে বিজেপিতে এই ধরণের যোগদান তৃণমূলে অনেকটাই প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছে বিজেপি। অন্যদিকে এই নিয়ে মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজয় হাজরা জানান তৃণমূলের উচ্ছিষ্ট ছাড়া বঙ্গ বিজেপি অচল। তৃণমূল থেকে বহিস্কৃত যারা, তারা বিজেপিতে গেল, কংগ্রেসে গেল, সিপিএমে গেল তাতে তৃণমুলের কিছু যায় আসে না। এদের ছাড়াই চারটি অঞ্চলে তৃণমূল ভালো ফল করবে।

আইটেম গানে সাড়া ফেললেন অর্ক এবং বর্ধমানের মেয়ে মাহি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ এপ্রিল ঃ সম্প্রতি ওটিটি প্লাটফর্মে মুক্তিপ্রাপ্ত মিউজিক ভিডিও 'লায়লা' সাড়া ফেলে দিয়েছে নতুন প্রজন্মের জন্য। অর্ক ও বর্ধমানের টিকরহাটের তরুনী জ্যোতির্ময়ী সামন্ত ওরফে মাহি অভিনীত এই মিউজিক অ্যালবামটি ইতিমধ্যেই দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পেরেছে অনেকের। সোমবার বর্ধমানের গঙ্গাকিশোর

প্রেস কর্ণারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন লায়লা মিউজিক অ্যালবামটির শীর্ষ অভিনেত্রী তথা ড্যান্সার মাহি এবং অর্ক। তারা বলেন, 'লায়লা' একটি অন্য স্বাদের আইটেম গান যার প্রধান বিশেষত্ব হল বাংলা, হিন্দি ও ভোজপুরি এই তিনটি ভাষার প্রয়োগ করা হয়েছে। তারা চান তাদের এই মিউজিক ভিডিও টা যেন আরও জনপ্রিয় হয়। সকলেই যেন এই গানটি দেখেন এবং তা ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সহযোগিতার হাত বাড়ান। উল্লেখ্য, এই মিউজিক ভিডিও তে নাচের সুযোগ পেয়ে মাহি অনেকটাই দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এর আগে তিনি একটি বাংলা ওয়েব সিরিজেও অভিনয় করেছেন।

কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো পাকুয়াহাটে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ এপ্রিল ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে উত্তর মালদা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো পাকুয়াহাটে। সোমবার দুপুরে বামনগোলা ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বামনগোলা ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অঞ্চল নেতৃত্ব কলেজ নেতৃত্বদের নিয়ে কর্মী সম্মেলন করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয়ী করার লক্ষ্যে আগামী দিনে বিভিন্ন অঞ্চলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে সভা করা হবে। এদিন এই কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রসূন রায়, বামনগোলা ব্লকের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি টোটন দাস অমূল্য মাহাতো সহ অনন্যা কর্মীরা।

লোকসভা ভোটের মুখে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামের মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ এপ্রিল ঃ লোকসভা ভোটের মুখে পানীয় জলের পরিশ্রুত পানীয় জল মিলছে না। সেই কারণে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখানো

সমস্যা নিয়ে এবার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামের মহিলারা। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষণপুর মালাকাপাড়া এলাকায়। পুরো ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের উদাসীনতাকেই দায়ী করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বিক্ষোভকারী মহিলারা । পানীয় জলের দাবিতে মালাকাপাড়া এলাকার রাজ্য সড়ক প্রায় আধঘণ্টা ধরে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন গ্রামবাসীরা। পরে অবশ্য পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় বিক্ষোভকারী মহিলাদের বক্তব্য, তাদের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সাবমারসিবল পাম্প বসানো হয়নি। একটি নলকূপ থেকে আয়রন যুক্ত জল তাদেরকে ব্যবহার করতে হচ্ছে। তাও মাঝেমধ্যে সেটি বিকল হয়ে পড়ে। এলাকায় পিএইচই পাইপলাইন থাকা সত্ত্বেও গ্রামে হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি জিয়াউর রহমান জানিয়েছেন, ওই গ্রামের মানুষের সমস্যার কথা শুনেছি। নির্বাচনের জন্য এখন বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ রয়েছে তবুও বিষয়টি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত। প্রশাসনকে জানানো হবে। দ্রুত যাতে পানীয় জলের পরিষেবা গ্রামবাসীরা পান সেই উদ্যোগও নেওয়া হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-১৩/২৩-২৪, তারিখ ০৫.০৪.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেল ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-১৩/২৩-২৪। বিবরণ ঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের বিভিন্ন জায়গাতে ৩.০ এমডব্লুপি অন-গ্রিড (ব্যাটারি ব্যাকআপ ছাড়া) সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা। **টেন্ডারের জন্য ধার্য ব্যয় ঃ** ১২,৩১,০৭,০২৫.৮০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৭,৬৫,৫০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৪.২০২৪-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের ও নথি-পত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েব সাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া ও দেখা যাবে। ২৭.০৪.২০২৪-এ দুপুর ২টার মধ্যে উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং জমা করা কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে সরাসরি বাতিল করা হবে।
(MISC-07/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

VACANCY NOTICE

OLIVE ACADEMY (B Ed Course) Kanchanpur (Bagpara) Po. Natunganj Ps. Raghunathganj Dist. Murshidabad. Pin No. -742227 (Recognised by NCTE & Affiliated to BSAEU) 1. Principal (1) 2.. Assistant professor in Mathematics (1) Arabic (1) Sanskrit (1) Librarian (1) Performing Arts (1) Philosophy (1) political science (1) Qualification as per NCTE Regulation 2019 (NET/ SET/Ph.D) Apply within 7 days in College Contact of - 8250906070 // 8918215498 E-mail : oliveacademy14@gmail.com
Sd / - Secretary // President
Olive Academy

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ও-এসি-টি-০৩ থেকে ০৬-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ০৫.০৪.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসান-সোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-০৩-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/আসানসোলের অধীনে ব্লক শাখায় ১৪টি ইন্টারলক্‌ড লেভেল ক্রসিং গেটে ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৮৭,২৫,৫২১.০৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৭৪,৫০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **ক্রঃ নং ২। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-০৪-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/আসানসোলের অধীনে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ওপেন টেন্ডার (১) মধুপুরে পূর্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ ঃ পাওয়ার হাউস থেকে বিভিন্ন অবস্থানে (যেমন স্টেশন, ডিটিসি, ওয়েস্ট কেবিন, ফিল্টার হাউস ইত্যাদি ও অন্য স্থানে) ওভারহেড লাইনের শক্তিশালীকরণ সমেত প্রতিস্থাপন। (২) এইএন/মধুপুরের অধীনে জামতারাতে অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়ক কাজ সমেত টিআরডি কলোনির পাশে স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোডের উন্নয়নের জন্য পূর্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ। (৩) রাজলা হল্ট স্টেশনে নতুন বুকিং অফিস কাম ওয়েটিং হল নির্মাণের জন্য পূর্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ। (৪) সিনিয়র ডিইএন/২/আসানসোলের অধীনে নারগাঞ্জো হল্ট-এ নতুন বুকিং অফিস কাম ওয়েটিং হল নির্মাণের জন্য পূর্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩৯,৭৯,৮৫৯.৫৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৭৯,৬০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৯ মাস। **ক্রঃ নং ৩। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-০৫-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** ৩ বছরের জন্য এইএন/মধুপুরের অধীনে ১৯টি লেভেল ক্রসিংয়ে সাচেট্যাক সিস্টেমের বার্ষিক রক্ষণা-বেক্ষণের নবীকরণের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৭০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৭,৪০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **ক্রঃ নং ৪। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-০৬-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** এইএন/মধুপুরের অধীন এসএসই/পি(ওয়ে)/বিদ্যাসাগরের শাখায় ট্র্যাকের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৪,৪৮,৭৬০.২৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,০২,২০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিটি ক্রঃ নংয়ের জন্য ০৬.০৫.২০২৪, বেলা ১২টা। রেল ওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।(ASN-10/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-১৬/২৩-২৪, তারিখ ০৫.০৪.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-১৬/২৩-২৪। বিবরণ ঃ** সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে শপ নং ১০, শপ ২-এর সংস্কার ও উন্নয়ন। **টেন্ডারের জন্য ধার্য ব্যয় ঃ** ১০,৬০,৬০৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২১,২০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৪.২০২৪-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের ও নথিপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া ও দেখা যাবে। ২৬.০৪.২০২৪-এ দুপুর ২টার মধ্যে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং জমা করা কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে সরাসরি বাতিল করা হবে।
(MISC-04/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/এম,** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডারটি ০৭.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টের সময় খোলা হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ের এন-এস শাখার পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমের অগমেন্টেশন সহ মেট্রো রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে (কেএনএপি থেকে কেএমইউকে পর্যন্ত) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ সম্পর্কিত সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৯,৮৫,৩৩০.৫২ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ৯৯,৭০০ টাকা, **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। টেন্ডারটি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/ বিডদাতারাই ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময়ে সকল সংশ্লিষ্ট নথিপত্র অবশ্যই আপলোড করতে হবে
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক/২৫-২০২৩, তারিখঃ ০৫.০৪.২০২৪
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

দুর্নীতি-বিরোধী আইন নেই বলেই ছাড় পেয়ে যায় শ্রীসন্থেরা!

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিলঃ ভারতের খেলাধুলোর সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের মধ্যে দুর্নীতি রোখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট চিন্তাভাবনার অভাব রয়েছে। তাই ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ করার ক্ষেত্রে নেই কোনও শক্তপোক্ত আইন। সে কারণেই এস শ্রীসন্থের মতো ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ থাকলেও তাঁরা ছাড়া পেয়ে যান। এমনটাই জানিয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার নীরজ কুমার। প্রায় ৩৭ বছর কর্মজীবনে ক্রিকেটে ম্যাচ গড়াপেটার একাধিক বিষয় সামলেছেন নীরজ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২০১৩ সালে আইপিএলে ম্যাচ গড়াপেটা, যেখানে রাজস্থানের ক্রিকেটার শ্রীসন্থ, অজিত চান্ডিলা এবং অঙ্কিত চহ্বান ধরা পড়েন। তিন জনকে আজীবন নির্বাসিত করা হয়। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টে শাস্তি কমানোর আবেদন করেন শ্রীসন্থ। শেষ পর্যন্ত তা কমিয়ে সাত বছর করা হয়। ২০২০-তে নির্বাসন শেষ হওয়ার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেওছেন শ্রীসন্থ। নীরজের দাবি, শ্রীসন্থের বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াপেটার যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। তিনি সংবাদ সংস্থাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''ওই মামলাটা বেশি দূর এগোলোই না। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে ক্রিকেট তো বটেই, যে কোনও খেলায় দুর্নীতি রুখতে কোনও আইন নেই। জিম্বাবোয়ের মতো দেশেও আইন রয়েছে।''

স্ট্রাইকরেট প্রশ্ন পিছু ছাড়ছে না বিরাট কোহলির! পাশে পেলেন অজি কিংবদন্তিকে

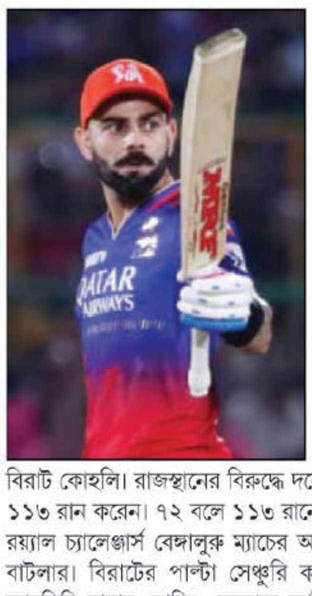

বেঙ্গালুরু, ৮ এপ্রিলঃ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ঠিক কী করলে ভালো পারফরম্যান্স হবে, এ যেন তাদেরও ধারনার বাইরে। ঘরে ফিরে একটা ম্যাচ জিতেছিল আরসিবি। উদ্বোধনী ম্যাচটি ছিল অ্যাওয়ে। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু হয় আরসিবির। ঘরের মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছেও হার। গত ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলির অপরাজিত সেঞ্চুরি ব্যর্থ। দলের হারে প্রশ্ন উঠছে বিরাটের স্ট্রাইকরেট নিয়ে। এ মরসুমে টানা দু-ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন বিরাট কোহলি। রাজস্থানের বিরুদ্ধে দলের ১৮৩ রানের মধ্যে বিরাট একাই ১১৩ রান করেন। ৭২ বলে ১১৩ রানে অপরাজিত থাকেন বিরাট কোহলি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে ফর্মের অভাবে ভুগছিলেন জস বাটলার। বিরাটের পাল্টা সেঞ্চুরি করে রাজস্থানকে জেতান বাটলার। আরসিবি হারায় বোলিং, অন্যান্য ব্যাটারদের পারফরম্যান্স নিয়ে যত না আলোচনা, তার চেয়ে অনেক বেশি আলোচনা বিরাটের স্ট্রাইকরেট নিয়ে। জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বিরাটকে নিয়ে জল্পনা চলছে, আদৌ তাঁকে বিশ্বকাপের দলে রাখা হবে কিনা। স্ট্রাইকরেট নিয়ে যে হারে সমালোচনা চলছে, এই জল্পনা যেন আরও বাড়ছে। স্ট্রাইকরেট ইস্যুতে এ বার বিরাট কোহলির পাশে দাঁড়ালেন অজি কিংবদন্তি মাইকেল ক্লার্ক। বলছেন, ''আমি কোনও ভাবেই বিরাটের দিকে আঙুল তুলব না। ও দুর্দান্ত খেলেছে। আমার মতে, ওই পরিস্থিতিতে যেমন খেলা উচিত ছিল, বিরাট সে ভাবেই খেলেছে। ওর উল্টোদিকের ব্যাটাররা যদি রান করতে না পারে, আত্মবিশ্বাস না দেখায়, এখানে বিরাটকে দোষ দেওয়ার কোনও কারণ দেখছি না।'' রাজস্থানের কাছে হারের কারণ হিসেবে ক্লার্ক আরও যোগ করেন, ''আরসিবি অন্তত ১৫ রান মাঠে ফেলে এসেছে। ব্যাটিং অর্ডারে কিছু সিদ্ধান্তও অবাক করার মতো। কার্তিকের মতো ফিনিশার রয়েছে। জানি না, ওকে কেন ম্যাক্সওয়েলের পরে নামানো হয়েছিল। আমার মনে হয়, কার্তিককে গ্রিনের আগে নামানো উচিত ছিল।''

৩ বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গল জোথানপুইয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ সূত্রের খবর অনুযায়ী, হায়দরাবাদ এফসি মিডফিল্ডার মার্ক জোথানপুইয়া আসন্ন মরশুমের জন্য ইস্টবেঙ্গল এফসি-তে যোগ দিতে চলেছেন। ২১ বছর বয়সি এই মিডফিল্ডার কলকাতা জায়ান্টের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। জোথানপুইয়া চলতি মরশুমে নিজামদের জন্য তার মিডফিল্ডের দক্ষতায় সকলকে মুগ্ধ করেছেন। ১৭টি আইএসএল ম্যাচে উপস্থিত হয়েছেন তিনি এবং একটি সহায়তায় অবদান রেখেছেন। তিনি ২০১৯ সাল থেকে হায়দরাবাদ দলের অংশ ছিলেন। তিনি আইএসএল ২০২০-২০২১-এ বিজয়ী অভিযানেরও অংশ ছিলেন। জানা গিয়েছে এই মিজো মিডফিল্ডারকে পঞ্জাব এফসি এবং ওড়িশা এফসি থেকেও অফার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু জানা গিয়েছে যে ইস্টবেঙ্গল তাদের দলে জোথানপুইয়াকে সুরক্ষিত করতে সফল হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল এফসি এই মরশুমে একটি রোলারকোস্টার রাইড করেছিল। এবারে ডুরান্ড কাপে রানার আপ হয়েছিল এবং তারা কলিঙ্গা সুপার কাপ জয় করেছিল। তবে এরপরে তাদের আইএসএল যাত্রা ততটা সফল হয়নি। এখনও তাদের আইএসএল-এর প্লে অফে যোগ্যতা অর্জনের আশা অনিশ্চিত হয়ে রয়ে গেছে। এএফসি ২০২৩-২৪ মরশুমের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ইস্টবেঙ্গল, সেই কারণেই ক্লাবের বর্তমান প্রাথমিক লক্ষ্য হল আগামী মরশুমে আরও শক্তিশালী স্কোয়াড গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। রিপোর্ট অনুযায়ী, পঞ্জাব এফসি থেকে ফরাসি মিডফিল্ডার মাদিহ তালালকে দুই বছরের চুক্তিতে সই করার জন্য ক্লাবটি সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে। এখন, তাদের টার্গেট মার্ক জোথানপুইয়া। জানা গিয়েছে তাঁকে সেট করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে মার্ক জোথানপুইয়ার আগমনে নিঃসন্দেহে ইস্টবেঙ্গলের বেঞ্চের গভীরতা আরও বাড়বে। মিজোরামের বাসিন্দা, হায়দরাবাদ এফসির রিজার্ভ সাইডে যোগদানের আগে মার্ক পুনে সিটি এফসির যুব দলের সঙ্গে তার পেশাদার কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখে তাঁকে হায়দরাবাদ-ভিত্তিক ক্লাবের সিনিয়র স্কোয়াডে জায়গা করে দেওয়া হয়। প্রতিভাবান তরুণদের লালনপালনের জন্য ইস্টবেঙ্গলের প্রধান কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের সুনাম রয়েছে। তিনি ইতিমধ্যেই পিভি বিষ্ণু, আমান সিকে, এবং সায়ন ব্যানার্জি সহ ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দলের প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভা আবিষ্কার করেছেন। জোথানপুইয়া কার্লেস কুয়াদ্রাতের শিবিরে একটি উষ্ণ অভ্যর্থনা পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে মার্ক জোথানপুইয়া ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে নিজের ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ পাবেন।

বিশ্বকাপ ফাইনালে হার নিয়ে রোহিত শোনালেন 'অপ্রত্যাশিত' অভিজ্ঞতা

মুম্বই, ৮ এপ্রিলঃ বছর আসে বছর যায় ভারতের ঝুলিতে আর বিশ্বকাপ ট্রফি আসে না। টিম ইন্ডিয়ার কাছে ১২ বছরের বিশ্বকাপ ট্রফির খরা কাটানোর সুযোগ ছিল তেইশে। দেশের মাটিতে গত বছর ওডিআই বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। টানা ১০ ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেও বিশ্বকাপের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের। সেই সঙ্গে ভারতবাসীদের মনও দুঃখে-কষ্টে ভারাক্রান্ত ছিল। অজি আগ্রাসনের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল মেন ইন ব্লুকে। সম্প্রতি নেটফ্লিক্সে দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-তে রোহিত শর্মা বিশ্বকাপ হারের যন্ত্রণা নিয়ে জানিয়েছেন। বিশ্বকাপ হারের কষ্ট নিয়ে বলতে গিয়ে রোহিত অতীতে ফিরেছিলেন। তিনি বলেন, ''ফাইনাল ম্যাচের দু'দিন আগে আমাদের টিম আমেদাবাদে অনুশীলন করেছিল। টিমের গতি বজায় ছিল। ঠিক যেন টিম অটোপাইলটে চলছিল। যখন ফাইনাল ম্যাচ শুরু হয়েছিল, আমরা শুরুটা ভালোই করেছিলাম। শুভমন তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর বিরাট আর আমার একটা পার্টনারশিপ জমেছিল। তাই আমাদের আত্মবিশ্বাস ছিল যে আমরা ভালো রান স্কোরবোর্ডে তুলতে পারব। ফাইনাল যখন খেলা হয়, বড় ম্যাচে স্কোরবোর্ডে রান থাকলে প্রতিপক্ষ টিমে চাপে থাকে। কারণ ওদের সেই রানটা তুলতে হবে। চাপের মধ্যে যে কোনও টিম ঘাবড়ে যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়া ভালো ক্রিকেট খেলেছিল। ওদের বড় পার্টনারশিপও হয়েছিল।'' এ ছাড়াও রোহিত জানান, তিনি ভেবেছিলেন দেশের মাটিতে ভারতীয় টিম বিশ্বকাপ হারায় দেশবাসীরা ক্ষুব্ধ থাকবেন। কিন্তু টুর্নামেন্টের পর তিনি যেখানেই গিয়েছিলেন, সকলে ভারতীয় দলকে সমর্থন করেছেন। ক্রিকেটার প্রতি ভালোবাসা জানিয়েছিলেন। অনবদ্য পারফর্ম করা ভারতীয় টিম বিশ্বকাপ ট্রফি জেতেনি ঠিকই, কিন্তু এ কথাও ঠিক যে রোহিতের দল সকল ভারত বাসীর হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। বর্তমানে ভারতের মাটিতে চলছে আইপিএল। এই কোটিপতি লিগ শেষ হলেই শুরু হয়ে যাবে টি-২০ বিশ্বকাপ। তা অবশ্য ভারতে হবে না। এ বারের বিশ্বকাপের যুগ্ম আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

মেসির সঙ্গে মেলানো হাত আর না ধোয়ার কথা বলেছিলেন যে ফুটবলার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বয়স তাঁর মাত্র ২০ বছর। এই বয়সেই স্মৃতির সংগ্রহশালায় অনন্য এক অভিজ্ঞতা জমাতে পেরেছেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার মাতিয়াস সুলে। লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর সতীর্থ হতে পারা হাতে গোনা কয়েকজন ফুটবলারের মধ্যে তিনিও যে একজন। রোনাল্ডোর সঙ্গে জুভেন্তাসে খেলেছেন সুলে। মেসির সঙ্গে মাঠে খেলা না হলেও একই ড্রেসিংরুম ভাগাভাগি করেছেন। ২০২২ সালে লিওনেল স্কালোনির আর্জেন্টিনা দলে সুলে ডাক পেয়েছিলেন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচ দুটির জন্য। মেসি ও রোনাল্ডো-দুজনকে কাছ থেকে দেখে আপ্লুত আর্জেন্টিনার তরুণ মিডফিল্ডার। জুভেন্তাস থেকে নিজের সাবেক ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নাম লিখিয়েছিলেন রোনাল্ডো। সেখান থেকে পর্তুগালের তারকা ২০২৩ সালে নাম লেখান সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে। রোনাল্ডো ইউরোপ ছেড়ে সৌদি আরবের ফুটবলে নাম লেখানোর আগে একটি

মরসুম তাঁর সঙ্গে জুভেন্তাসে খেলেছেন সুলে। তিনি নিজেও এখন ধারের চুক্তিতে ফ্রোসিনোনেতে খেলছেন। কিন্তু ওই এক মরসুমেই রোনাল্ডোকে দেখে ভালো লেগেছে তাঁর। আর মেসিকে দেখার অভিজ্ঞতা এমন হয়েছিল যে আর্জেন্টিনার ফুটবল আইকনের সঙ্গে মেলানো হাত আর ধোবেন না বলেই অনুভূতি হয়েছিল সুলের। ইএসপিএন ফ্যানসের অনুষ্ঠানে রোনাল্ডোকে নিয়ে সুলে বলেছেন, ''সে কত ভালো মানুষ, তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি তাকে চিনতাম না। কিন্তু তার সম্পর্কে যা বলা হতো, তা শুনেছি। সে জিনিয়াস। আমার মনে আছে, একদিন আমরা খেতে গিয়েছিলাম এবং সে আমার পাশে বসেছিল। আমি তার সঙ্গে কথাই বলিনি। কিন্তু সবাই চলে যাওয়ার পর সে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। সে তার গাড়ি আর মাদ্রিদের জীবন নিয়ে অনেক কিছু বলেছে।'' রোনাল্ডোর সঙ্গে ২০২০-২১ মরসুমে খেলার পর সুলে ২০২২ সালে ডাক পান আর্জেন্টিনা দলে। যদিও সেই সময় তাঁর আর্জেন্টিনা দলের হয়ে অভিষেক হয়নি। কিন্তু মেসিকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতাও তিনি জীবনে কখনো ভুলবেন না, ''আমি একটু দেরিতে পৌঁছেছিলাম। আমি যখন কক্ষে ঢুকি, সেই এগিয়ে এসে হ্যালো বলেছিল। আমি বলেছিলাম, আমি আর কখনো আমার হাত ধোবো না...আমি খুব বেশি কথা বলিনি। কিন্তু সে খুব ভালো মানুষ।''

সুযোগ ছিল নৌবাহিনীতে, মায়াঙ্ক যাদবের জীবন বদলে দেয় রতন টাটার 'ফেক' কোট!

লখনউ, ৮ এপ্রিলঃ সোশ্যাল মিডিয়া ফিডে কতকিছুই তো আসে। অনেকেই দেখেন, লাইক-কমেন্ট-শেয়ার করেন। কেউ আবার না পড়েই রিয়্যাক্ট করেন। আবার অনেকেই আছেন, কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির কোট থেকে প্রেরণা নেন। যদিও সব ক্ষেত্রেই যে সেই কোট সত্যি হয় তা নয়। কখনও অনেকের নাম দিয়ে কোট ছাড়া হয়, যেগুলো আদৌ তাঁদের নয়। এমন কোট অনেকের জীবনও বদলে দিতে পারে। যেমনটা হয়েছে ভারতের তরুণ এক্সপ্রেস গতির বোলার মায়াঙ্ক যাদবের ক্ষেত্রেই! মায়াঙ্ক যাদবকে চিনতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তেমনই রতন টাটাকেও। লখনউ সুপার জায়ান্টসের পেসার মায়াঙ্ক যাদবের কাছে একটা সময় সুযোগ এসেছিল নৌবাহিনীতে যোগ দেওয়ার। সেই সুযোগটা নেননি মায়াঙ্ক। তাঁর পছন্দ ক্রিকেট। সে কারণেই নৌবাহিনীতে যোগ দেননি। আর এই কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে সাহায্য করেছিল রতন টাটার একটি ফেক কোট। মায়াঙ্কের কোচ অবশ্য চাকরি না করার সিদ্ধান্তে খুশি ছিলেন না। তার অন্যতম কারণ, চোট। যে কারণে মায়াঙ্কের ক্রিকেট কেরিয়ারে নিরাপত্তাহীনতা ছিল। এখনও তা পুরোপুরি না মিটলেও, একটা

আশার আলো রয়েছে। রতন টাটার সেই 'ফেক' কোটের বিষয়টি একটি দৈনিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজেই জানিয়েছেন মায়াঙ্ক। বলছেন, ''আমি কোথাও একটা পড়েছিলাম যে রতন টাটা বলেছেন-'আমি সঠিক সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করি না। আগে সিদ্ধান্ত নিই, তারপর সেটাকে সঠিক প্রমাণের চেষ্টা করি।' এই মন্তব্যটা আমার মনে দাগ কেটেছিল। প্রশ্ন আসতেই পারে, এই কোটকে কেন ফেক বলা হচ্ছে!'' একটি সাক্ষাৎকারে রতন টাটাকে এই কোট নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। সেই ভিডিয়ো খুঁজলে পাওয়াই যাবে। যেখানে তাঁকে এই কোটের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে, রতন টাটা পরিষ্কার করে দেন, তিনি এমনটা কখনও বলেননি। অবশ্য, তাতেও বা কী যায় আসে! মায়াঙ্কের জীবন তো কিছুটা হলেও বদলে গিয়েছে।

ভারতের বুমরার থেকে এগিয়ে পাকিস্তানের নাসিম!

ইসলামাবাদ, ৮ এপ্রিলঃ কয়েক দিন আগে পাকিস্তানের নেতৃত্ব ফিরে পেয়েছেন বাবর আজম। আপাতত তাঁকে সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়ক করা হয়েছে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য। নেতৃত্ব ফিরে পেতেই ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বাবর। তাঁর পাকিস্তানের কাছে যশপ্রীত বুমরার থেকেও ভাল বোলার রয়েছে। বাবরের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, টি-টোয়েন্টি ম্যাচের নির্ণায়ক শেষ ওভারে কোন বোলার চাইবেন অধিনায়ক হিসাবে? নিজের দেশের এক জোরে বোলারকে এগিয়ে রেখেছেন তিনি। প্রশ্নকর্তা বলেছিলেন, ''ধরুন টি-টোয়েন্টি ম্যাচের একটি ওভারে ম্যাচের ফলাফল হতে পারে। জিততেই হবে। হাতে ১০ রান রয়েছে। আপনার হাতে দু'জন বোলার আছে। বুমরা এবং নাসিম শাহ। আপনি সেই ওভারে কার হাতে বল দেবেন?'' জবাবে বাবর বলেছেন, ''নাসিম।'' কেন নিজের দেশের বোলারকে পছন্দ আপনার? বাবরের ব্যাখ্যা, ''প্রথমত আমি নাসিমকে দেখে খুব খুশি। চোট সারিয়ে দারুণ ভাবে ক্রিকেটে ফিরে এসেছে। নাসিম দক্ষ বোলার। ওর হাতে অনেক রকম বল রয়েছে। নাসিমের মতো বোলার পাকিস্তানে খুব একটা পাওয়া যায় না। ''

সিটি আবারও শিরোপা জয়ের সম্ভাবনায় এগিয়ে, বলছে সুপারকম্পিউটার

লন্ডন, ৮ এপ্রিলঃ প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকায় ম্যানচেস্টার সিটি এখন তিন নম্বরে। এক পয়েন্ট বেশি নিয়ে দুইয়ে লিভারপুল, আর শীর্ষে আর্সেনাল। তবে আর্সেনাল বা লিভারপুল নয়, অপটার সুপারকম্পিউটারের হিসাবে এই মুহূর্তে ট্রফি জেতার সম্ভাবনায় সবচেয়ে এগিয়ে পিছিয়ে থাকা সিটি। পেপ গার্দিওলার দলের টানা চতুর্থ লিগ শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা এখন ৩৯.৭ শতাংশ। দুই দলের পেছনে থাকার পরও সিটির সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ার কারণ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-লিভারপুল ড্র। রবিবার ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইউনাইটেডের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে বড় হোঁচট খেয়েছে লিভারপুল। একধাক্কায় লিভারপুলের ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা কমেছে ১৩.৭ শতাংশ। প্রতি রাউন্ড শেষে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা-সম্ভাবনার ভবিষ্যদ্বাণী করছে ফুটবল পরিসংখ্যান ও তথ্য নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান অপটার সুপারকম্পিউটার। দলগুলোর সামনের ম্যাচ, প্রতিপক্ষ, খেলোয়াড়দের ফর্ম, অনুপস্থিতিসহ বিভিন্ন অনুষঙ্গ মিলিয়ে এই ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা হয়। লিগের ৩২তম রাউন্ডের আগে সম্ভাবনায় সবচেয়ে সবচেয়ে এগিয়েছিল লিভারপুল। ক্লপের দলের হাতে ট্রফি ওঠার সুযোগ ছিল ৪৫ শতাংশ। কিন্তু ইউনাইটেডের সঙ্গে ড্রয়ের পর সুযোগ কমে ৩১.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। লিভারপুল ড্র করলেও এই রাউন্ডে জয় তুলে নিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনাল। ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ম্যাচে ৩ মিনিটে পিছিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত ৪-২ গোলে জিতেছে সিটি। আর আর্সেনাল ৩-০ ব্যবধানে হারায় ব্রাইটনকে। ক্রিস্টালকে হারানোর আগে সিটির ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা ছিল ৩৩.৬ শতাংশ। সেটি ৬.১ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩৯.৭ শতাংশ। অর্থাৎ, এক সপ্তাহ লিভারপুল যে জায়গায় ছিল, সিটিও এখন সেখানেই। যদিও শতাংশের হারে সম্ভাবনা একেবারে একচ্ছত্র নয়। ইউনাইটেডের মাঠে লিভারপুলের ড্রয়ে বড় লাভ হয়েছে আর্সেনালের। লিভারপুল জিতলে তারাই পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে যেত। এখন পয়েন্ট আর্সেনালের সমান হলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে অলরেডরা। ৩২তম রাউন্ডের আগে আর্সেনালের লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ২১.৪ শতাংশ। সেটি ৭.৬ শতাংশ বেড়ে ২৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ৩২ ম্যাচে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ৭১। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে লিভারপুল। তৃতীয় স্থানে থাকা সিটির পয়েন্ট ৩২ ম্যাচে ৭০। তিন দলেরই এখন ৬টি করে ম্যাচ বাকি। এর মধ্যে লিভারপুলের ৪টি ম্যাচই প্রতিপক্ষের মাঠে (ফুলহাম, এভারটন, ওয়েস্ট হাম ও অ্যাস্টন ভিলা)। আর্সেনালের সামনে বড় অ্যাওয়ে ম্যাচ আছে দুটি-একটি টটেনহামের মাঠে, আরেকটি ইউনাইটেডের ওল্ড ট্রাফোর্ডে। এদিক থেকে কিছুটা সহজ পথ ম্যানচেস্টার সিটির। চারটি অ্যাওয়ে ম্যাচ আছে-যার তিনটিতে প্রতিপক্ষ ব্রাইটন, নটিংহাম ও ফুলহাম। চতুর্থ অ্যাওয়ে ম্যাচটি টটেনহামের মাঠে, লিগের শেষ দিনে। লিগের লড়াইয়ের মধ্যেই চ্যাম্পিয়নস লিগের ব্যস্ততা আছে সিটি, আর্সেনালের। আগামীকাল কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে এমিরেটসে বায়ার্ন মিউনিখকে আতিথেয়তা দেবে আর্সেনাল, একই সময়ে সিটি নামবে রিয়াল মাদ্রিদের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে। পরের সপ্তাহেই সেমিফাইনাল অঙ্ক মেলানোর দ্বিতীয় লেগ।

ইউনাইটেডের সঙ্গে এই ড্র লিভারপুলের কাছে হারের সমান ফন ডাইক

ওল্ড ট্রাফোর্ড, ৮ এপ্রিলঃ হারতে হারতে জিতে যাওয়া কিংবা অন্তত একটি পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়াটা অভ্যাস হয়ে গেছে লিভারপুলের। চলতি মরসুমে পিছিয়ে থাকা ম্যাচগুলো থেকে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল পেয়েছে ২৭ পয়েন্ট। সেই পয়েন্টের সর্বশেষটি লিভারপুল পেয়েছে আজ ওল্ড ট্রাফোর্ডে। তবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে একটা ধাক্কাই খেল লিভারপুল। এই ড্রতে যে প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ফেরার সুযোগ হারাল অল রেডরা। লিভারপুলকে রুখতে নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়ার ঘোষণা করেই মাঠে নেমেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। লিভারপুলের সেই ঘোষণা করারও প্রয়োজন ছিল না, ওল্ড ট্রাফোর্ডে তাদের এমনিতেই সর্বস্ব উজাড় দিয়ে খেলার কথা। ডিসেম্বরে প্রিমিয়ার লিগে অ্যানফিল্ড থেকে ড্র করে ফেরার পর এফএ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে তিন সপ্তাহ আগে রোমাঞ্চকর এক লড়াইয়ে লিভারপুলকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে ইউনাইটেড। ওই দুই ম্যাচের প্রতিশোধ নেওয়ার সঙ্গে ইয়ুর্গেন ক্লপের দলের প্রেরণা হিসেবে ছিল শিরোপা লড়াইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনালকে আরেকটু পেছনে ফেলার তাড়না। প্রতিশোধের আগুন আর শিরোপা লড়াইয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার তাড়না নিয়ে মাঠে নেমে ওল্ড ট্রাফোর্ডে গতকাল দুর্দান্ত খেলেছে লিভারপুল। এগিয়েও গিয়েছিল তারা। কিন্তু নাটকীয় আর রোমাঞ্চকর ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত জিততে পারেননি মহম্মদ সালাহ-ভার্জিল ফন ডাইকরা। ২৩ মিনিটে লুইস দিয়াজের গোলে পিছিয়ে পড়া ইউনাইটেড সমতায় ফেরে ৫০ মিনিটে, ব্রুনো ফার্নান্দেজের দুর্দান্ত এক গোলে। এরপর কোবি মাইনোর জাদুকরি গোলে যায় এগিয়ে। ৮৪ মিনিটে মহম্মদ সালাহর পেনাল্টি গোলে শেষ পর্যন্ত ২-২ ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে লিভারপুল। এই ড্রয়ে শীর্ষে ওঠার সুযোগ নষ্ট হয়েছে লিভারপুলের, এখন অবস্থান দুই নম্বরে। যার অর্থ, শিরোপা লড়াইয়ে পিছিয়েই পড়েছে লিভারপুল। স্বাভাবিকভাবেই ইউনাইটেডের বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও ম্যাচ জিততে না পারায় হতাশ লিভারপুলের খেলোয়াড়েরা। ম্যাচ শেষে অধিনায়ক ফন ডাইক তো ড্রকে হারের সঙ্গেই তুলনা করলেন, ''এটা (২-২ গোলের ড্র) হারের মতো। আবারও আমরা ভুল করেছি। আমরা অনেক সুযোগ পেয়েছি। সেই সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে আমাদের ম্যাচটি শেষ করে আসা উচিত ছিল।'' ৩১ ম্যাচ খেলে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে এখন আর্সেনাল। লিভারপুল সমান ম্যাচ খেলে সমান পয়েন্ট নিয়ে আছে দ্বিতীয় স্থানে। তৃতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৩১ ম্যাচে ৭০। ম্যাচ শেষে লিভারপুলের কোচ ক্লপ জিততে না পারার কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন সহজ সব সুযোগ মিস করাকে। মরসুম শেষে লিভারপুলকে বিদায় জানাতে যাওয়া ক্লপ বলেছেন, ''ওল্ড ট্রাফোর্ডে ১-০ গোলে এগিয়ে যাওয়া এবং (প্রথমার্ধে) ১৫-০ শটের পরিসংখ্যান অসাধারণ।'' ক্লপ এরপর সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ''আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানেই আছি। আমি কি ১০ পয়েন্টের পার্থক্য আশা করব? সেটা অবশ্যই করতে পারি। কিন্তু যা পেয়েছি, সেটা মেনে নিতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com